উত্তরবঙ্গের আত্মার আত্মীয়

উত্তরবঙ্গ সংবাদ

সেনসেক্স : ৮২,১৮০.৪৭ (-১০৬৫.৭১)

নিফটি : ২৫,২৩২.৫০ (-৩৫৩.০০)

বেনারসের ঘাটে পিএ-কে বিয়ে হিরণের বিস্ফোরক আগের স্ত্রী

নবীনই আমার বস, মন্তব্য নমোর ১০

আজকের সম্ভাব্য তাপমাত্রা

শিলিগুড়ি	জলপাইগুড়ি	কোচবিহার	আলিপুরদুয়ার
২৭° / ১২°	২৮° / ১১°	২৮° / ১১°	২৫° / ১৩°
সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন	সর্বোচ্চ / সর্বনিম্ন

সিঙ্গুরে পালটা সভা মমতার ৭

শিলিগুড়ি ৭ মাঘ ১৪৩২ বুধবার ৫.০০ টাকা 21 January 2026 Wednesday 12 Pages Rs. 5.00 ইন্টারনেট সংস্করণ www.uttarbangasambad.in Vol No. 46 Issue No. 243

রাজগঞ্জে জয়েন্ট বিডিও-কে দায়িত্ব

পূর্ণেন্দু সরকার ও রামপ্রসাদ মোদক

জলপাইগুড়ি ও রাজগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : খুনে অভিযুক্ত প্রশান্ত বর্মন আর রাজগঞ্জের বিডিও'র দায়িত্বে নেই। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়ার পর সোমবার রাতেই জলপাইগুড়ি জেলা প্রশাসন ওই ব্লকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজের দায়িত্ব দিল জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডলকে। যদিও প্রশান্তকে বিডিও'র পদ থেকে সরানো হল কি না কিংবা প্রশাসনিক কাঠামোয় তাঁর এখনকার অবস্থান কী, তা স্পষ্ট নয়।

জেলা প্রশাসনের কোনও আধিকারিক এব্যাপারে কথা বলতে চাননি। জেলা শাসক শামা পারভিন স্পষ্ট কিছু বলেননি। প্রশান্তর অবস্থান জানতে চেয়ে মোবাইলে মেসেজ পাঠানো হলেও তিনি নিরুত্তর ছিলেন। সোমবার রাতের নির্দেশ অনুযায়ী মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে

বিডিও'র পদ কি গেল? চুপ প্রশাসন

দায়িত্বভার নেন এতদিন জয়েন্ট বিডিও পদে কর্মরত সৌরভ।

সৌরভ বলেন, 'জেলা প্রশাসনের নির্দেশে আমি রাজগঞ্জের বিডিও'র দায়িত্বভার নিয়েছি। জেলা প্রশাসনের পরবর্তী নির্দেশ না আসা পর্যন্ত আমি এই দায়িত্বে বহাল থাকব। কোনওরকম চাপ মনে হচ্ছে না। বিডিও ছুটিতে থাকলে অনেক সময় জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব সামলাতে হয়। জেলা প্রশাসনের নির্দেশ মোতাবেক কাজ করব।'

অন্যদিকে, প্রশান্ত এখনও উধাও। সুপ্রিম কোর্ট তাঁকে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দিয়েছে। এব্যাপারে এবং তিনি এখন সরকারি কাজে আছেন কি না জানতে চেয়ে ফোন করা হলে তিনি সাড়া দেননি। মেসেজ পাঠানো হলেও জবাব দেননি। তিনি ছুটিতে আছেন কি না, সে ব্যাপারেও নীরব প্রশাসন।

জেলা শাসকের নির্দেশ অনুযায়ী রাজগঞ্জ ব্লকের প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজকর্ম সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করতেই জয়েন্ট বিডিওকে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। হাইকোর্ট আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেওয়ার দিন থেকে প্রশান্ত নিখোঁজ।

এরপর আটের পাতায়

দুর্নীতির মহাভারত

আইনের চোখে তিনি খুনের আসামি। পলাতকও বটে। রাজগঞ্জের কীর্তিমান বিডিও আদৌ আত্মসমর্পণ করবেন কি না, তা লাখ টাকার প্রশ্ন। এরমধ্যেই সামনে আসছে তাঁর আরও নতুন কীর্তির কথা।

নিয়ম ভেঙে আইনের ডিগ্রি প্রশান্তর

শুভঙ্কর চক্রবর্তী

- ৭৫ শতাংশ উপস্থিতির নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে এলএলবি এবং এলএলএম-এর ডিগ্রি
- অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরীর কলেজ থেকেই বিধি ভেঙে ডিগ্রি
- আইন ভেঙে একইসঙ্গে পিএইচডি'র কোর্স ওয়ার্ক এবং এলএলবি, দুটি রেগুলার কোর্সে পড়াশোনা

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : স্বর্ণ ব্যবসায়ীকে অপহরণের পর খুন করে দেহ লোপাটের চেষ্টায় অভিযুক্ত বিডিও প্রশান্ত বর্মন হাত পাকিয়েছেন শিক্ষা দুর্নীতিতেও। নিয়মকে বুড়ো আঙুল দেখিয়ে একের পর এক আইনের ডিগ্রি হাতিয়েছেন কীর্তিমান বিডিও। আর প্রশান্তর কুকর্মে নাম জড়াল কলকাতা হাইকোর্টের জলপাইগুড়ি সার্কিট বেঞ্চের অ্যাডিশনাল অ্যাডভোকেট জেনারেল জয়জিৎ চৌধুরীর। জয়জিৎ শিলিগুড়ির মাটিগাড়ার যে আইন কলেজের চেয়ারম্যান সেই কলেজ থেকেই বিধি ভেঙে ইতিমধ্যেই রেগুলার কোর্সে তিন বছরের এলএলবি ডিগ্রি পেয়েছেন প্রশান্ত। সেখান থেকেই বর্তমানে এলএলএম (রেগুলার কোর্স) পড়ছেন তিনি।

সংশ্লিষ্ট আইন কলেজটি উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় অনুমোদিত। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি অনুসারে সংশ্লিষ্ট কোর্সগুলিতে পরীক্ষায় বসতে হলে প্রতি সিমেস্টারে কমপক্ষে ৭৫ শতাংশ উপস্থিতি জরুরি। বিডিও'র মতো গুরুত্বপূর্ণ আমলার দায়িত্ব সামলে প্রশান্ত যে ৭৫ শতাংশ ক্লাসে উপস্থিত ছিলেন না তা বুঝতে রকেট সায়েন্সের প্রয়োজন হয় না। কেন বারবার বিধি ভেঙে প্রশান্তকে পরীক্ষায় বসার সুযোগ দেওয়া হল তা নিয়ে উঠেছে প্রশ্ন। ডব্লিউবিসিএসে নম্বর কেলেঙ্কেরিতে অভিযুক্ত প্রশান্ত আদৌ পরীক্ষায় বসেছিলেন নাকি পরীক্ষা না দিয়েই সার্টিফিকেট পেয়ে গিয়েছেন তা তদন্ত করে দেখারও দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। এলএলএমের প্রথম এবং দ্বিতীয় দুই সিমেস্টারের পরীক্ষা দিয়ে পাশ মার্কশিটও পেয়ে গিয়েছেন প্রশান্ত (রোল নম্বর- ২৪১০২৩১৪০০০৪, রেজিস্ট্রেশন নম্বর- ০৮১১৪০৬০১০০০৯)। প্রথম সিমেস্টারে তাঁর এসজিপিএ-৯.১৩ এবং দ্বিতীয় সিমেস্টারে ৮.৬৩। বিশ্ববিদ্যালয় সূত্রের খবর, ২০ ফেব্রুয়ারি থেকে এলএলএমের তৃতীয় সিমেস্টারের পরীক্ষা শুরু হবে। ৯ ফেব্রুয়ারি থেকে চলবে ফর্ম ফিলআপ। ফেরার প্রশান্ত সেই পরীক্ষায় বসতে পারবেন কি না তা নিশ্চিত নয়।

এরপর আটের পাতায়

জয় জয় দেবী...

ট্রেন-যাত্রার অপেক্ষায় সরস্বতী প্রতিমা। রায়গঞ্জ স্টেশনে মঙ্গলবার। ছবি : শুভঙ্কর সরকার

বন্দির মাথায় চাঁটি, বিতর্কে কাউন্সিলার

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : পুলিশের সামনেই বিচারাধীন বন্দিদের মুখ থেকে মাস্ক সরিয়ে দিয়ে একজন বন্দির মাথায় চাঁটি মারলেন শিলিগুড়ি পুরনিগমের ৪ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিবেক সিং। পুলিশের সামনেই বিচারাধীন বন্দির গায়ে হাত তোলার ঘটনায় বন্দিদের নিরাপত্তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। যদিও কাউন্সিলার বলেছেন, 'সাধারণ মানুষ যাতে চোরদের চিনতে পারেন এবং তাদের থেকে যাতে সাবধান হতে পারেন সেই কারণেই আমি চেয়েছিলাম, সবাই ওদের মুখ দেখতে পাক। আর মাথায় হাত দিয়ে বলছিলাম, যা এবার ব্যাটা, জেলে যা তুই। এছাড়া অন্য কোনও উদ্দেশ্য ছিল না আমার।'

গত ৩১ ডিসেম্বর খালপাড়া ফাঁড়ির অন্তর্গত আদর্শনগর এলাকায় পূজা করের বাড়িতে কেউ না থাকার সুযোগে চুরি হয়। চুরি যায় সোনা-রুপোর সামগ্রী, একটি মোবাইল সহ আরও বেশকিছু জিনিস। বাড়ি ফিরে চুরির ঘটনা নজরে আসে পূজার। সেদিনই তিনি খালপাড়া

ফাঁড়িতে অভিযোগ দায়ের করেন। অভিযোগের ভিত্তিতে তদন্ত শুরু করে ১৬ জানুয়ারি দুই অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করে পুলিশ। ধৃতদের নাম করণ বর্মন ও পঙ্কজ পাসোয়ান। ধৃতরা জ্যোতিনগর এবং কুলিপাড়া এলাকার বাসিন্দা।

ধৃতদের শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তুলে চারদিনের হেপাজতে নেয় পুলিশ। ধৃতদের কাছ থেকে ৩১ তারিখে চুরির ঘটনার বিভিন্ন সামগ্রী সহ একটি স্কুটারও উদ্ধার হয়।

মঙ্গলবার ধৃতদের ফের শিলিগুড়ি আদালতে নিয়ে যাওয়ার সময় ঘটে বিপত্তি। ধৃতদের নিয়ে বেরোনোর সময় সেখানে হাজির হন ওয়ার্ডের কাউন্সিলার বিবেক সিং। চুরির ঘটনাটি ঘটেছিল তাঁর ওয়ার্ডেই। অভিযুক্তদের দেখে হঠাৎ মেজাজ হারিয়ে তাঁদের মুখের মাস্ক খুলে দেন কাউন্সিলার। একজনের মাথার পেছনে চাঁটি মারেন তিনি।

একজন জনপ্রতিনিধির কাছে এটা মোটেই কাম্য নয় বলছেন অনেকেই। শুধু জনপ্রতিনিধি নন, আইন অনুযায়ী কেউই এমনটা করতে পারেন না বলছেন, ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং নিজেও।

এরপর আটের পাতায়

ফের নিষিদ্ধ চোপড়ার স্যালাইন

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : বাংলায় তৈরি স্যালাইন গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ। রাজ্য স্বাস্থ্য দপ্তর ফের 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইনকে নিষিদ্ধ তালিকায় স্থান দিল।

পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস উত্তর দিনাজপুরের চোপড়ার সংস্থা। গত বছর মেদিনীপুর মেডিকেল কলেজে এক প্রসূতির মৃত্যু ও কয়েকজনের অসুস্থ হওয়ার পর অভিযোগের আঙুল উঠেছিল ওই সংস্থার তৈরি স্যালাইনের দিকে। শেষপর্যন্ত তখন স্যালাইনটি নিষিদ্ধ করে স্বাস্থ্য দপ্তর।

এক বছর পরেও কিন্তু স্যালাইনটি গুণমানে উতরোতে পারল না। স্বাস্থ্য দপ্তর সম্প্রতি এক বিজ্ঞপ্তিতে জানিয়েছে, গুয়াহাটির ল্যাবরেটরিতে 'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি ০৩বি৩৯১১ ব্যাচের রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। ফলে স্যালাইনটি নিষিদ্ধ তালিকাতেই থেকে গেল। যদিও রাজ্যের স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী চন্দ্রিমা ভট্টাচার্যের অবশ্য বক্তব্য, 'আমি এবিষয়ে মন্তব্য করব না। সবটাই দপ্তরের সিদ্ধান্ত।'

স্বাস্থ্য দপ্তরের এই সিদ্ধান্ত রাজ্যের ওষুধ শিল্পে বড় ধাক্কা সন্দেহ নেই।

এরপর আটের পাতায়

উত্তরবঙ্গের কিছু নির্বাচিত খবরের ভিডিও দেখতে কিউআর কোড স্ক্যান করুন

এনজেপি'র নাম বদল চাইছে শহর

শিলিগুড়ির বুকে, তবু কেন জলপাইগুড়ি!

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : নিউ চ্যাংরাবান্ধা স্টেশনের কাছাকাছি রয়েছে চ্যাংরাবান্ধা নামের জনপদ। নিউ ময়নাগুড়ি স্টেশনের লাগোয়া জনবসতি হল ময়নাগুড়ি। আর নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন? তার নামের মধ্যে যে জনপদের উল্লেখ রয়েছে, সেই জলপাইগুড়ি শহর ওই স্টেশন থেকে ৪০-৪৫ কিলোমিটার দূরে। অথচ শিলিগুড়ি শহরের ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যে এই স্টেশনের অবস্থান। সেই শিলিগুড়ি শহরের উল্লেখ কিন্তু স্টেশনের নামের মধ্যে নেই। এই নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নাম নিয়ে যে শহর শিলিগুড়ির বাসিন্দাদের ঘোরতর আপত্তি থাকবে, সেকথা বলাই বাহুল্য। তাই তো নিউ জলপাইগুড়ি বা এনজেপি স্টেশনের নাম পরিবর্তন করে 'নিউ শিলিগুড়ি' করার দাবি উঠেছে। এবার প্রশ্ন হল, জলপাইগুড়িতে সার্কিট বেঞ্চ তৈরি হওয়ায় শিলিগুড়িবাসী যেমন আনন্দিত ও গর্বিত, সেরকমভাবেই নিউ জলপাইগুড়ি নামের পরিবর্তন হলে জলপাইগুড়ির মানুষও উৎফুল্ল হবেন কি না।

উত্তর-পূর্ব ভারতের অলিখিত রাজধানী শিলিগুড়ি। অথচ, এই শহরের প্রাণকেন্দ্র বলে পরিচিত রেলস্টেশন বহন করছে পড়শি জেলার নাম। এতে বিভ্রান্তি বাড়ছে পর্যটকদের মধ্যে। শিলিগুড়ি শহরের ব্র্যান্ড ভ্যালুও কমছে। প্রশাসনিকভাবে স্টেশনটি জলপাইগুড়ি জেলার অন্তর্গত হতে পারে। কিন্তু আর্থসামাজিকভাবে এটি শিলিগুড়ির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। উত্তরপ্রদেশের মুঘলসরাই স্টেশনের নাম বদলে যদি দীনদয়াল উপাধ্যায় করা যায় তবে নিউ জলপাইগুড়ির নাম বদলে নিউ শিলিগুড়িও করা যাবে, মত শহরবাসীর। শিলিগুড়ির গল্পকার বিপুল দাস এই বক্তব্যের সঙ্গে ১০০ শতাংশ সহমত। তাঁর বক্তব্য, 'প্রথম থেকেই আমি এই নামকরণের বিপক্ষে ছিলাম। জলপাইগুড়ি জেলায় অবস্থিত হলেও শিলিগুড়ি থেকে মাত্র পাঁচ কিলোমিটারের মধ্যে নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন। আর স্টেশন থেকে জলপাইগুড়ি শহরের দূরত্ব প্রায় ৪৫ কিলোমিটার।'

যে সময় এনজেপি নামকরণ হয় তখন রেল বোর্ডে অনেক প্রভাবশালী ছিলেন, যাঁরা জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। তাই হয়তো স্টেশনের নাম নিউ জলপাইগুড়ি করে দেওয়া হয়।

-বিপুল দাস

এরপর আটের পাতায়

পদ্মবনে ঘাসফুল চাষে উন্নয়নে নজর

প্রতিটি বিধানসভা এলাকা একেকটি জীবন্ত জনপদ। তার নিজস্ব রসায়ন আছে। একেক বিধানসভায় রাজনীতির বোঝাপড়া একেকরকম। ভোটের আগে প্রতিটি বিধানসভার সেইসব গোপন রাজনৈতিক রসায়নের কথা তুলে ধরছে উত্তরবঙ্গ সংবাদ। আজ নজরে মাদারিহাট

ভোটের অঙ্ক

মোস্তাক মোরশেদ হোসেন

বীরপাড়া, ২০ জানুয়ারি : ২ কোটি ৬৭ লক্ষ ৯৯ হাজার ১২১ টাকায় তৈরি পেভার্স ব্লক বিছানো রাস্তাটার পাশে আড্ডা দিচ্ছিলেন মহিলারা। এলাকার তৃণমূল কর্মী রতন রায়কে দেখে আড্ডা থেকে বৃদ্ধা জয়মতি রায় বলে উঠলেন, 'মূল রাস্তাটা হল। শাখা রাস্তাটা তো হল না।' রতন অবশ্য বললেন, 'ওটাও করার চেষ্টা করছি।'

মাদারিহাটের রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের দেবেন্দ্রপুর এলাকাটি অবশ্য বহু বছর ধরে বিজেপির ঘাঁটি। ২০১৩ সাল থেকে পঞ্চায়েত ভোটে ওই মহল্লায় টানা জিতে আসছেন পদ্ম প্রার্থীরা। এলাকা থেকে নির্বাচিত বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যা তনুশ্রী রায়ই এখন রাঙ্গালিবাজনা গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান। পেভার্স ব্লকের রাস্তাটির বেশিরভাগ অংশ তনুশ্রীর এলাকায় পড়ে।

দলের পঞ্চায়েত সদস্যদের নির্বাচনি এলাকা তৃণমূল সরকার উন্নয়ন থেকে বঞ্চিত করে রেখেছে বলে রাজ্যের আনাচে-কানাচে অভিযোগ করে থাকে বিজেপি। মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্রে গত ৫ বছরের ছবিটা অবশ্য বিপরীত। কট্টর তৃণমূলিদের এলাকায় বরং রাস্তাঘাট, পানীয় জলের ভয়ংকর সমস্যা। তৃণমূলকে ভোট দিয়েছেন,

রাঙ্গালিবাজনার দেবেন্দ্রপুরে পেভার্স ব্লকের রাস্তা।

এমন বাসিন্দারা রাগে-ক্ষোভে বেফাঁস মন্তব্য করে ফেলেন কখনো-কখনো।

তৃণমূল নেতারা প্রতিবাদ করেন না। সাফাইও দেন না। তবে খেয়াল করলে বোঝা যায়, নীরবে তাঁদের নজর থাকে বিজেপির পঞ্চায়েত সদস্যদের এলাকায়। সেখানকার উন্নয়নে বিশেষ গুরুত্ব দেয় প্রশাসন। ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে তৃণমূল মাদারিহাট বিধানসভা কেন্দ্র দখল করার পর ওই পথে যেন আরও বেশি জোর দিয়েছে রাজ্য সরকার, এমনকি তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েতগুলি।

এমন উলটপুরাণ কেন? তৃণমূল নেতারা নাকি বুঝেছেন, ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে প্রথমবার মাদারিহাট দখলে বিজেপি সমর্থক ভোটারদের অবদান রয়েছে। তাই বিজেপি প্রভাবিত এলাকার উন্নয়নে একইসঙ্গে প্রতিদান এবং ভবিষ্যতে আবার ভোট পাওয়ার রাস্তা খোলা রাখছে ঘাসফুলি নেতৃত্ব।

মাদারিহাট ডুয়ার্সের চা বলয়ের মধ্যে পড়ে। বামফ্রন্টের আরএসপি'র হাতছাড়া হওয়ার পর ২০১৬ এবং ২০২১ সালে পরপর দু'বার বিধায়ক হন বিজেপির মনোজ টিগ্গা।

এরপর আটের পাতায়

জঙ্গলেই আছে কি, জল্পনা বক্সায়

বাঘের খোঁজে হন্যে বনকর্মীরা

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি : পশ্চিম থেকে পূর্ব- সঙ্গিনীর খোঁজে জঙ্গল চষে ফেলছে বক্সা টাইগার রিজার্ভের ট্র্যাপ ক্যামেরাবন্দি হওয়া মর্দা বাঘ। গত পাঁচদিনে সে জঙ্গলের ভিতর প্রায় ১০০ কিমির বেশি পথ পাড়ি দিয়েছে বলে জানাচ্ছেন বনকর্মীরা। গত ১৫ জানুয়ারি অর্থাৎ বৃহস্পতিবার বক্সার পশ্চিম ডিভিশনে ট্র্যাপ ক্যামেরায় একটি রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ছবি পাওয়া যায়। সোমবার আবার বক্সার পূর্ব ডিভিশনে বাঘের উপস্থিতি টের পাওয়া যায়। বনকর্মীদের দাবি, রবিবার রাতেও দক্ষিণরায়ের গর্জন শোনা গিয়েছিল। বক্সার বিভিন্ন জায়গা ছাড়া জয়ন্তী রিভারবেডেও বাঘের পায়ের ছাপ দেখা গিয়েছে। কিন্তু মঙ্গলবার দিনভর চেষ্টা চালালেও বাঘের সন্ধান পাওয়া যায়নি।

তাহলে কি সঙ্গিনীর খোঁজ না পেয়ে বক্সা ছেড়েছে রয়েল বেঙ্গল টাইগার? যদিও বক্সা টাইগার রিজার্ভের উপক্ষেত্র অধিকর্তা (পশ্চিম) হরিকৃষ্ণান পিজে বলেন, 'বাঘটি এখনও জঙ্গল ছাড়েনি বলেই মনে করা হচ্ছে। তবে বাঘটি কোন জায়গায় রয়েছে, তা বোঝা যাচ্ছে না। বনকর্মীরা পায়ের ছাপের খোঁজ করছেন, জঙ্গলের বিভিন্ন জায়গায় আরও ট্র্যাপ ক্যামেরা বসানো হচ্ছে।'

বক্সায় বাঘের পায়ের ছাপ।

তবে বাঘটি ভুটানের জঙ্গলে ফিরে যায়নি বলেই দাবি বনকর্মীদের। কারণ বক্সার ভুটান সংলগ্ন জঙ্গলে বাঘের পায়ের ছাপ পাওয়া যায়নি। এই মুহূর্তে বক্সায় বাঘ শুমারি চলছে। ২০০ জনের বেশি বনকর্মী শুমারিতে অংশ নিয়েছেন। কিন্তু জঙ্গলের রাজার স্থায়ী অবস্থান সম্পর্কে নিশ্চিত হওয়া যাচ্ছে না কোনওভাবেই। বাঘিনী না থাকায় বাঘটি আরও কয়েকদিন বক্সায় অতিথি হয়েই থাকবে বলে জানাচ্ছেন বনকর্তারা।

শেষবার বাঘটিকে যেখানে দেখা গিয়েছিল, ওই এলাকার কাছেই অসমের মানস টাইগার রিজার্ভের রাইমোনা জাতীয় উদ্যানের সীমানা। অন্যদিকে রয়েছে ভুটানের ফিবাসো ওয়াইল্ডলাইফ সেঞ্চুরির সীমানা। ওই দুই জঙ্গলে বাঘটি দেখা যেতে পারে বলেও অনুমান। বক্সার এক বনকর্তার কথায়, 'বিগত বছর যে বাঘ এসেছিল, সেটা যে ভুটানে গিয়েছিল তা পায়ের ছাপ দেখে বোঝা গিয়েছিল। তবে এবার সেটা পাওয়া যায়নি। কাজেই নিশ্চিত করে কিছু বলা যাচ্ছে না। এখনও পর্যন্ত যতগুলি পায়ের ছাপ পাওয়া গিয়েছে সবটা বক্সায়।'

মাধ্যমিকের খাতা দেখায় নয়া নিয়ম চালু পর্ষদের

গৌরহরি দাস

কোচবিহার, ২০ জানুয়ারি : মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখার ক্ষেত্রে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের জন্য এবার নতুন নিয়ম জারি করেছে রাজ্য মধ্যশিক্ষা পর্ষদ। এতদিন নম্বর দেওয়ার জন্য প্রথম পাতায় ছোট করে কেজিংয়ের ব্যবস্থা থাকলেও, এবার থেকে তা উত্তরপত্রের দ্বিতীয় পাতায় বড় করে থাকবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেখানে বিস্তারিতভাবে নম্বর 'ভেঙে' দিতে হবে। বিষয়টি নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষক সংগঠন মিশ্র প্রতিক্রিয়া দিয়েছে। তাদের মতে এতে পরীক্ষার্থীরা উপকৃত হবে, কিন্তু চাপ বাড়বে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের উপর।

পশ্চিমবঙ্গ মধ্যশিক্ষা পর্ষদের জেলা কনভেনার জয়ন্ত পাল বলেন, 'এতদিন প্রথম পাতায় ছোট করে থাকলেও এবার থেকে মাধ্যমিকের খাতায় কেজিং করার স্থান দ্বিতীয় পাতায় বড় করে থাকবে। শিক্ষক-শিক্ষিকাদের সেখানে বিস্তারিতভাবে নম্বর দিতে হবে।'

- এতদিন নম্বর দেওয়ার জন্য প্রথম পাতায় ছোট করে কেজিং ছিল
- এবার থেকে তা উত্তরপত্রের দ্বিতীয় পাতায় বড় আকারে থাকবে
- সেখানে বিস্তারিতভাবে নম্বর 'ভেঙে' দিতে হবে শিক্ষকদের

পর্ষদ জানিয়েছে, এতদিন মাধ্যমিক পরীক্ষার খাতা দেখে নম্বর দেওয়ার জন্য খাতার প্রথম পাতায় ছোট করে কেজিংয়ের জায়গা থাকত। শিক্ষক বা শিক্ষিকারা প্রশ্নের 'এগেনস্ট'-এ সেখানেই সংক্ষেপে নম্বর দিতেন। অর্থাৎ কোনও ১ নম্বরের প্রশ্নে হয়তো ক, খ করে ১০টি প্রশ্ন রয়েছে। পরীক্ষার্থীরা হয়তো তার মধ্যে ৮টি প্রশ্নের সঠিক উত্তর দিয়েছে। শিক্ষক-শিক্ষিকারা এতদিন একবারে কেজিংয়ে সেই নম্বর বসিয়ে দিতেন। কিংবা হয়তো কোনও প্রশ্নে তিনটি অংশ রয়েছে। সেই তিনটি অংশের জন্য নম্বর হয়তো ২, ৩ ও ৫ দেওয়া রয়েছে। এতদিন জায়গা কম থাকার কারণে শিক্ষক-শিক্ষিকারা কেজিংয়ে সংক্ষেপে সেই নম্বর লিখে দিতেন। কিন্তু এবার থেকে উত্তরপত্রের দ্বিতীয় পাতায় কেজিংয়ের জন্য বড় জায়গা থাকবে। নম্বর বিস্তারিতভাবে লিখতে হবে। অর্থাৎ ১ নম্বরের প্রশ্নে যদি ক, খ করে ১০টি বা ৫টি প্রশ্ন থাকে, তাহলে নতুন নিয়মে কেজিংয়ের জায়গায় বিস্তারিতভাবে প্রাপ্ত নম্বর ভেঙে লিখতে হবে। ফলে শিক্ষক-শিক্ষিকাদের আগের থেকে অনেকটাই সতর্ক থাকতে হবে।

পশ্চিমবঙ্গ শিক্ষক সমিতির কোচবিহার জেলা সাধারণ সম্পাদক সঞ্জয় সরকার বলেন, 'ভালোমন্দ দুটো দিকই রয়েছে। কেজিংয়ে এভাবে নম্বর দেওয়ার কারণে খাতার সঠিক মূল্যায়ন হবে। তবে শিক্ষক-শিক্ষিকা কম, অনেক বেশি খাতা দেখতে হয়। এভাবে নম্বর দিতে গেলে চাপ বাড়বে।'

পশ্চিমবঙ্গ তৃণমূল শিক্ষক সমিতির জেলা সভাপতি মানস ভট্টাচার্য বলেন, 'এগজামিনারদের সুবিধা হবে। পরে স্ক্রুটিনি করতে হলে, সেক্ষেত্রেও সুবিধা হবে।'

E-TENDER NOTICE
OFFICE OF THE MAYNAGURI MUNICIPALITY
MAYNAGURI, JALPAIGURI

Notice for Reference :
1. NIet No.:- WBMAD/e-Tender/43/of EO/MNM/JAL/2025-26, Vide Memo-112/MNM/2026, Date: 19.01.2026, Tender ID: 2026_MAD_991090_1

1	Date of publishing NIeT Documents. (online) (Publishing Date)	19.01.2026 From 6:00 P.M. onwards.
2	Tender Document download start date and time. (online)	19.01.2026 From 6:00 P.M. onwards.
3	Start Date of Bid Submission. (Technical and Financial) (online)	21.01.2026 From 6:00 P.M. onwards.
4	Closing date and time of Bid submission (Technical and Financial) (online)	12.02.2026 Upto 4:00 P.M.
5	Date and time of opening of Technical Proposals (online).	14.02.2026 After 4:00 P.M.

Sd/- Chairman
Maynaguri Municipality

কিছু ট্রেনের সংশোধিত সময়সূচি

নিম্নলিখিত ট্রেনগুলির সংশ্লিষ্ট স্টেশনগুলিতে সময়সূচি নিম্নরূপে সংশোধিত হবে :

ট্রেন নং ও নাম	স্টেশন	সংশোধিত সময়সূচি পৌঁছাবে	সংশোধিত সময়সূচি ছাড়বে	যে তারিখ থেকে কার্যকর (যাত্রা শুরুর তারিখ)
১৫৬৪৭ লোকমান্য তিলক (টি)-গুয়াহাটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.০০	২৩.১০	২৩.০১.২০২৬
১৫৬১৯ গয়া-কামাখ্যা এক্সপ্রেস				২৭.০১.২০২৬
১৩৪৩০ আনন্দ বিহার (টি)-মালদা টাউন এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.৩৫	—	২৪.০১.২০২৬
১৪০০৪ নিউ দিল্লি-মালদা টাউন এক্সপ্রেস				২২.০১.২০২৬
১৩০১১ হাওড়া-মালদা টাউন ইন্টারসিটি এক্সপ্রেস	মালদা টাউন	২৩.১০	—	২৩.০১.২০২৬
৫৩০৫৪ নিমতিতা-কাটোয়া প্যাসেঞ্জার	নিমতিতা	—	০৪.৪০	২৩.০১.২০২৬
	কাটোয়া	০৭.৫০	—	
৫৩০০১ হাওড়া-আজিমগঞ্জ প্যাসেঞ্জার	আজিমগঞ্জ	২১.৫০	—	২৩.০১.২০২৬
৬৩০১০ আজিমগঞ্জ-কাটোয়া এমইএমইউ প্যাসেঞ্জার	কাটোয়া	০৬.১২	—	২৩.০১.২০২৬
৩৭৯১৪ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল	হাওড়া	০৮.৫৫	—	২৩.০১.২০২৬
৩৭৯১৬ কাটোয়া-হাওড়া লোকাল	কাটোয়া	—	০৬.২০	২৩.০১.২০২৬
	ব্যান্ডেল	০৮.২৮	০৮.৩০	
	হাওড়া	০৯.৩০	—	
৩৭৯২৩ হাওড়া-কাটোয়া লোকাল	কাটোয়া	২১.১০	—	২৩.০১.২০২৬

চিফ প্যাসেঞ্জার ট্রান্সপোর্টেশন ম্যানেজার
পূর্ব রেলওয়ে

পিওএইচ চলাকালীন ওয়াগনের ত্রুটিপূর্ণ স্ট্রাইকার কাস্টিং প্রতিস্থাপন (ড্রপিং এবং ফিটমেন্ট)

টেন্ডার নং. ঃ আইএমএফ-এমপি-পিএলজি-এনবিকিউএস-৫৭৮বি। নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে। **কাজের নাম ঃ** উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে, নিউ বঙ্গাইগাঁও-এর সিএন্ডডব্লিউ ওয়ার্কশপে প্রয়োজন অনুসারে পিওএইচ চলাকালীন ওয়াগনের ত্রুটিপূর্ণ স্ট্রাইকার কাস্টিং প্রতিস্থাপন (ড্রপিং এবং ফিটমেন্ট)। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ৩২,২১,৬৭৬/- টাকা; **বায়না মূল্য ঃ** ৬৪,৪০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ৩০-০১-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায়। বিস্তারিত জানতে অনুগ্রহ করে **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটটি দেখুন।

সিডব্লিউএম, নিউ বঙ্গাইগাঁও
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহক নিয়ে মধুরের সেবায়

গ্লুড ইনসুলেটেড জয়েন্টের নির্মাণ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. এলএমজি/ইএনজিজি/০১ অফ ২০২৬ তারিখঃ ০৭-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছেঃ **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** লামডিং মণ্ডলের অধীনের গুয়াহাটি-লামডিং খণ্ডে জ্যেষ্ঠ ডিইএন/লামডিং অধিক্ষেত্রের অধীনের রেলওয়ে মন্ত্রালয়ের আরডিএসও/লক্ষ্ণৌ, ১১৬০ টার দ্বারা জারি করা গ্লুড ইনসুলেটেড রেইল জয়েন্ট ২০২৪ এর জন্যে (সংশোধিত) মেন্যুয়াল অনুরূপে এবং আরডিএসও ডিআরজি নং. টি/২৫৭২ অনুসারে ৫২/৬০ কেজি রেলের "গ্লুড ইনসুলেটেড জয়েন্ট"র ইন-সিটু নির্মাণ। **টেন্ডার রাশিঃ** ২,২২,৯৬,৯১৮/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ২,৬১,৫০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং **খোলা যাবেঃ** ০৩-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য আগামী ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টা পর্যন্ত **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

ডিআরএম (ডব্লিউ), লামডিং
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদনের কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : ডিবিডব্লিউএস-এনআইইটি-৪৭-২০২৫-২৬। **তারিখ:** ০৯-০১-২০২৬; নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **কাজের নাম ঃ** ডিব্রুগড় কর্মশালায় ৩৬ মাসের জন্য অপারেটর এবং ভোগ্যপণ্য সহ পরিচালনা এবং রক্ষণাবেক্ষণ সহ ১০০ কেএলডি বর্জ্য শোধনাগারের নকশা, সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং সম্পাদনের কাজ এবং বিদ্যমান বর্জ্য শোধনাগার ভেঙে ফেলা। **বিজ্ঞাপিত মূল্য ঃ** ১,২৩,৩৪,৮৪৪.৩৩/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ২,১১,৭০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা এবং টেন্ডার খোলার সময় ১৫:৩০ টা। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টা পর্যন্ত ওয়েবসাইট **www.ireps.gov.in** -এ পাওয়া যাবে।

সিডব্লিউএম, ডিব্রুগড়
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহক নিয়ে মধুরের সেবায়

আলিপুরদুয়ার ডিভিশনে ওএইচই সংস্কার কাজ

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং. : এপি-ইএল-টিআরডি-২৮-২৫-২৬; **তারিখ:** ১২-০১-২০২৬, নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক নিম্নলিখিত কাজের জন্য ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছে; **টেন্ডার নং. :** এপি-ইএল-টিআরডি-২৮-২৫-২৬; **কাজের নাম:** "ক্যারন ইয়ার্ড-ট্র্যাক মেশিন সাইডিং এবং সুবিধা প্রদান" কাজের অধীনে ক্যারন স্টেশনে প্রস্তাবিত মেশিন সাইডিংয়ের সাথে সম্পর্কিত ওএইচই সংস্কারের কাজ। **বিজ্ঞাপিত টেন্ডার মূল্য:** ৫৭,৮৮,৪৮৫.০৮/- টাকা; **বায়না মূল্য:** ১,১৫,৮০০/- টাকা; টেন্ডার **বন্ধের** তারিখ ও সময় ০৬-০২-২০২৬ তারিখে ১৫:০০ টায় এবং **খোলার সময়** ১৫:৩০ টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য সহ টেন্ডার নথি **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে পাওয়া যাবে।

ডিআরএম/ইলেক্ট্রি.(টিআরডি), আলিপুরদুয়ার জংশন
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
গ্রাহক নিয়ে মধুরের সেবায়

সেতুর সুরক্ষা কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. ১৬-ইএনজিজি-আরএনওয়াই-২০২৫-২৬ তারিখঃ ০৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। টেন্ডার সংখ্যা. ১। **আইটেমের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এডিইএন/রাঙ্গাপারা নর্থের অধীনে রঙ্গিয়া-বালিপারার মধ্যে সেতু নং. ১০, ১১, ৮৯, ১৩৮, ১৭৯, ১৯৮, ২১৭, ২১৯, ২২১, ২৪৮, ২৫১, ২৮৭, ২৮৯, ২৯৭, ৩০৮, ৩১৬ এবং ৩৩২, বালিপারা-ভালুকপুঙের মধ্যে সেতু নং. ৮, ৯, ৪২, ৪৬, ৪৭ এবং ৪৮ এবং রাঙ্গাপারা নর্থ-ডেকারগাঁও এর মধ্যে সেতু নং. ১০ এর সঙ্গে (২৪ টি) বাঁধের সুরক্ষা কার্য। **টেন্ডার রাশিঃ** ৩,১৮,৪৮,২৭০.৩০/- টাকা। **বায়না রাশিঃ** ৩,০৯,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০২-০২-২০২৬ তারিখে ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায় মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া কার্যালয়ে। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে। **টোকাঃ** টেন্ডারের যেকোনো শেষ মুহূর্তের পরিবর্তনের জন্যে জমা করার পূর্বে অনুগ্রহ করে মূল টেন্ডার নোটিসে উল্লেখ করা সংশ্লিষ্ট কার্যালয়সমূহের নেট/ সংবাদপত্র/সংশোধনী পরীক্ষা করুন।

ডিআরএম (ডব্লিউ), রঙ্গিয়া
উত্তর-পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

Abridged E-Tender Notice

Tender for eNIT No.-38 (2025-26) Memo No-197/BDO, Last date of submission is 30.12.2025 of Block Development Officer, Balurghat, Dakshin Dinajpur is invited by the undersigned. The details of NIeT may be viewed & downloaded from the website of Govt. of West Bengal **http://tenders.wb.gov.in** & viewed from office notice board of the undersigned during office hours.

Sd/-
BDO, BLG

e-TENDER NOTICE

Executive Officer, Jalpaiguri Municipality invited e-tender vide N.I.T No:-
1) WBMAD/JM/APAS/e-NIT-30/2025-26
Memo No. 5342/JM Date: 15/01/2026
Tender ID: 2026_MAD_50048916_1
Tender ID: 2026_MAD_50048916_2
Tender ID: 2026_MAD_50048916_3
Tender ID: 2026_MAD_50048916_4
Tender ID: 2025_MAD_50048916_5
Tender ID: 2026_MAD_50048916_6
Tender ID: 2026_MAD_50048916_7
Tender ID: 2026_MAD_500489161_8
Tender ID: 2026_MAD_50048916_9
Tender ID: 2026_MAD_50048916_10
Tender ID: 2026_MAD_50048916_11
Tender ID: 2026_MAD_50048916_12
Tender ID: 2026_MAD_50048916_13
Tender ID: 2025_MAD_50048916_14
Tender ID: 2026_MAD_50048916_15
Tender ID: 2026_MAD_50048916_16
Tender ID: 2026_MAD_500489161_17
Tender ID: 2026_MAD_50048916_18
Tender ID: 2026_MAD_50048916_19
Tender ID: 2026_MAD_50048916_20
Tender ID: 2026_MAD_50048916_21
Tender ID: 2025_MAD_50048916_22
Tender ID: 2026_MAD_50048916_23
Tender ID: 2026_MAD_50048916_24
Tender ID: 2026_MAD_50048916_25
Tender ID: 2026_MAD_50048916_26
Tender ID: 2026_MAD_50048916_27
Tender ID: 2026_MAD_50048916_28
Tender ID: 2025_MAD_50048916_29
Tender ID: 2026_MAD_50048916_30
Tender ID: 2026_MAD_50048916_31
Tender ID: 2026_MAD_50048916_32
Last date of bidding (On line) dated:- January 27th, 2026 at 6.55 P.M
Details of which are available in the web portal tenders.wb.gov.in & www.jalpaigurimunicipality.org & in the office of the undersigned during the office hours.

Sd/- Executive Officer
Jalpaiguri Municipality

কর্মখালি

শিলিগুড়ি, কিশানগঞ্জের জন্য সিকুরিটি গার্ড চাই (থাকা ফ্রী) 11000/- - 12500/-, M - 8797633557, 9832489908. (C/119782)

ভাড়া

To-Let Ground Floor 2 BHK Flat at Uttarayan, (With Garage). (M) :- 9832685516. (C/119782)

কিডনি চাই

কিডনি চাই A+, পুরুষ বা মহিলা বয়স 35 এর মধ্যে, অভিভাবক ও Document সহ অতিসত্বর যোগাযোগ করুন। M. No - 9332367891. (C/120056)

অ্যাফিডেভিট

আমি Devi Paul আমার School Transfer Certificate এ নাম Shrbari Dey আছে গত 06.01.2026 তারিখে E.M. কোর্ট জলপাইগুড়ি হইতে অ্যাফিডেভিট বলে Devi Paul W/o Sahadeb Paul এবং Sharbari Dey O/o Late Sudhir Kumar Dey এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি রূপে পরিচিত হইলাম। (C/119299)

ABRIDGE TENDER NOTICE

Due to administrative reason the date has been extend for the NIT No- 22/HRP/PS/DD/25-26/2ND CALL & 23/HRP/PS/DD/25-26/1ST CALL Last date of submission - 24.01.2026 upto 14.00 PM Date of opening tender - 26.01.2026 after 14.00 PM

Sd/-
Executive Officer
Harirampur Panchayat Samity
Dakshin Dinajpur

সোনা ও রুপোর দর

পাকা সোনার বাট (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৭৫৫০
পাকা খুচরো সোনা (৯৯৫০/২৪ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪৮২৫০
হলমার্ক সোনার গয়না (৯১৬/২২ ক্যারেট ১০ গ্রাম)	১৪০৯৫০
রুপোর বাট (প্রতি কেজি)	৩১৪১০০
খুচরো রুপো (প্রতি কেজি)	৩১৪২০০

* দর টাকায়, জিএসটি এবং টিসিএস আলাদা

পঃবঃ বুলিয়ান মার্চেন্টস্ অ্যান্ড জুয়েলার্স অ্যাসোসিয়েশনের বাজারদর

স্টোর্স ই-প্রোকিওরমেন্ট

টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি নং- এস/৬৬/০১৫/২৫-২৬, তারিখ ঃ ০৯-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজগুলির জন্য নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হচ্ছেঃ

ক্র.নং.১। টেন্ডার নং. এনজে২৫৫২৩৩;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণঃ ইওটি ক্রেন-১০/এসটি সরবরাহ, স্থাপন, পরীক্ষা এবং কমিশনিং। কনসাইনি ঃ এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ ঃ ০৪ টি।

ক্র.নং.২। টেন্ডার নং. এনজে২৬৫০০১;
বন্ধ/খোলার তারিখঃ ০২-০২-২০২৬
সংক্ষিপ্ত বিবরণ ও পরিমাণঃ এইচএইচপি ডিজেল লোকোমোটিভের জন্য ইএলজিআই পিটি. নং. ০৭২৪৯৬৭৮৯ অনুযায়ী কম্প্রেসার ওভারহলিং কনসিস্টিং-এর জন্য ৫৩টি আইটেম ০৬ ওয়াইএলওয়াই কিট। কনসাইনি ঃ এসএসই/ডি/শিলিগুড়ি জং., এনএফআর; পরিমাণ ঃ ২০ সেট।

দ্রষ্টব্যঃ-টেন্ডার বিজ্ঞপ্তি ও টেন্ডার নথির সম্পূর্ণ বিবরণের জন্য, টেন্ডারদাতারা (www.ireps.gov.in) ওয়েবসাইটে লগইন করতে পারেন, সম্ভাব্য বিডার যারা উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করতে আগ্রহী তারা যদি ইতিমধ্যে **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার করে থাকেন তাহলে তাদের উপরের ওয়েবসাইটে লগইন করতে হবে এবং তাদের প্রস্তাব বৈদ্যুতিকভাবে জমা করতে হবে। যদি তারা **আইআরইপিএস**-এ রেজিস্টার না করে থাকেন তাহলে, তাদের পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে তারা যেন ভারত সরকারের আইটি আইন ২০০০-এর অধীনে সার্টিফাইং এজেন্সিগুলির কাছ থেকে ক্লাশ-III ডিজিটাল স্বাক্ষর প্রমাণপত্র সংগ্রহ করেন এবং উপরের টেন্ডারে অংশগ্রহণ করেন।

ডিওয়াই. চিফ ম্যাটেরিয়াল ম্যানেজার, নিউ জলপাইগুড়ি
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
প্রসন্নচিত্তে গ্রাহকদের সেবায়

ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল, টো ওয়াল এবং স্লো পিটচিং কাজ

ই-টেন্ডার নোটিস নং. কেআইআর/ইএনজিজি./০১ অফ ২০২৬ তারিখঃ ০৬-০১-২০২৬। নিম্নলিখিত কাজের জন্যে নিম্নস্বাক্ষরকারীর দ্বারা ই-টেন্ডার আহ্বান করা হয়েছে। **টেন্ডার সংখ্যা. ১। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/ডব্লিউ/কিশনগঞ্জের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি রোডের মধ্যে সেতু নং ৩২ ডাউন, ৩৩ ডাউন, ৩৪ডাউন, ৩৪আপ, ৩৫আপ, ৩৫ ডাউন, ৩৬আপ, ৩৬ ডাউন, ৩৭আপ, ৩৭ডাউন, ৩৮ আপ, ৩৮ ডাউন, ৩৯ আপ, ৩৯ডাউন, ৪০আপ, ৪০ ডাউন, ৪১আপ, ৪১ডাউন, ৪২আপ, ৪২ডাউন, ৪৩ আপ, ৪৩ ডাউন, ৪৫ আপ, ৪৫ডাউন, ৪৬ আপ, ৪৬ ডাউন, ৪৭আপ, ৪৭ডাউনএ এক্সপোজড রিইনফোর্সমেন্টের অ্যাপোক্সি গ্রাউটিং, আইএনএসপি স্লিপের ব্যবস্থা করা, ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল, টো ওয়ালের নির্মাণ, শ্লোপ পিটচিং আদি কাজ। **টেন্ডার রাশি** ৪,৪০,৬১,২৪২.০৪/- টাকা। **বায়না রাশি** ৩,৭০,৩০০/- টাকা। **টেন্ডার সংখ্যা. ২। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** এসএসই/ডব্লিউ/কিশনগঞ্জের অধীনে নিউ জলপাইগুড়ি-আলুয়াবাড়ি রোডের মধ্যে ৪৮ আপ, ৪৮ ডাউন, ৪৯ ডাউন, ৫০ আপ, ৫০ ডাউন, ৫১ আপ, ৫১ ডাউন, ৫২ আপ, ৫২ ডাউন, ৫৩ আপ, ৫৪ আপ, ৫৪ ডাউন, ৫৫ আপ, ৫৫ ডাউন, ৫৬ আপ, ৫৬ ডাউন, ৫৮ আপ, ৫৮ ডাউন, ৫৯ আপ, ৫৯ ডাউন, ৬০ আপ, ৬০ ডাউন, ৬৩ আপ, ৬৩ ডাউন, ৬৪ আপ, ৬৪ ডাউনে এক্সপোজড রিইনফোর্সমেন্টের অ্যাপোক্সি গ্রাউটিং, আইএনএসপি স্লিপের ব্যবস্থা করা, ব্যালাস্ট রিটেইনিং ওয়াল, টো ওয়ালের নির্মাণ, শ্লোপ পিটচিং আদি কাজ। **টেন্ডার রাশি** ৩,৯৪,৩০,৬৪১.৪৩/- টাকা। **বায়না রাশি** ৩,৪৭,২০০/- টাকা। **টেন্ডার সংখ্যা. ৩। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** (১) নিউ জলপাইগুড়িতে- ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে সংলগ্ন টয়লেট এবং বাথরুম সহিত ডিউটি রুম এবং ডায়েরি রুমের নির্মাণ। (২) নিউ জলপাইগুড়িতেঃ ৪ বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতেঃ আধিকারিকের বিশ্রামগৃহের (গো এর জন্যে) মেরামত এবং নবীকরণ। (৩) নিউ জলপাইগুড়িতেঃ টয়লেট এবং বাথরুম সহিত বিকিউএমস কার্যালয় এবং ০৫ টি স্টোর রুমের নবীকরণ। (৪) ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়িতে-এসএসই/ডব্লিউ/নিউ জলপাইগুড়ি অধিক্ষেত্রের অধীনে স্টাফ কোয়ার্টারের বিশেষ মেরামত এবং অন্যান্য আনুষঙ্গিক কাজ। (৫) নিউ জলপাইগুড়িতে- ৪বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়ির এমটিও গ্যারেজে সী.সী. রোড ২০০ মিটারের কানেক্টিং এবং মাল্টি পার্কিং শেড (২৮ মিটার × ১২ মিটার)। (৬) নিউ জলপাইগুড়িতে- ৪ বিএন/আরপিএসএফ/নিউ জলপাইগুড়ির বিনোদন হলের নবীকরণ। **টেন্ডার রাশি** ৫,৪০,৩১,৩৩৭.১২/- টাকা। **বায়না রাশি** ৪,২০,২০০/- টাকা। **টেন্ডার সংখ্যা. ৪। কাজের সংক্ষিপ্ত বিবরণঃ** ঠাকুরগঞ্জ এবং নক্সালবাড়িতে-এসএসই/ডব্লিউ/ঠাকুরগঞ্জ অধিক্ষেত্রের অধীনে ১০০০০০ লিটার ক্ষমতাসম্পন্ন ওভারহেড ওয়াটার স্টোরেজ ট্যাঙ্ক এবং গভীর নলকূপ-২০০/৩০০ এর ব্যবস্থা করা। **টেন্ডার রাশি** ২,৭৮,১৩,৫৮০.৩৬/- টাকা। **বায়না রাশি** ২,৮৯,১০০/- টাকা। **টেন্ডার বন্ধ হওয়ার তারিখ এবং সময়ঃ** ০৪-০২-২০২৬ তারিখের ১৫.০০ ঘণ্টায় এবং খোলা যাবেঃ ১৫.৩০ ঘণ্টায়। উপরোক্ত ই-টেন্ডারের সঙ্গে সম্পূর্ণ তথ্য **www.ireps.gov.in** ওয়েবসাইটে উপলব্ধ থাকবে।

মণ্ডল রেলওয়ে প্রবন্ধক (ডব্লিউ), কাটিহার
উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলওয়ে
"প্রসন্নচিত্তে গ্রাহক পরিষেবায়"

অ্যাফিডেভিট

আমি Satyendar Yadav S/o Rupchand Yadav, আমার পিতার ভোটার ID Car No- LZL0822056, আমার আধার কার্ড নং- 5833 7445 8673 এবং আমার ভোটার কার্ড নং- TSX1250885-এ আমার পিতার সঠিক এবং শুভ নাম Rupchand Yadav রয়েছে। কিন্তু 2002 ভোটার তালিকায়, যার বিধানসভা ক্ষেত্র নং- 4 কোচবিহার উত্তর, পার্ট নং-139, S.L No- 39-এ আমার পিতার নাম Rupchand Gowala থাকায় গত 19-01-26 কোচবিহার সদর J.M 1st Court অ্যাফিডেভিট বলে আমার পিতা Rupchand Yadav এবং Rupchand Gowala এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলেন। দেবীবাড়ি, সুশীল দাস পল্লী, ওয়ার্ড নং- 19, কোতোয়ালি, কোচবিহার। (C/119510)

আমি সীমা পারভিন, স্বামী- গুলজার মণ্ডল, বাবা- সাহাজাদা জার্জিস মিঞা, গ্রাম- মহলা, পোঃ নাজিরপুর, থানা- বালুরঘাট (বর্তমানে পতিরাম), জেলা- দক্ষিণ দিনাজপুর। রেশন কার্ডে আমার বাবার নাম রয়েছে সাহাজাদা জাজিস, আমার W.B.B.S.E অ্যাডমিট কার্ডে বাবার নাম রয়েছে জারজিজ মিয়া, বাবার আধার কার্ডে, প্যান কার্ডে নাম আছে সাহাজাদা জারজিস মিঞা, বাবার ভোটার কার্ডে নাম রয়েছে মিয়া শাহাজাদা জারজিস, বাবার জমির L.R & R.O.R (খতিয়ান নং-৮০, ১৬২ মৌজা কাশিপুর, থানা- গঙ্গারামপুর) কাগজপত্রে নাম রয়েছে সাহাজাদা জারজিস, ২০০২ সালের কুমারগঞ্জ (৩৭ নম্বর) বিধানসভা ক্ষেত্রের ভোটার তালিকায় (ক্রমিক নং- ৩৬০, পার্ট নং- ৬২) বাবার নাম রয়েছে শাহাজাদা জারজিস মিয়া। এমতবস্থায় Ld. Executive Magistrate, Dakshin Dinajpur, Balurghat-এর অ্যাফিডেভিট বলে আমার বাবা সাহাজাদা জাজিস, জারজিজ মিয়া, সাহাজাদা জারজিস মিঞা, মিয়া শাহাজাদা জারজিস, সাহাজাদা জারজিস এবং শাহাজাদা জারজিস মিয়া এক ও অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিগণিত হয়েছেন। (C/120059)

আমি Barun Pramanik, S/o Sonatan Pramanik, গ্রাম- দরাজপুর, পো - বুলবুল চণ্ডী, থানা - হবিবপুর, জেলা - মালদা, 732122, আমার LICI পলিসিতে যার নং 453801213 আমার নাম ভুল থাকায় গত 23/12/25 তারিখে মালদা E.M কোর্টে অ্যাফিডেভিট বলে আমি Subindar Pramanik থেকে Barun Pramanik করা হইল। যা উভয়ই নাম এক ও অভিন্ন ব্যক্তি। (C/120058)

কর্মখালি

ঔষধের দোকানে কাজ জানা লোক দরকার। Ad.- Siliguri, Matigara, P.h - 8509163832, 8597083068. (C/119781)

অ্যাফিডেভিট

আধারকার্ড ও রেশনকার্ডে আমার ও বাবার নাম Nur Alam ও Samser Ali, মাধ্যমিক, ওবিসি সার্টিফিকেট ও প্যান কার্ডে Nur Alam ও Samser Ali Bepari, ২০০২ এর ভোটার লিস্টে Haque Nur Alam ও Samser থাকায় দিনহাটা JM কোর্টে 19/01/26, 278 নং অ্যাফিডেভিট বলে Nur Alam পিতা Samser Ali হল। Nur Alam সাং- পিকনিধারা, করলা, সাহেবগঞ্জ। (S/M)

ভোটার I Card নং UHI 3052842 নাম ভুল ছাপায় গত 19-01-26, C.J. (JR. Divn.) Addl. Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Rupeswar Barman এবং Rupeshbar Barman এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমার পুরো এবং শুভ নাম Rupeswar Barman ঘোষণা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। বাঁশদহ নতিবাড়ি, থানা ঃ পুণ্ডিবাড়ি, জেলা ঃ কোচবিহার। (C/119511)

ড্রাইভিং লাইসেন্স রেজিস্ট্রেশন নং WB 63 20140921416-তে আমার বাবার নাম Patit Mandal-এর পরিবর্তে মার নাম Swapna Mandal নথিবদ্ধ হয়েছে। গত 16.01.26, E.M., সদর, কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমার মার নামের পরিবর্তে ড্রাইভিং লাইসেন্সে আমার বাবার নাম Patit Mandal প্রতিষ্ঠিত করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। - Ujjawal Mandal, গ্রাম ঃ চান্দামাড়ি, পোঃ পুটিমারি, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/119508)

আমার ভোটার কার্ড নং TSX1232479, বাবার নাম ভুল, আমার সমস্ত শিক্ষা সংক্রান্ত নথীতে আমার এবং বাবার নাম ভুল, ভোটার লিস্ট 2002, ভোটার কার্ড নং WB/01/005/555786, 5- কোচবিহার পশ্চিম, পার্ট নং 186, ক্রমিক নং- 378, বাবার নাম ভুল ছাপা হয়েছে। গত 13-01-26, J.M., 1st Class, 3rd Court, সদর কোচবিহার অ্যাফিডেভিট দ্বারা আমি Nirmal Roy এবং Nirmal Das, আমার বাবা Niren Roy এবং Niren Das (Roy) এবং Niren Das এক এবং অভিন্ন ব্যক্তি হিসেবে পরিচিত হলাম। আমি Nirmal Roy, S/o. Niren Roy প্রতিষ্ঠা করতে এই হলফনামা পেশ করলাম। গ্রাম ঃ কলাবাড়ীঘাট, পোঃ দুধেরকুঠি, দেওয়ানবস, থানা ঃ কোতোয়ালি, জেলা ঃ কোচবিহার, পঃবঃ। (C/119507)

আজ টিভিতে

জুঁই-ইউভিনের বিয়েকে কেন্দ্র করে কোন দিকে মোড় নেবে স্বয়ম-জুঁইয়ের সম্পর্ক? **বেশ করেছি প্রেম করেছি** সন্ধে ৭.০০ জি বাংলা

সিনেমা

জলসা মুভিজ : সকাল ১০.১৫ গোলমাল, দুপুর ১.১৫ সংঘর্ষ, বিকেল ৪.৩০ শুধু তোমার জন্য, সন্ধে ৭.৩০ রাবণ, রাত ১০.৩০ হামি

কালার্স বাংলা সিনেমা : সকাল ১০.০০ স্ত্রীর মর্যাদা, দুপুর ১.০০ মিনিস্টার ফাটাকেষ্ট, বিকেল ৪.০০ জীবন নিয়ে খেলা, সন্ধে ৭.০০ ওয়ান্টেড, রাত ১০.৩০ বর্ণপরিচয়

জি বাংলা সোনার : সকাল ১০.৩০ আজকের সন্তান, সন্ধে ৭.০০ মানুষ কেন বেইমান, রাত ৯.৩০ লোফার

ডিডি বাংলা : দুপুর ২.৩০ চারমূর্তি

কালার্স বাংলা : দুপুর ২.০০ শিবাজি

আকাশ আট : বিকেল ৩.০৫ অহংকার

অ্যান্ড পিকচার্স : বেলা ১১.২৯ সির্ফ তুম, দুপুর ২.০৭ সনম তেরি কসম, বিকেল ৪.৫৫ শিবম, সন্ধে ৭.৩০ জানোয়ার, রাত ১০.৪৬ ডি ব্লক

সোনি ম্যাক্স টু : দুপুর ১২.১৮ ইয়ারানা, বিকেল ৩.০৩ চাচা ভতিজা, ৫.৫২ রামকলি, রাত ৮.৫৫ শান, ১১.৫৫ জীবন এক সংঘর্ষ

জি সিনেমা : বেলা ১১.৪৮ অন্দাজ, বিকেল ৫.১৩ ক্র্যাক, রাত ৮.০০ রথনম, ১১.০০ খিলাড়ি

চারমূর্তি দুপুর ২.৩০
ডিডি বাংলা

এশিয়া সন্ধে ৭.৫৮
সোনি বিবিসি আর্থ এইচডি

জি বলিউড : বেলা ১১.৩০ অজয়, দুপুর ২.০১ প্রেমরোগ, বিকেল ৫.১৭ খুন ভরি মাঙ্গ, সন্ধে ৭.৫৫ মিস্টার ইন্ডিয়া, রাত ১১.৩৬ মেরা হক

স্টার গোল্ড থ্রিলস : দুপুর ১২.০৭ দ্য গুড ডাইনোসর, ২.০০ হোম অ্যালোন, বিকেল ৪.১৩ আয়রন ম্যান, রাত ৮.৪৫ স্পাইডারম্যান : নো ওয়ে হোম, ১১.৪৮ হ্যানকক

সনম তেরি কসম দুপুর ২.০৭ অ্যান্ড পিকচার্স

আজকের দিনটি

শ্রীদেবাচার্য্য
৯৪৩৪৩১৭৩৯১

মেষ : সংসারে আর্থিক চাপ থাকবে। সন্তানের স্বাস্থ্য নিয়ে উদ্বেগ কেটে যাবে। কোনও আত্মীয়ের সম্পত্তির মালিকানা পেতে পারেন। বৃষ : কর্মক্ষেত্রে নতুন সুযোগ পাওয়ার সম্ভাবনা। পারিবারিক শান্তি বজায় থাকবে। নতুন কাজে আজ হাত দিলে সাফল্য পাবেন। মিথুন : ব্যবসার ক্ষেত্রে বড় সুযোগ পেতে চলেছেন। বাড়ি, গাড়ি কেনার সিদ্ধান্তে তাড়াহুড়ো করবেন না। ভ্রমণের পরিকল্পনা সফল হবে। কর্কট : সামাজিক কাজে যোগাযোগ বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের জন্য দিনটি শুভ। পৈত্রিক সম্পত্তি নিয়ে আইনি সমস্যা এড়িয়ে চলুন। সিংহ : বহুদিন আগে বন্ধ হয়ে থাকা কোনও কাজে আজ হাত দিলে সাফল্য পাবেন। দুপুরের পর বাড়িতে আত্মীয়স্বজনের আগমন। কন্যা : কর্মক্ষেত্রে বিবাদ বিতর্ক এড়িয়ে চলুন। নিজের স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিন। অসমাপ্ত কাজ শেষ করার সুযোগ পাবেন আজ। তুলা : আলস্যের কারণে বড় সুযোগ হাতছাড়া হবে। অহংকার ত্যাগ করুন, সকলের সঙ্গে স্বাভাবিকভাবে মেলামেশা করুন। বৃশ্চিক : নিজের ওপর আস্থা রাখুন। সাফল্য পাবেন। আর্থিক বিষয়ে সতর্ক থাকুন। প্রেমের সম্পর্কে সমস্যা দেখা দিতে পারে। ধনু : ঝুঁকিপূর্ণ বিনিয়োগ থেকে সাবধানে থাকুন। ধর্মীয় বা আধ্যাত্মিক কাজে মানসিক চাপ কমবে। প্রেমে সমস্যা। মকর : নতুন বাড়ি নির্মাণের জন্য আজকের দিনটি অত্যন্ত শুভ। পুরোনো কোনও সম্পর্ক আরও মজবুত হবে। কর্মক্ষেত্রে প্রশংসিত হবেন। কুম্ভ : পরিবারের সঙ্গে আজ সারাদিন আনন্দে কাটবে। অপ্রয়োজনীয় খরচ এড়িয়ে চলুন। ছোটখাটো শারীরিক সমস্যা হতে পারে। মীন : গুরুত্বপূর্ণ কোনও সিদ্ধান্ত নেওয়ার আগে গুরুজনদের সঙ্গে পরামর্শ করে নিন। বেহিসেবি খরচে রাশ টানতে না পারলে, সমস্যায় পড়বেন।

দিনপঞ্জি

শ্রীমদনগুপ্তের ফুলপঞ্জিকা মতে ৭ মাঘ, ১৪৩২, ভাঃ ১ মাঘ, ২১ জানুয়ারি ২০২৬, ৭ মাঘ, সংবৎ ৩ মাঘ সুদি, ১ শাবান। সূঃ উঃ ৬।২৬, অঃ ৫।১১। বুধবার, তৃতীয়া রাত্রি ২।২২ ধনিষ্ঠানক্ষত্র দিবা ২।১৫। ব্যতীপাতযোগ রাত্রি ৭।৩৪। তৈতিলকরণ দিবা ২।২৯ গতে গরকরণ রাত্রি ২।২২ গতে বণিজকরণ। জন্মে- কুম্ভরাশি শূদ্রবর্ণ মতান্তরে বৈশ্যবর্ণ রাক্ষসগণ অষ্টোত্তরী রাহুর ও বিংশোত্তরী মঙ্গলের দশা, দিবা ২।১৫ গতে বিংশোত্তরী রাহুর দশা। মৃতে- দোষ নাই। যোগিনী- অগ্নিকোণে, রাত্রি ২।২২ গতে নৈর্ঋতে। কালবেলাদি ৯।৮ গতে ১০।২৮ মধ্যে ও ১১।৪৯ গতে ১।৯ মধ্যে। কালরাত্রি ৩।৮ গতে ৪।৪৭ মধ্যে। যাত্রা- নাই, দিবা ২।১৫ গতে যাত্রা শুভ উত্তরে ও দক্ষিণে নিষেধ, রাত্রি ১০।৪৬ গতে অগ্নিকোণে ঈশানেও নিষেধ, রাত্রি ২।২২ গতে পুনঃ যাত্রা নাই। শুভকর্ম-সাধভক্ষণ নামকরণ মুখ্যান্নপ্রাশন দেবতাগঠন ক্রয়বাণিজ্য পুন্যাহ গ্রহপুজো শান্তিস্বস্ত্যয়ন হলপ্রবাহ বীজবপন ধান্যস্থাপন বীজসংগ্রহ ধান্যবৃদ্ধিদান নবান্ন কারখানারম্ভ বাহনক্রয়বিক্রয় কম্পিউটার নির্মাণ ও চালান, দিবা ২।১৫ মধ্যে গ্রাত্রহরিদ্রা আব্যূঢ়ান্ন নিষ্ক্রমণ নববস্ত্রপরিধান ধান্যচ্ছেদন, দিবা ২।১৫ গতে বৃক্ষাদিরোপণ। বিবিধ (শ্রাদ্ধ)- তৃতীয়ার একোদিষ্ট ও সপিণ্ডন। রাত্রি ২।২২ গতে চন্দ্রদগ্ধা। বিজ্ঞানী জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ ও বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর প্রয়াণ দিবস এবং স্বামী ব্রহ্মানন্দের আবির্ভাব দিবস (২১শে জানুয়ারি, ১৮৬৩)। অমৃতযোগ-দিবা ৭।৪৭ মধ্যে ও ১০।০ গতে ১১।২৯ মধ্যে ও ৩।১০ গতে ৪।৩৯ মধ্যে এবং রাত্রি ৬।১৫ গতে ৮।৫০ মধ্যে ও ২।০ গতে ৬।২৬ মধ্যে। মাহেন্দ্রযোগ- দিবা ১।৪২ গতে ৩।১০ মধ্যে এবং রাত্রি ৮।৫০ গতে ১০।৩৩ মধ্যে।

সতর্কীকরণ ঃ উত্তরবঙ্গ সংবাদ অথবা পত্রিকার কোনও এজেন্ট পত্রিকায় প্রকাশিত কোনও বিজ্ঞাপনের সত্যতা, যথার্থতার জন্য দায়ী নয়। কোনও প্রকার বিজ্ঞাপন দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার আগে বিজ্ঞাপনের যথার্থতা যাচাই করে নিতে পাঠকদের অনুরোধ করা হচ্ছে।

ALLEN SILIGURI

Every Talent Deserves a Platform

Start your JEE & NEET journey towards success

ALLEN Siliguri Classroom Champions of JEE & NEET (UG) 2025

AIR 892
Pranshu Goyal
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 965
Vatsal Varenya
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 1584
Pritish Nandy
Classroom Course
IIT, Bombay

AIR 1688
Mayank Khoria
Classroom Course
IIT, Indore

AIR 4338
Abhirup Mahato
Classroom Course
IIT, Roorkee

AIR 5795
Khwaish Goyal
Classroom Course
IIT, Dhanbad

AIR 6362
Armaan Saha
Classroom Course
IIT, BHU

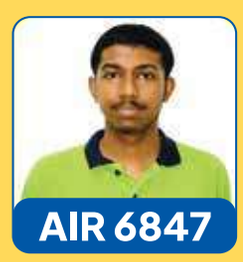
AIR 6847
Aaronya Chak.
Classroom Course
IIT, Bangalore

AIR 7189
Aditya Gupta
Classroom Course
IIT, Ropar

AIR 7646
Jaydeep Paul
Classroom Course
IIT, Bhilai

AIR 10632
Sayurjya Mondal
Classroom Course
IIT, BHU

AIR 785
Maahir Hasan
Classroom Course
AIIMS, Bhubaneswar

AIR 2802
Sankalan Roy
Classroom Course
AIIMS, Guwahati

AIR 5287
Deboleena Hazarika
Classroom Course
GMCH, Guwahati

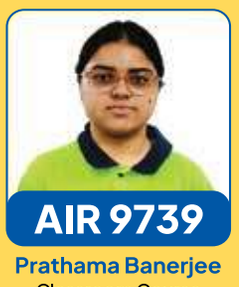
AIR 9739
Prathama Banerjee
Classroom Course
NRSMC & H, Kolkata

ALLEN Siliguri Result 2025 **NEET (UG) 2025** 13 Students in Top 30k AIR **JEE (Adv.) 2025** 16 Students in Top 20k AIR

- Unmatched results
- Largest pool of experienced faculty
- Personalized mentorship
- AI enabled app
- 37 years of trust
- National level competitive environment
- Personalized doubt counters

ADMISSIONS OPEN NEET | JEE | Olympiads | Class 7th to 12th & 12th pass

For Class 10th to 11th Moving Students
NURTURE COURSE
JEE (Main +Adv.) : 02 Apr. '26
NEET (UG) : 02 Apr. '26

For Class 11th to 12th Moving Students
ENTHUSIAST COURSE
JEE (Main +Adv.) : 24 Mar. '26
NEET (UG) : 24 Mar. '26

For Class 7th to 10th Moving Students
PRE-NURTURE & CAREER FOUNDATION
Class 7th to 10th : 02 Apr. '26

JEE & NEET Weekend Batches : Starting From 02 Apr. '26
* WEEKEND (Saturday & Sunday)

ASAT SCHOLARSHIP TEST
Test Date 01 FEB. '26
Get up to 90% Scholarship*

SCAN TO REGISTER
New Year OFFER
ASAT AT JUST ~~₹500~~ ₹99
For limited period

Don't Miss Your Special Fee Benefit! (SFB) TALLENTEX or ASAT scholars receive a dual advantage: scholarship* + SFB*

ALLEN SILIGURI 4th Floor, Tradium Complex, Checkpost, Sevoke Road, Siliguri (West Bengal) - 734001
9513784242 allen.ac.in/siliguri

ALLEN KOTA Registered & Corporate Office : "SANKALP", CP-6, Indra Vihar, Kota (Raj.) - 324005
86906-60111 allen.ac.in

Disclaimer: We provide an academic ecosystem and environment for the students to prepare for their target examinations. Studying at a coaching institute does not guarantee selection in the examinations. Selection also depends on other factors like preparation, available admission seats in the competitive exam, and the number of applicants appearing. All the students mentioned are part of paid and full time classroom course.

*Subject to T&C of scholarship, rewards and other fee benefits.

প্যারেড গ্রাউন্ডে ফেন্সিং দেওয়ার কাজ বন্ধ

অভিজিৎ ঘোষ

আলিপুরদুয়ার, ২০ জানুয়ারি : নানা জলঘোলার পর অবশেষে প্যারেড গ্রাউন্ডে ফেন্সিং দেওয়ার কাজ পুরোপুরি বন্ধ করল প্রশাসন। প্যারেড গ্রাউন্ডে ফেন্সিং দেওয়ার জন্য যে গর্ত করা হয়েছিল সেটা মাটি দিয়ে ভরাট করার কাজ শুরু হয়েছে। খেলার জায়গা চিহ্নিত করার জন্য মাঠের পূর্বদিকের অংশ ফেন্সিং দিয়ে ঘেরার সিদ্ধান্ত হয়েছিল। মঙ্গলবার দেখা যায়, প্যারেড গ্রাউন্ডে গর্ত বন্ধ করার কাজ করছেন শ্রমিকরা। রোলার দিয়ে গর্তগুলো সমানও করে দেওয়া হচ্ছে। তাহলে কি প্যারেড গ্রাউন্ডে আর খেলার মাঠের জায়গা তৈরি করা হবে না? ফেন্সিং দেওয়া হবে না? এই প্রশ্নের সঠিক উত্তর পাওয়া যায়নি প্রশাসনিক মহলে থেকে। তবে গর্ত ভরাটে যে ফেন্সিং দেওয়ার কাজ বন্ধের ইঙ্গিত সেটা স্পষ্ট।

প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঝে বড় বড় গর্ত করা হয়েছিল। খেলার মাঠের জন্য আলাদা জায়গা নির্দিষ্ট করা হবে বলে এইরকম উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। নভেম্বর মাসে এই বিষয়টি সামনে আসতেই শোরগোল পড়ে শহরে। একদল ফেন্সিং দেওয়ার বিরুদ্ধে সরব হন, আরেকদল এর পক্ষে নামেন। দুই তরফেই আলোচনা, প্রতিবাদ, আন্দোলন সবই হয়েছে ওই ইস্যু নিয়ে। বিতর্কের মাঝে সেই কাজ অস্থায়ীভাবে বন্ধ

- খেলার জায়গা চিহ্নিত করার জন্য মাঠের পূর্বদিকের অংশ ফেন্সিং দিয়ে ঘেরার সিদ্ধান্ত হয়
- ফেন্সিং দেওয়ার জন্য প্যারেড গ্রাউন্ডের মাঝে বড় বড় গর্ত করা হয়
- প্যারেড গ্রাউন্ডে খেলার মাঠের জন্য টাকা পাঠিয়েছিলেন মুখ্যমন্ত্রী
- গর্ত ভরাটে ফেন্সিংয়ের কাজের আপাতত ইতি

হয়ে যায়। আলিপুরদুয়ারের বিধায়ক সুমন কাঞ্জিলাল বলেন, 'যদি গর্ত ভরাট করা হয় এটা ভালো খবর। মাঠ বাঁচিয়ে সবকিছু হোক।'

প্যারেড গ্রাউন্ডে খেলার মাঠের জায়গা তৈরির জন্য টেন্ডার করা হয়েছিল জেলা পরিষদের তরফে। এদিন এই নিয়ে জেলা পরিষদের সভাধিপতি স্নিগ্ধা শৈবকে জিজ্ঞেস করা হলে তিনি বলেন, 'জেলা পরিষদের পক্ষ থেকে শুধু টেন্ডার করা হয়। পুরোটাই জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা দেখছেন। কাজের কী হচ্ছে সেটা তাঁরা ভালো বলতে পারবেন।' অন্যদিকে আলিপুরদুয়ারের মহকুমা শাসক দেবব্রত রায় বলেন, 'বিষয়টি শুনিনি। খোঁজ নিয়ে দেখব।'

কর্মসূচি

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : কানকাটা মোড় এলাকার একটি বেসরকারি বিদ্যালয়ে মঙ্গলবার পথ নিরাপত্তা নিয়ে একটি সচেতনতামূলক কর্মসূচির আয়োজন করে আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ড। উপস্থিত ছিলেন ট্রাফিক এসিপি অনির্বাণ মজুমদার, আশিঘর সাব-ট্রাফিক গার্ডের ওসি তনয় সরকার প্রমুখ। রাস্তায় চলাচলের সময় কী করা উচিত ও কী করা উচিত নয়, সেই বিষয়ে পড়ুয়াদের পাঠ দেন ট্রাফিক এসিপি। ট্রাফিক এসিপি বলেন, 'পড়ুয়ারা আমাদের ভবিষ্যৎ। সমাজের মেরুদণ্ড। ওরা সচেতন হলে এবং নিজেদের পরিবারকে সচেতন করলে সমাজ উন্নত হবে।'

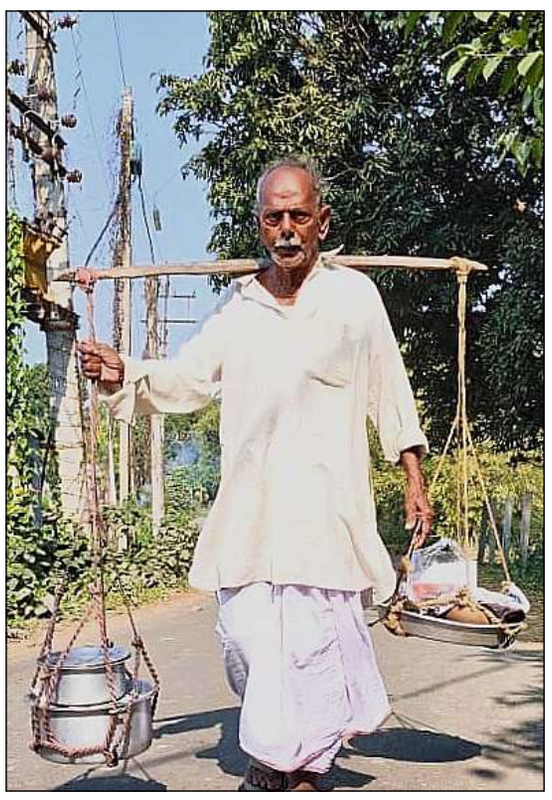

জীবনপথের পথিক।। *জলপাইগুড়িতে ছবিটি তুলেছেন সৌমেন রায় রানা।*

পাঠকের লেন্সে
8597258697
picforubs@gmail.com

গাঁটের ব্যথা থেকে মুক্তি

পেইন ক্লিনিকে চিকিৎসায় সাফল্য

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : গাঁটে ব্যথা বা আরথ্রাইটিসের চিকিৎসায় সাফল্য পেল শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতাল। শরীরে বিভিন্ন জায়গায় ব্যথা নিয়ে হাসপাতালে আসা রোগীদের 'ডে কেয়ার' পরিষেবায় রেখে চিকিৎসা করছেন চিকিৎসক। ইতিমধ্যে হাজারের বেশি রোগী দীর্ঘদিনের ব্যথা থেকে মুক্তি পেয়েছেন বলে দাবি। অনেককেই জয়েন্ট ইনজেকশন দিতে হয়েছে। এই চিকিৎসাতেও ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। হাসপাতাল সুপার ডাঃ চন্দন ঘোষের বক্তব্য, 'এই পরিষেবা চালু হওয়ার পর থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। প্রচুর মানুষ পেইন ক্লিনিকে এসে চিকিৎসা করাচ্ছেন। আমরা চাই ব্যথায় কষ্ট না পেয়ে রোগীরা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য আসুন।'

গত বছরের জুন মাসে শিলিগুড়ি জেলা হাসপাতালে পেইন ক্লিনিক চালু হয়। একজন চিকিৎসক নিয়ে সপ্তাহে মঙ্গলবার এবং বৃহস্পতিবার এই দু'দিন পেইন ক্লিনিক চলছে। হাসপাতালে ব্যথার সমস্যা নিয়ে রোগীরা মেডিসিন সহ অন্য বিভাগে চিকিৎসার জন্য আসেন। সেখান থেকে চিকিৎসকরা রোগীর কাছে সমস্ত তথ্য জানার পর প্রয়োজন বুঝলে পেইন ক্লিনিকে পাঠিয়ে দেন। আবার অনেক সময় রোগী সরাসরি পেইন ক্লিনিকে আসছেন।

হাসপাতালের তথ্য অনুযায়ী, গত কয়েক মাসে এক হাজারের বেশি রোগী পেইন ক্লিনিকে চিকিৎসা করিয়েছেন। বেশিরভাগ রোগীকেই ওষুধ দিয়ে সুস্থ করা হয়েছে। ট্রিগার

ফিঙ্গার, ফ্রোজেন শোল্ডার, হাঁটুর অস্টিও আরথ্রাইটিস সহ অন্য ক্ষেত্রে রোগীদের এখনও পর্যন্ত ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। পেইন ক্লিনিকের দায়িত্বে থাকা একমাত্র চিকিৎসক অঙ্কিতা সিংহ রায় বলেছেন, '৫০ জনের বেশি রোগীকে এখনও পর্যন্ত গাঁটে ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকেই এই চিকিৎসায় সাড়া দিচ্ছেন। স্বাভাবিক হাঁটাচলা করা এবং ব্যথা থেকেও মুক্তি পাচ্ছেন।'

নিকাশি ব্যবস্থার বালাই নেই

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির অদূরে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত হাতিয়াডাঙ্গা। সাহু নদীর পাশেই রয়েছে এই এলাকারই পূর্ব হাতিয়াডাঙ্গা। গ্রামে কাঁচা রাস্তা থাকলেও নিকাশি ব্যবস্থার বালাই নেই। এলাকায় কোনও নর্দমা নেই। ফলে একটু বৃষ্টি হলেই রাস্তায় জল দাঁড়িয়ে যায়।

রেশমি সরকার নামে স্থানীয় বাসিন্দা বলেন, 'গত বছর বর্ষার সময় পুরো এলাকা জলমগ্ন হয়ে গিয়েছিল। এলাকার সবার বাড়িতে জল ঢুকে গিয়েছিল। প্রশাসনকে অনেকবার বলেছি। কিন্তু সমস্যার সমাধান হয়নি।' একই কথা শোনা গিয়েছে এলাকার বাসিন্দা শম্ভু সরকারের গলাতেও। এ বিষয়ে ডাবগ্রাম-২ গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান মিতালি মালাকার বলেন, 'জায়গাটির অবস্থান কিছুটা নীচু এলাকায়। ফলে বর্ষার সময় এই সমস্যাটা হয়। তবে জল যাতে না জমে, সেজন্য চেষ্টা চলছে।'

মাফিয়া তত্ত্বে উপপ্রধানের সঙ্গে প্রধানের মতবিরোধ

রাস্তা তৈরিতে বাধা

মহম্মদ হাসিম

নকশালবাড়ি, ২০ জানুয়ারি : কৃষিজমির মাঝবরাবর সংকীর্ণ কাঁচা রাস্তা এখন বিতর্কের কেন্দ্রে। গ্রামের একাংশের দাবি, দীর্ঘদিন ধরে সেই রাস্তা চওড়া করার দাবি তুললেও কেউ কর্ণপাত করেননি। ফলে দিনকয়েক আগে সেই রাস্তায় মাটি ফেলে চওড়া করার কাজ শুরু করেন স্থানীয়দের একাংশ। কিন্তু নকশালবাড়ি ব্লকের মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের চিটকুজোতের এই রাস্তা এভাবে মাটি ফেলে উঁচু করার পিছনে মাফিয়াদের হাত দেখছেন প্রধান। আর সে কারণেই তিনি রাস্তার কাজ বন্ধের নির্দেশ দিয়েছেন।

মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান গৌতম ঘোষ বলছেন, 'চিটকুজোতের যেখানে রাস্তা চওড়া করা হচ্ছে, সেখানে কোনও বসতি নেই। সেখানে মাফিয়ারা নিজেরাই রাস্তা তৈরি করছে, যাতে ওখানকার জমি প্লট করে বিক্রি করা যায়।'

প্রধান একথা বললেও স্থানীয় বাসিন্দা অজয় সিংহ বলেন, 'রাস্তা এতটাই ছোট যে, ট্র্যাক্টর পর্যন্ত ঢোকে না। ফলে জমিতে চাষ করতে গিয়ে আমাদের অনেক সমস্যায় পড়তে হয়। তাই গত ৭ জানুয়ারি মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে রাস্তাটি

- ধানিজমির মাঝবরাবর একটি রাস্তায় মাটি ফেলে উঁচু ও চওড়া করছিলেন গ্রামবাসীর একাংশ
- প্রধানের দাবি অনুযায়ী জমি মাফিয়ারা একাজের সঙ্গে যুক্ত
- উপপ্রধানের দাবি, সকলের সহমতের ভিত্তিতে কাজ, তাই আপত্তির কিছু নেই

যাঁরা গ্রামবাসীদের সহমত হওয়ার কথা বলছেন, তাঁরা নিজেরাই মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে আমার মনে হচ্ছে।

গৌতম ঘোষ *প্রধান*

চওড়া করার জন্য আবেদন জানাই। তারপরেই গ্রামবাসীরা নিজেরা চাঁদা তুলে রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ শুরু করি। তবে শুক্রবার গ্রাম পঞ্চায়েত অফিস থেকে ফোনে আমাদের কাজ বন্ধ করতে বলে। তারপর থেকে রাস্তায় মাটি ফেলার কাজ বন্ধ রয়েছে।'

এদিন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, চিটকুজোতের এই রাস্তার দৈর্ঘ্য প্রায় ৫০০ মিটার। রাস্তার ধারে ধানিজমি। এ বিষয়ে মণিরাম গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান তৃণমূলের রঞ্জন চিকবড়াইক বলছেন, 'জমির মালিকরা নিজেরাই রাস্তা বানাচ্ছেন। এখানে কারও আপত্তি না থাকারই কথা। আমি নিজেই এলাকা পরিদর্শন করেছি। গ্রামবাসীর সঙ্গে কথা বলেছি। সকলের সহমতের ভিত্তিতে রাস্তার কাজ চলছে।'

উপপ্রধান একথা বললেও তৃণমূলেরই প্রধানের স্পষ্ট কথা, 'যাঁরা গ্রামবাসীদের সহমত হওয়ার কথা বলছেন, তাঁরা নিজেরাই মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত রয়েছেন বলে আমার মনে হচ্ছে। ৭ জানুয়ারি যে ব্যক্তি রাস্তার জন্য গ্রাম পঞ্চায়েতে আবেদন জানিয়েছেন, তিনি কোনও অনুমতি না নিয়ে নিজেই গ্রামবাসীদের নাম করে রাস্তার কাজ শুরু করেন। এটা সম্পূর্ণ বেআইনি। আমরা বিষয়টি তদন্ত করে দেখে বুঝতে পেরেছি, জমি প্লট করে বিক্রির উদ্দেশ্যে সেখানে রাস্তা তৈরি হচ্ছে।'

তবে কি উপপ্রধানও মাফিয়াদের সঙ্গে জড়িত? সেবিষয়ে অবশ্য খোলসা করেননি প্রধান। যদিও অপর এক কৃষক মিনা ওরাওঁ বলছেন, 'রাস্তার পাশেই আমার তিন বিঘা জমি রয়েছে। প্রায় ২৫ বছর ধরে রাস্তাটি জলকাদায় একেবারে মুছে গিয়েছে। কেউই অন্যের জমির উপর দিয়ে ট্র্যাক্টর নিয়ে যেতে দেন না। এমনকি রাস্তার বেহাল দশায় ধান কেটে বাড়িতেও আনা যায় না। তাই আমরা নিজেরাই টাকাপয়সা জোগাড় করে মাটি ফেলে রাস্তা উঁচু এবং চওড়া করতে চেয়েছিলাম। কিন্তু কিছু দালাল জমি বিক্রির গুজব ছড়িয়ে আমাদের কাজে বাধা সৃষ্টি করেছে।'

পুলিশ দেখেই নদীতে

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : পুলিশ ধরতে এলেই নদীতে ঝাঁপ দিয়ে পালায় দুষ্কৃতীরা। এতে উত্তরকন্যা সংলগ্ন জোড়াপানি নদীর পাশে মদ ও জুয়ার আসর বন্ধ করতে গিয়ে বারেবারে বিপাকে পড়তে হয়েছে পুলিশকে। মঙ্গলবার দুপুরে তেমন ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হল। এদিন জোড়াপানি নদীর ধারে বিভিন্ন জায়গায় মদ ও জুয়ার আসর চলছিল। খবর পেয়ে এনজেপি থানার সাদা পোশাকের পুলিশ সেখানে অভিযান চালায়। এদিকে, পুলিশের তাড়া খেয়ে সমাজবিরোধীরা নদীতে নেমে পালিয়ে যায়। তবে পুলিশ জলে নামতে পারেনি। কাউকে আটক করাও সম্ভব হয়নি। পুলিশের তরফে লাগাতার অভিযান চালানোর কথা জানানো হয়েছে।

দুষ্কৃতী তাণ্ডব

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির প্রধাননগর এলাকার বাঘা যতীন পাঠাগারে দুষ্কৃতী তাণ্ডবের ঘটনা সামনে এসেছে। সোমবার দুপুর সাড়ে ১২টা নাগাদ পাঠাগার খুলতে এসে বিষয়টি লক্ষ করেন গ্রন্থাগারিক দীপান্বিতা রায়। তিনি দেখেন, গ্রন্থাগারিকের কক্ষের একটি কাচের জানলা ভাঙা হয়েছে। পাঠাগারের কোলাপসিবল গেটের তালাও ভাঙা হয়েছে। তবে পাঠাগারের ভেতর থেকে কোনও বই বা সামগ্রী চুরি গিয়েছে কি না, তা জানা যায়নি। মঙ্গলবার গ্রন্থাগার কর্তৃপক্ষ প্রধাননগর থানায় অভিযোগ করেছে।

ছেলেদের নোটিশ, আতঙ্কে বিষপান বৃদ্ধের

প্রসেনজিৎ সাহা

দিনহাটা, ২০ জানুয়ারি : পরিবারের পাঁচ ছেলের নামেই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি বা তথ্যে অসংগতির অভিযোগ। ভিনরাজ্যে থাকা সেই ছেলেদের নাম ভোটার তালিকা থেকে বাদ পড়তে পারে। এমনই আশঙ্কা করে ষাটোর্ধ্ব এক ব্যক্তি আতঙ্কে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করলেন বলে অভিযোগ। মঙ্গলবার দিনহাটা-২ ব্লকের নয়ারহাট গ্রাম পঞ্চায়েতের নান্দিনা গ্রামের এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়ায়।

এদিন সকালে পরিবারের সদস্যরা ওই বৃদ্ধকে আশঙ্কাজনক অবস্থায় দিনহাটা মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করেন। পরবর্তীতে শারীরিক পরিস্থিতির অবনতি ঘটলে তাঁকে এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। এসআইআর-এর নোটিশ পাওয়ায় আতঙ্কের জেরেই তিনি ওই ঘটনাটি ঘটিয়েছেন বলে সেখানে বেড়ে শুয়ে এই বৃদ্ধ কোনওমতে জানান। ওই ব্যক্তির ভাই জানান, পরিযায়ী শ্রমিক হিসেবে দাদার পরিবারের সবাই এই মুহূর্তে বাইরে রয়েছেন। তাঁদের সকলের নামেই শুনানির নোটিশ আসায় ওই ব্যক্তি আতঙ্কে কীটনাশক খেয়ে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করেন বলে তাঁর দাবি।

এমজেএন মেডিকেল কলেজ ও হাসপাতালে চিকিৎসাধীন বৃদ্ধ।

উত্তরবঙ্গ উন্নয়নমন্ত্রী উদয়ন গুহ এই ঘটনায় নির্বাচন কমিশনের দিকে তোপ দেগেছেন। তাঁর কথায়, 'এসআইআর আতঙ্কে রাজ্যে অনেকেই আত্মঘাতী হয়েছেন বা আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টা করছেন। প্রতিটি ঘটনার জন্য কমিশনই দায়ী। আত্মহত্যা এবং আত্মহত্যার প্ররোচনার দেওয়ার অভিযোগে কমিশনের বিরুদ্ধে পুলিশের মামলা করা উচিত।' তবে বিজেপির জেলা কমিটির সহ সভাপতি বিরাজ বসু বললেন, 'এভাবে বক্তব্য দিয়ে মন্ত্রীই আতঙ্ক ছড়াচ্ছেন।'

এমাসের শুরুতেই ওকরাবাড়ির ফলিমারিতে এসআইআর আতঙ্কে আত্মঘাতী হওয়ার অভিযোগ উঠেছিল। ওই ঘটনার রেশ কাটতে না কাটতে ফের নতুন করে আত্মঘাতী হওয়ার চেষ্টার ঘটনায় ব্যাপক চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। হাসপাতালে আসা স্থানীয় পঞ্চায়েত সদস্য দেবাশিস বর্মনের কথায়, 'কেন্দ্রীয় সরকারের অঙ্গুলিহেলনেই কমিশন মানুষকে হয়রান করছে।' সংশ্লিষ্ট ৭/১৬৫ অংশের বিএলও ইমরান হোসেনের অবশ্য বক্তব্য, 'ওই বৃদ্ধের নামে কোনও শুনানির নোটিশ আসেনি, তবে তাঁর পাঁচ ছেলের নামে এসেছে।' নামের বানানে ভুল থাকার কারণেই এই নোটিশ বলে তিনি জানিয়েছেন।

অতিথিনিবাসের উদ্বোধনে ফিরহাদ হাকিম, গৌতম দেব প্রমুখ।

অতিথিনিবাসের উদ্বোধন

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : কলকাতার বেলেঘাটায় শিলিগুড়ি পুরনিগমের নবনির্মিত অতিথিনিবাস এবং সংস্কার করা পুরোনো বিল্ডিংয়ের উদ্বোধন হল। মঙ্গলবার রাজ্যের পুর ও নগরোন্নয়নমন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম যার উদ্বোধন করেন। উপস্থিত ছিলেন শিলিগুড়ির মেয়র গৌতম দেব, ডেপুটি মেয়র রঞ্জন সরকার, মেয়র পারিষদ রাজেশ প্রসাদ শা সহ একাধিক কাউন্সিলার ও আধিকারিক। অতিথিনিবাস তৈরি করতে ব্যয় করা হয়েছে ৪ কোটি ৫২ লক্ষ ৮৬ বাজার ৩৪১ টাকা। পুরোনো বিল্ডিংয়ের সংস্কারে ব্যয় হয়েছে ২ কোটি ২২ লক্ষ ৯ হাজার ৩৭১ টাকা। নতুন বিল্ডিংয়ের তিনটি ফ্লোর মিলিয়ে মোট ১৮টি ঘর রয়েছে। তার মধ্যে ৯টি ট্রিপল বেডের ঘর এবং বাকিগুলি ডাবল বেডের। পুরোনো বিল্ডিংয়ে ১৩টি ঘর, একটি ডর্মিটরি এবং ২টি সুইট রয়েছে। মেয়র গৌতমের বক্তব্য, 'শিলিগুড়ির মানুষ এখন থেকে কলকাতায় গেলে পুরনিগমের অতিথিনিবাসে অত্যাধুনিক পরিষেবা পাবেন। বড় বড় হোটেলের ঘরগুলির মতো ঘর তৈরি হয়েছে।'

কনভেনার পদে রথীন্দ্র

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : বিজেপির শিলিগুড়ি বিভাগের কনভেনার পদে আনা হল রাজ্য বিজেপির সহ সভাপতি রথীন্দ্র বসুকে। মঙ্গলবার রাজ্য বিজেপির তরফে তাঁকে এই পদ দেওয়া হয়েছে। শিলিগুড়ি বিভাগের মধ্যে দার্জিলিং, শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা, আলিপুরদুয়ার, কোচবিহার এবং জলপাইগুড়ি রয়েছে। এই পাঁচ এলাকায় বিজেপির বিশেষ দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে রথীন্দ্রকে।

শিলিগুড়ির এই বিজেপি নেতা আরএসএস-ঘনিষ্ঠ বলে পরিচিত। আগে তিনি শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটিতে গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব সামলেছেন। একাধিকবার বিধানসভা নির্বাচনে ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি কেন্দ্রে প্রার্থী হয়েছেন। পরবর্তীতে তাঁকে রাজ্য কমিটিতে সাধারণ সম্পাদকের দায়িত্ব দেওয়া হয়। দীর্ঘদিন সেই দায়িত্ব পালনের পর তাঁকে সহ সভাপতি পদে বসানো হয়। এখনও সেই পদে রয়েছেন। মঙ্গলবার বাড়তি দায়িত্ব হিসেবে শিলিগুড়ি বিভাগের কনভেনার করা হয়েছে। গত মাসে শিলিগুড়িতে এই পাঁচ জেলার যুবদের নিয়ে সমাবেশ করেছিলেন আরএসএস প্রধান মোহন ভাগবত। এবার আরএসএস-ঘনিষ্ঠ রথীন্দ্রকে এই দায়িত্ব দেওয়া তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে রাজনৈতিক মহল।

সৃষ্টিশ্রীমেলায় সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা স্টেডিয়ামে। ছবি : সূত্রধর

বাঁশের রেডিমেড মণ্ডপের কদর

গৌতম চাকী

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : আর দু'দিন পরই সরস্বতীপুজো। শিলিগুড়ির বিভিন্ন স্কুল ও কলেজে পুজো প্রস্তুতি প্রায় শেষ। ক্লাবগুলিতেও এখন ব্যস্ততা। কয়েক বছর আগে পর্যন্ত শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় রাত জেগে সরস্বতীপুজোর প্যান্ডেল বানানোর চল থাকলেও, এখন আর তা চোখে পড়ে না। এখন মণ্ডপবাজার থেকে বাঁশের তৈরি রেডিমেড মণ্ডপ কিনে এনে পুজোস্থলে বসিয়ে দিচ্ছেন অনেক উদ্যোক্তা। দিন-দিন এমন বাঁশের রেডিমেড মণ্ডপের কদর বাড়ছে।

শিলিগুড়ির ইস্টার্ন বাইপাসের ঢাকেশ্বরী মন্দিরের মাঠের একপাশে বাঁশের প্যান্ডেল তৈরি করছিলেন ষাটোর্ধ্ব রামপ্রসাদ দাস, ভদ্রেশ্বর বর্মন, হীরেন বর্মনরা। বাঁশ ও বাঁশের তৈরি ছোট-বড় বিভিন্ন মাপের বাতা দিয়ে তৈরি করছেন নকশার প্যান্ডেল। যা পুজো উদ্যোক্তারা কিনে নিয়ে গিয়ে শুধু পুজোর জায়গায় বসিয়ে দিলেই তৈরি প্যান্ডেল। তাঁদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, প্রত্যেকেই বাঁশের কারিগর। আগে শিলিগুড়ির বিভিন্ন এলাকায় এত পাকা বাড়ি ছিল না। দেখা যেত মূলিবাঁশের বেড়ার ঘর, তখন বেশ কাজের বরাত পেতেন তাঁরা। তবে শহরে এখন কাজ না পেলেও শহরতলিতে এখনও ডাক পড়ে তাঁদের। প্রায় ১৮ বছর ধরে সরস্বতীপুজোর আগে তাঁরা বাঁশ দিয়ে বিভিন্ন নকশার প্যান্ডেল বানিয়ে বিক্রি করছেন। তাঁদের তৈরি বাঁশের প্যান্ডেল ৫০০ টাকা থেকে সর্বোচ্চ ৪০০০ টাকা পর্যন্ত দরে বিক্রি হচ্ছে।

হীরেন বলেন, 'আমরা সবাই বাঁশের কারিগর। সারাবছর মানুষের বাড়ি বাড়ি গিয়ে বাঁশের কাজ করলেও সরস্বতীপুজোর এক মাস আগে থেকে বাঁশের তৈরি প্যান্ডেলের কাজ শুরু করে দিই। আমাদের তৈরি প্যান্ডেল শিলিগুড়িতে যেমন বিক্রি হয়, পাশাপাশি জলপাইগুড়ি থেকেও অনেকে রেডিমেড প্যান্ডেল কিনে নিয়ে যান।'

ওখানেই প্যান্ডেলের দরদাম করছিলেন শান্তিনগরের জনাকয়েক তরুণ। তাঁদের মধ্যে ছোটন দাসের কথায়, 'আগে পাড়ার দাদারা যখন পুজো করত, তখন রাত জেগে প্যান্ডেল বানানোর একটা চল ছিল। এখন আর তেমনটা নেই। এখান থেকে তৈরি করা প্যান্ডেল কিনে নিয়ে পুজোস্থলে বসিয়ে দেব। ব্যাস, হয়ে গেল আমাদের প্যান্ডেল তৈরি।'

বাঁশের রেডিমেড মণ্ডপ তৈরি করছেন শিল্পীরা। -সংবাদচিত্র

গাঁদা ফুলই স্বাবলম্বী হওয়ার পথ দেখিয়েছে

সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলিগছ গ্রামের অর্থনীতিতে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে গাঁদা ফুল চাষ। প্রতিবছরই ফুল চাষের পরিধি বাড়ছে। আর এতে লাভবান হচ্ছেন গ্রামবাসী।

মনজুর আলম

চোপড়া, ২০ জানুয়ারি : যতদূর দেখা যায় শুধু লাল, হলুদ ও কমলা গাঁদা ফুলের জমি। চোখ ফেরানো দায়। চোপড়া ব্লকের পাগলিগছের অর্থনীতি পালটে দিয়েছে এই গাঁদা ফুলই। গাঁদা ফুলের চাষ করে যেমন লাভের মুখ দেখছেন গ্রামের কৃষকরা, তেমনই বাড়ির মেয়েরা স্বাবলম্বী হওয়ার সুযোগ পেয়েছেন। এক সময়ে যাঁরা গম, আলু বা পাট চাষ করতেন, তাঁদের অনেকেই এখন গাঁদা ফুল চাষে ঝুঁকেছেন।

এবার শীতের মরশুমে ভালো দাম পাওয়ায় চাষিদের মুখে চওড়া হাসি। সোনাপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের পাগলিগছ গ্রামের অর্থনীতিতে নতুন আশার আলো জ্বালিয়েছে ফুল চাষ। কৃষকদের বক্তব্য, এই ফুল চাষে মুনাফা অনেকটাই বেশি। একই জমিতে বছরে দু'বার ফুল চাষ করা যায়। বাজার ভালো থাকলে একবারে বিঘাপ্রতি অন্তত ৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত লাভ হয়। কেউ নিজের সামান্য কিছু জমিতে চাষ করেছেন, কেউ আবার অন্যের জমি লিজ নিয়ে তাতে গাঁদা ফুল লাগিয়েছেন। শুধু ফুল চাষ করেই নয়, অনেকে ফুলের ব্যবসার সঙ্গেও যুক্ত হয়েছেন।

পাগলিগছ ভাটা ও মধ্য পাগলিগছের প্রায় দুশো পরিবারের অর্ধেকই ফুল চাষের উপর নির্ভরশীল। গ্রামবাসী জানিয়েছেন, প্রতিবছর কলকাতা, কৃষ্ণনগর থেকে চারা আনা হয়। রং ভেদে গাঁদার জাত হচ্ছে হলুদ, লাল, কমলা, গাঢ় খয়েরি, লাল হলুদের মিশ্রণ ইত্যাদি। তবে এখানে হলুদ, লাল ও কমলা গাঁদা চাষ বেশি হয়। সুফল সরকার নামে এক কৃষক বলছেন, 'এবার ৪ বিঘা জমিতে ফুল চাষ করেছি। খরচ বাদে বিঘাপ্রতি ৪৫-৫০ হাজার টাকা পর্যন্ত মুনাফা থাকে। গাঁদা ফুল আমি নিজেই শিলিগুড়িতে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করি। কখনও কয়েকজন মিলে গাড়ি ভাড়া করে নিয়ে যাই।'

চোপড়ার পাগলিগছে গাঁদা ফুলের চাষ।

হাসছে গ্রাম

মূলত তাঁরা শিলিগুড়িতে ফুল বিক্রি করেন। অনেকে ইসলামপুর সহ স্থানীয় বাজারে ফুল, ফুলের মালা বিক্রি করেন। কেউ আবার ফুলের ব্যবসা শুরু করেছেন। চাষিদের কাছে কিনে বাইরে নিয়ে গিয়ে বিক্রি করেন।

ভজন দত্ত নামে আরেক কৃষক বলছেন, 'এবার ৩ বিঘা জমিতে ফুল চাষ করেছি। নিজের ফুলের দোকান রয়েছে। বাজারে এবার ভালো চাহিদা আছে। গত ১০ দিন থেকে বাজার ঊর্ধ্বমুখী। বর্তমানে একেকটি মালা ২৫-৩০ টাকা দরে বিক্রি হচ্ছে। ১০০ টাকা কেজি দরে এই ফুল বিক্রি হচ্ছে। সরস্বতীপুজোয় ভালো দাম পাব বলে আশা করছি। এখন ফুল চাষ ও ফুলের ব্যবসার উপরই ঘরসংসার চলে।'

সুচিত্রা সরকার নামে এক গ্রামবাসীর কথায়, 'গ্রামের মহিলাদের অনেকে ঘরে গাঁদা ফুলের মালা তৈরি করেন। চাষিরা বাড়িতে ফুল পৌঁছে দেন। চেন মালাপ্রতি ১ টাকা করে পাই। একদিনে অনেকে ২০০টা মালা তৈরি করেন।'

কয়েক বছর আগে গ্রামের ১০-১২ জন ফুল চাষ করতেন। এবার ৪০ জন চাষি গাঁদা ফুল চাষ করেছেন। প্রতিবছর চাষের পরিধি বাড়ছে। ফুল চাষের ফলে গ্রামের অনেকে লাভবান হচ্ছেন। মহিলারা ফুল তোলা, সাজানো ও বাজারজাত করার কাজে সক্রিয় ভূমিকা নিচ্ছেন। গাঁদা ফুলের পাশাপাশি গ্রামের অনেকেই গ্ল্যাডিয়োলাস, ডালিয়া, সূর্যমুখী সহ বিভিন্ন দেশি-বিদেশি ফুলের চাষ করছেন।

বাড়ির পথে।। জ্বালানি কাঠ সংগ্রহ করে ফিরছেন মহিলারা। রংটংয়ে সূত্রধরের ক্যামেরায়।

তিন মাস ইঞ্জিনিয়ারের রিলিজ অর্ডার আটকে প্রধান

বদলি সত্ত্বেও 'ছাড়েননি'

সাগর বাগচী

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : তিন মাস আগেই ইঞ্জিনিয়ারের বদলির অর্ডার চলে এসেছিল। কিন্তু আজও সেই ইঞ্জিনিয়ার টেন্ডার প্রক্রিয়া সহ সমস্ত প্রয়োজনীয় কাজ করে চলেছেন। এই ঘটনায় বিতর্ক তৈরি হয়েছে ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েতে।

ওই গ্রাম পঞ্চায়েতের ইঞ্জিনিয়ার অজিত সরকারের তিন মাস আগে বানারহাটে বদলির নির্দেশ আসে। কিন্তু প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তী তাঁকে রিলিজ অর্ডার দেননি বলে অভিযোগ। এর পেছনে স্বার্থ রক্ষার তত্ত্ব খাড়া করছে বিরোধী নেতারা। এমনকি, নাম প্রকাশ্যে অনিচ্ছুক শাসকদলেরই এক পঞ্চায়েত সদস্য একই অভিযোগ তুলেছেন।

এব্যাপারে কথা বলতে প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তীকে একাধিকবার ফোন করা হলেও তিনি ধরেননি। রাজগঞ্জের জয়েন্ট বিডিও সৌরভকান্তি মণ্ডল বললেন, 'অজিত সরকারের জায়গায় যে ইঞ্জিনিয়ারের আসার কথা, তিনি আসছেন না। তিনি এলেই এই ইঞ্জিনিয়ারকে ছেড়ে দেওয়া হবে।'

যদিও বিজেপি এই যুক্তি মানতে নারাজ। তাদের অভিযোগ, তৃণমূলের পঞ্চায়েত প্রধানরা ইঞ্জিনিয়ারদের সঙ্গে মিলে আগে থেকে 'সেটিং' করে নিচ্ছেন। কোন প্রকল্পের জন্য ইঞ্জিনিয়ার কত টাকার 'এস্টিমেট' দেখালে ভালো পরিমাণে 'কাটমানি' পকেটে ঢুকবে, তা নাকি আগে থেকেই বোঝাপড়া হয়ে যাচ্ছে পঞ্চায়েত অফিসে। বিজেপির ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ১ নম্বর মণ্ডল সভাপতি রাহুল বর্মনের কটাক্ষ, 'ওই ইঞ্জিনিয়ারের সঙ্গে প্রধান ও তৃণমূল নেতাদের একাংশের ভালো বোঝাপড়া হয়ে গিয়েছে। নেতারা পঞ্চায়েত কার্যালয়কে পার্টি অফিস বানিয়ে ফেলেছেন। তাঁদের নিয়ে বৈঠক করে কীভাবে কাজের টেন্ডার ভাগবাঁটোয়ারা করা হবে, সেই সিদ্ধান্ত হচ্ছে। আর এতে প্রধান জড়িত।' তাঁর দাবি, বিতর্কিত ইঞ্জিনিয়ার তৃণমূল নেতাদের সঙ্গে নিয়ে সরকারি কাজ পরিদর্শনেও যাচ্ছেন।

- তিন মাস আগে বদলির অর্ডার এলেও রিলিজ দেননি প্রধান
- এর নেপথ্যে সেটিং তত্ত্ব তুলছে বিরোধীরা
- নতুন আধিকারিক আসেননি সেজন্য তিনি যেতে পারছেন না বলে দাবি ইঞ্জিনিয়ারের

এখানে বেশকিছু কাজ অসম্পূর্ণ ছিল, সেই কারণে প্রধান রিলিজ দিচ্ছিলেন না। পাশাপাশি আমার জায়গায় যে ইঞ্জিনিয়ার দায়িত্ব নেবেন, তিনিও আসেননি।
অজিত সরকার
ইঞ্জিনিয়ার

মঙ্গলবার ফুলবাড়ি-১ গ্রাম পঞ্চায়েত অফিসে দুপুর পৌনে একটায় গিয়ে দেখা গেল, তখনও প্রধান সুনীতা রায় চক্রবর্তী আসেননি। তবে সেসময় অফিসে ছিলেন ইঞ্জিনিয়ার অজিত সরকার। বদলি নিয়ে প্রশ্ন করতেই রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে যান। এরপর নিজেকে সামলে নিয়ে বললেন, 'এখানে বেশকিছু কাজ অসম্পূর্ণ ছিল, সেই কারণে প্রধান রিলিজ দিচ্ছিলেন না। আমার জায়গায় যিনি দায়িত্ব নেবেন, তিনিও আসেননি। সেখানে কর্মী কম এবং কাজ বাকি থাকায় বিডিও তাঁকে ছাড়েননি। এদিন আমাকে ওই ইঞ্জিনিয়ার ফোন করেছিলেন।'

তবে তৃণমূলের নেতাদের সরকারি কাজে জড়িত থাকার অভিযোগ মানতে চাননি অজিত। তাঁর দাবি, 'কোথায় কী কাজ হবে, তা বোর্ড ঠিক করে। প্রতিটি কাজ মিটিংয়ে পাশ করে তারপর করতে হয়।' বিজেপির অভিযোগ নিয়ে একই সুর শোনা গেল তৃণমূলের ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি ব্লক সভাপতি দিলীপ রায়ের গলাতেও। তাঁর বক্তব্য, 'ইঞ্জিনিয়ারকে কোথায় কবে বদলি করা হবে, তা প্রশাসনিক বিষয়। কিছু ভিত্তিহীন অভিযোগ করা বিজেপির কাজ। মানুষকে যেভাবে বিজেপি হয়রানির মধ্যে ফেলেছে, তা নিয়ে চিন্তা করুক।'

আজ চালকদের লালকুঠি অভিযান

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : পাহাড়ের গাড়িচালকদের সমস্যাগুলি নিয়ে বুধবার গোর্খাল্যান্ড টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশনের (জিটিএ) সদর দপ্তর লালকুঠি অভিযানের ডাক দিল সংযুক্ত চালক সংঘ। সংগঠনের আহ্বায়ক রাহুল শারসার মঙ্গলবার বলেছেন, 'জিটিএ আমাদের সমস্যা মেটানো দূরে থাক, আলোচনার জন্যও সময় দিচ্ছে না। গত ১৬ জানুয়ারি বৈঠক করার কথা থাকলেও, তা হয়নি। তাই বাধ্য হয়েই দাবি আদায়ে জিটিএ সদর দপ্তর লালকুঠি অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছে। সমস্ত গাড়িচালক দার্জিলিং রেলস্টেশন থেকে র‍্যালি করে লালকুঠি যাবেন। সেখানেই দাবিদাওয়াগুলি জানানো হবে।'

সমতলের গাড়িগুলিকে পাহাড়ের দর্শনীয় স্থানে ঢুকতে না দেওয়া এবং দার্জিলিংয়ের যানজট সমস্যা দূর করার দাবিতে প্রায় দেড় মাস ধরে আন্দোলন করছে চালক সংঘ। গত মাসে জিটিএ'র ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির তরফে চালক সংগঠনগুলিকে নিয়ে বৈঠক করা হয়েছিল। সেই বৈঠকেই বলা হয়েছিল, ১৬ জানুয়ারি পুনরায় বৈঠকে বসা হবে। কিন্তু ১৬ জানুয়ারি ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির বৈঠক হয়নি। সংযুক্ত চালক সংঘের আহ্বায়কের বক্তব্য, জিটিএ তাঁদের দাবিগুলিকে গুরুত্ব দিচ্ছে না। বৈঠক ডাকার কথা বলেও পিছিয়ে যাচ্ছে। তাই দাবি আদায়ে লালকুঠি অভিযান। যদিও জিটিএ'র মুখ্য জনসংযোগ আধিকারিক শক্তিপ্রসাদ শর্মা বলেছেন, 'ট্রাফিক অ্যাডভাইজারি কমিটির আহ্বায়ক রাজেশ চৌহান বিশেষ কাজে কলকাতায় গিয়েছিলেন। তাই ১৬ তারিখের বৈঠক হয়নি। দ্রুত বৈঠক ডাকা হবে।'

প্রতিবাদ সভা

ফাঁসিদেওয়া, ২০ জানুয়ারি : সাধারণ মানুষকে এসআইআর নিয়ে বারবার হয়রান করা হচ্ছে বলে দাবি তুলে তৃণমূল কংগ্রেস প্রতিবাদ জানাল। মঙ্গলবার বিকেলে ফাঁসিদেওয়া ব্লকের চটহাটে তৃণমূল কংগ্রেসের তরফে একটি প্রতিবাদ সভা করা হল। সেখানে প্রধান বক্তা হিসেবে তৃণমূলের সংখ্যালঘু সেলের রাজ্য সভাপতি মোশারফ হোসেন উপস্থিত ছিলেন। তিনি বলেন, 'বিজেপি চক্রান্ত করে সংখ্যালঘু ভোটব্যাংক বাদ দেওয়ার জন্য হাজারে হাজারে একটি সংসদে নোটিশ দিয়ে অপরিকল্পিতভাবে ষড়যন্ত্র করে বাদ দিতে চায়। তবে, ভোটাধিকার সকলের গণতান্ত্রিক অধিকার। সেটি রক্ষার্থে তৃণমূল মাঠেই আছে।'

এদিনের এই কর্মসূচিতে শিলিগুড়ি মহকুমা পরিষদের সভাধিপতি অরুণ ঘোষ, সহকারী সভাধিপতি রোমা রেশমি এক্কা, এসজেডিএ'র চেয়ারম্যান দিলীপ দুগার, তৃণমূলের দার্জিলিং জেলা (সমতল) চেয়ারম্যান সঞ্জয় টিব্রুয়াল, ফাঁসিদেওয়া সাংগঠনিক ব্লক-১ সভাপতি আখতার আলি সহ বিশিষ্টরা উপস্থিত ছিলেন। চটহাট প্রাথমিক বিদ্যালয়ের মাঠে আয়োজিত এদিনের এই কর্মসূচিতে তৃণমূলের প্রচুর কর্মী-সমর্থকের উপস্থিতি ছিল চোখে পড়ার মতো। মোশারফ বলেন, 'এসআইআর নিয়ে যে হয়রানি করা হচ্ছে, তার উত্তর বিজেপি ব্যালটে পাবে। তৃণমূল ছাড়া সাধারণ মানুষের পাশে কেউই নেই।'

পদযাত্রা

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : সিপিএমের দার্জিলিং জেলার ১ ও ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির উদ্যোগে মঙ্গলবার বিভিন্ন এলাকায় পদযাত্রা বের করা হয়। দলের ৩ নম্বর এরিয়া কমিটির কর্মীরা 'বাংলা বাঁচাও', 'পাড়ায় চলো' কর্মসূচি নিয়ে খেলাঘর মোড় থেকে ফুলেশ্বরী মোড় পর্যন্ত পদযাত্রা করেন। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে জনসংযোগের লক্ষ্যে সিপিএমের তরফে এই কর্মসূচি পালন করা হয়েছে।

রিসর্টে ডিজে, অতিষ্ঠ পরীক্ষার্থীরা

শুভদীপ শর্মা

লাটাগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : সামনেই মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা। পরীক্ষার্থীদের প্রস্তুতি তুঙ্গে। তবে লাটাগুড়ির বিভিন্ন রিসর্টের আশপাশে যে সমস্ত পড়ুয়ার বাস, তাদের দুর্ভোগ চরমে উঠেছে। গভীর রাত পর্যন্ত লাটাগুড়ির বিভিন্ন রিসর্টে অবাধে উচ্চগ্রামে ডিজে সাউন্ড সিস্টেম বাজানো হচ্ছে। ঝলমলে আলো জ্বলছে। জঙ্গল লাগোয়া এলাকার সাধারণ মানুষ ও পরীক্ষার্থীদের পর্যটকদের বিনোদনের খেসারত দিতে হচ্ছে। বাসিন্দারা প্রতিবাদ করলেও সমস্যা মেটেনি।

এই পরিস্থিতিতে পরিবেশপ্রেমী সংগঠনের যৌথ মঞ্চ শব্দদূষণের বিরুদ্ধে পথে নামার সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সংগঠনের আহ্বায়ক অনির্বাণ মজুমদার জানান, উচ্চ শব্দের জেরে বন্যপ্রাণীরাও চরম সমস্যায় পড়ছে। একাধিক রিসর্ট জঙ্গলের ধারেই উচ্ছিষ্ট ফেলে রাখছে। সেই উচ্ছিষ্টের লোভে বন্যপ্রাণীরা লোকালয়ে চলে আসছে। এর ফলে মানুষ–বন্যপ্রাণী সংঘাত বাড়ছে। এই সমস্ত বিষয় নিয়ে মঙ্গলবার তাঁরা পথে নামবেন বলে তিনি জানান। এনিয়ে লাটাগুড়ি বাজারে একটি পথসভা অনুষ্ঠিত হবে বলেও জানানোর পাশাপাশি বিষয়টি লিখিতভাবে মাল মহকুমা শাসককেও জানানো হয়েছে বলেও তিনি জানিয়েছেন।

লাটাগুড়ি রিসর্ট ওনার্স অ্যাসোসিয়েশনের সম্পাদক দিব্যেন্দু দেবের দাবি, 'আমাদের সংগঠনের কোনও সদস্য এই ধরনের কাজ করেন না। যাঁরা নিয়ম ভাঙছেন, তাঁদের বিরুদ্ধে প্রশাসনের উপযুক্ত ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।' বন দপ্তরের লাটাগুড়ি রেঞ্জের রেঞ্জ অফিসার সঞ্জয় দত্ত বিষয়টি খতিয়ে দেখে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দেন। মাল মহকুমা শাসক উৎকর্ষ খান্ডালও অভিযোগ পাওয়ার কথা স্বীকার করে বিষয়টি তদন্ত করে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস দিয়েছেন।

অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরেই লাটাগুড়ির জঙ্গল সংলগ্ন কয়েকটি রিসর্টে গভীর রাত পর্যন্ত উচ্চগ্রামে ডিজে বাজছে। শব্দের জেরে এলাকায় টেকা দায় হয়ে উঠেছে বলে অভিযোগ স্থানীয়দের। পরীক্ষার মুখে পড়াশোনা ব্যাহত হচ্ছে বহু মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষার্থীর। লাটাগুড়ি স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা ও লাটাগুড়ি গার্লস হাইস্কুলের ছাত্রী মামন রায় জানান, তাঁর বাড়ির পাশের একটি রিসর্টে গভীর রাত পর্যন্ত ডিজে বাজছে। পরীক্ষার ক'টা দিনে এই শব্দে পড়াশোনা করা অসম্ভব হয়ে উঠছে। স্টেশনপাড়ার বাসিন্দা পপি দাস জানান, তাঁর মেয়ে পূজাও এ বছর মাধ্যমিক পরীক্ষা দেবে। বারবার রিসর্ট কর্তৃপক্ষকে অনুরোধ করেও কোনও ফল হয়নি বলে তিনি অভিযোগ করেন। শুধু মানুষ নয়, এই শব্দ দূষণের জেরে গরুমারা সংলগ্ন এলাকার বন্যপ্রাণীর স্বাভাবিক জীবনযাত্রাও ব্যাহত হচ্ছে।

লাটাগুড়ির একটি রিসর্টে বনফায়ার।

লাটাগুড়ি গ্রাম পঞ্চায়েতের উপপ্রধান কবিতা সেন বলেন, 'রাতে নির্দিষ্ট সময় ও নির্দিষ্ট মাত্রায় সাউন্ড সিস্টেম বাজানোর অনুমতি রয়েছে। তবে পরীক্ষার সময়ে আইন অমান্য করে কেউ উচ্চগ্রামে ডিজে বাজালে তাঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।' পাশাপাশি উচ্ছিষ্টের খোঁজে বন্যপ্রাণীর গ্রামে ঢুকে পড়ার ঘটনাতেও তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন।

দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি অব্যাহত

ছিনতাইয়ের টাকা ও গয়না উদ্ধার

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ জানুয়ারি : আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে ছিনতাইয়ের ঘটনায় উদ্ধার হল রুপোর গয়না এবং নগদ টাকা। ইসলামপুর পুলিশ জেলার ডিএসপি হেডকোয়ার্টার্স সুব্রত দাস এবং ইসলামপুর থানার আইসি হীরক বিশ্বাস মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করে এই তথ্য জানিয়েছেন। তবে, এই ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করতে পারলেও এখনও দুই দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি অব্যাহত।

পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, চলতি মাসের ছয় তারিখ রামগঞ্জে এক মহিলা স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হানা দেয়। আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এবং শূন্যে গুলি চালিয়ে ব্যবসায়ীর কাছ থেকে দুটি ব্যাগ ছিনতাই করে পালিয়ে যায় দুষ্কৃতীরা। সেই ছিনতাইয়ের ঘটনায় ছয়জনকে গ্রেপ্তার করা হয়। পরে আদালতের মাধ্যমে ধৃতদের হেপাজতে পায় পুলিশ। ধৃতদের জেরা করে নগদ ২৪ হাজার ৮০০ টাকা ও ৭১০ গ্রাম রুপোর গয়না উদ্ধার করা হয়েছে। ছিনতাইয়ের কাজে ব্যবহৃত একটি বাইকও বাজেয়াপ্ত করেছে পুলিশ। আইসি জানিয়েছেন, ধৃতদের প্রত্যেকেরই ক্রিমিন্যাল ব্যাকগ্রাউন্ড রয়েছে। দুষ্কৃতীদের বাড়ি ইসলামপুর এবং চোপড়া থানা এলাকায়। ধৃতদের আটদিনের পুলিশ হেপাজতের নির্দেশ দিয়েছেন বিচারক। তবে এখনও পর্যন্ত কোনও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার হয়নি।

প্রসঙ্গত, ঘটনার পাঁচদিনের মাথায় পুলিশ এক দুষ্কৃতীকে গ্রেপ্তার করে। সেই সূত্র ধরে আরও পাঁচজনের হদিস পায় পুলিশ। এই ঘটনায় আরও দুই দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি চালানো হচ্ছে। ইসলামপুর থানার আইসি জানিয়েছেন, ধৃতদের মধ্যে চারজন চোপড়ার চুটিয়াখোর ও ইসলামপুরের সুজালি থেকে তিন দুষ্কৃতীকে ভাড়াটে হিসেবে অপারেশনের জন্য ডাকে। চোরাই সামগ্রী বিক্রি করার অভিযোগে একজনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। ধৃতরা জেরায় জানিয়েছে, ছিনতাই করার সাতদিন আগে থেকে দুষ্কৃতীরা স্বর্ণ ব্যবসায়ীর গতিবিধির রেইকি করছিল। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে, ব্যাগ ছিনিয়ে গুলি চালিয়ে চম্পট দেওয়ার সময় স্বর্ণ ব্যবসায়ীর মোবাইল ফোন একটি ব্যাগে ছিল। সেই মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করেই পুলিশ প্রথম দুষ্কৃতীকে ধরতে সফল হয়। ওই মহিলা ব্যবসায়ী আরতি রায় পুলিশি তৎপরতায় খুশি।

- ৬ জানুয়ারি রামগঞ্জে এক স্বর্ণ ব্যবসায়ীর বাড়িতে একদল দুষ্কৃতী হানা দেয়
- আগ্নেয়াস্ত্র দেখিয়ে এবং শূন্যে গুলি চালিয়ে দুটি ব্যাগ ছিনতাই করে
- ব্যাগে থাকা মোবাইল ফোনের টাওয়ার লোকেশন ট্র্যাক করে এক দুষ্কৃতীকে ধরে পুলিশ

পুলিশের এক কর্তা বলেছেন, 'যে দুই কুখ্যাত দুষ্কৃতীর খোঁজে তল্লাশি চলছে, তারা চোপড়া থানা এলাকার বাসিন্দা। আগের একাধিক ঘটনায় ওই দুই দুষ্কৃতীর নাম রয়েছে। তদন্তের স্বার্থে তাদের নাম প্রকাশ্যে আনা হচ্ছে না।' প্রসঙ্গত, রামগঞ্জের ঘটনার দিন পুলিশকর্তারা গুলি চলার কথা স্বীকার না করলেও এদিন গুলি চলার কথা স্বীকার করেছেন। ধৃতদের মধ্যে একজন কাফ সিরাপ পাচারচক্রের সঙ্গে যুক্ত বলেও পুলিশ এদিন জানিয়েছে।

কার্সিয়াংয়ে চালু হবে প্যারাগ্লাইডিং

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : শীতের মরশুমে এবার কার্সিয়াং ঘুরতে গিয়েও পর্যটকরা প্যারাগ্লাইডিং করার সুযোগ পাবেন। পাহাড়ে কীভাবে অ্যাডভেঞ্চার ট্যুরিজমকে আরও বেশি পর্যটকের কাছে আকর্ষণীয় করে তোলা যায়, সেই ভাবনা থেকে গোর্খা টেরিটোরিয়াল অ্যাডমিনিস্ট্রেশন (জিটিএ)-এর তরফে এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। কার্সিয়াংয়ের দূরপিনদাড়া গ্রাম থেকে দুধিয়ার বালাসন নদী পর্যন্ত ১৫ থেকে ২০ মিনিটের এই প্যারাগ্লাইডিংয়ে পাহাড়, জঙ্গল, চা বাগান এবং নদীর সুন্দর দৃশ্য উপভোগ করার সুযোগ পাওয়া যাবে। ২৬ জানুয়ারি এই নতুন প্যারাগ্লাইডিং স্পটের উদ্বোধন করা হবে। জিটিএ'র পর্যটন বিভাগের প্রোজেক্ট অফিসার ডঃ দাওয়া গ্যালপো শেরপা বলছেন, 'পাহাড়ের সবক'টি স্পটে প্যারাগ্লাইডিং থেকে ভালো সাড়া পাওয়া যাচ্ছে। এবার কার্সিয়াং ঘুরতে এসেও পর্যটকরা পাখির চোখে মনোরম দৃশ্য দেখতে দেখতে প্রাকৃতিক সৌন্দর্যের আনন্দ নিতে পারবেন।'

কার্সিয়াংয়ে মোট ১২টি প্যারাগ্লাইডার আনা হয়েছে। প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত রাইডারদের সঙ্গে পর্যটকরা প্যারাগ্লাইডিং করার সুযোগ পাবেন। কার্সিয়াং প্যারাগ্লাইডিংয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত ইনচার্জ আদিত্য থাপা বলেন, 'ট্রায়ালে আমরা সাফল্য পেয়েছি। এবার পর্যটকদের জন্য এই প্যারাগ্লাইডিং স্পট খোলা হবে।' যদিও প্যারাগ্লাইডিং করার জন্য মাথাপিছু কত টাকা নেওয়া হবে, তা এখনও ঠিক করা হয়নি।

আবর্জনায় অতিষ্ঠ শালবাড়ি

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির উপকণ্ঠে শালবাড়ি এলাকায় যেখানে-সেখানে আবর্জনা জমে আছে। এলাকাবাসীর অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে এলাকায় প্রধান সড়কের দু'পাশে বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা পড়ে আছে। এমনকি নর্দমার মধ্যেও আবর্জনা জমে থাকছে। কিন্তু সেসব পরিষ্কার করা হচ্ছে না। ফলে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে পথচারী থেকে শুরু করে এলাকার বাসিন্দাদের।

এলাকার বাসিন্দাদের অভিযোগ, গত কয়েক মাস ধরে এলাকার বিভিন্ন জায়গায় আবর্জনা জমে থাকলেও পরিষ্কার করা হচ্ছে না। এই বিষয়ে প্রশাসনকে অনেকবার জানিয়েও লাভ হয়নি। রাস্তার পাশে ড্রেনের অর্ধেকই আবর্জনায় ভরে গিয়েছে।

শালবাড়ির নয়াবস্তি, কাশিবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে দেখা যায়, যেখানে-সেখানে আবর্জনা পড়ে আছে। ওই এলাকায় বেশ কয়েকটি বেসরকারি স্কুল ও হোটেল রয়েছে। রাস্তার পাশে আবর্জনা ডাঁই হয়ে আছে। ওই রাস্তা দিয়েই প্রতিদিন হাজারের ওপর ছোট-বড় যান চলাচল করে। অনেককে নাকে রুমাল চাপা দিয়ে যাতায়াত করতে হয়। স্থানীয় বাসিন্দা বলরাম সিংহ বলছেন, 'বর্জ্য নিষ্কাশন ব্যবস্থা না থাকার কারণেই এই সমস্যা হচ্ছে। কিন্তু সাধারণ মানুষের সচেতন হওয়া উচিত। কারণ এলাকার অনেকেই তো আবর্জনা ফেলছেন।'

দানু গুরুং নামে এক চালক বলেন, 'এটাই শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিং যাওয়ার প্রধান রাস্তা। সারাদিন দেশি-বিদেশি বহু পর্যটক এই রাস্তা দিয়েই গাড়িতে যাতায়াত করেন। তাঁরা যখন চলার পথে এমন আবর্জনা দেখেন, নাকে রুমাল চাপা দেন, তখন খুব খারাপ লাগে। প্রশাসনের বিষয়টা দেখা উচিত। রাস্তার পাশের বড় ড্রেনটা আবর্জনা জমে বন্ধ হওয়ার উপক্রম।' এই বিষয়ে চম্পাসারি গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রধান জনক সাহা বলেন, 'অবশ্যই বিষয়টা দেখে ব্যবস্থা নেওয়া হবে।'

সচেতনতা

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : ২৭তম উত্তরবঙ্গব্যাপী ভ্রাম্যমাণ রক্তদান উৎসবের অঙ্গ হিসেবে মঙ্গলবার শিলিগুড়ি সূর্যনগর সমাজকল্যাণ সংস্থার উদ্যোগে বাঘা যতীন পার্কের সামনে রক্তদান নিয়ে সচেতনতা বাড়াতে একটি র‍্যালি বের করা হয়। ওই রক্তদান উৎসব চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত।

শিলিগুড়িতে মাসের শেষে আসছেন শা

রাহুল মজুমদার

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : উত্তরের জমি ধরে রাখতে বিধানসভা ভোটের আগে কেন্দ্র ও রাজ্যের হেভিওয়েটদের আনছে বিজেপি। আগামী ৩১ জানুয়ারি দলের যুব সমাবেশে যোগ দিতে শিলিগুড়িতে আসতে পারেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শা। আর আগামী ১ ফেব্রুয়ারি শিলিগুড়িতে আসার সম্ভাবনা রয়েছে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর। বিজেপি সূত্রে খবর, ইতিমধ্যেই সভার জন্য মাঠ দেখতে বলা হয়েছে। উত্তরের মাটিতে পা রেখে অমিত শা কী বার্তা দেন, সেদিকেই তাকিয়ে আছেন দলের তরুণ নেতা-কর্মীরা।

গত সপ্তাহেই বিজেপির রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ শিলিগুড়ি ঘুরে গিয়েছেন। ডাবগ্রাম-ফুলবাড়ি বিধানসভা কেন্দ্রে সভা করেছেন দুই নেতাই। শুধু শহর নয়, সংগঠনকে গোছাতে গ্রামীণ এলাকাগুলিতেও জোর দিতে চাইছে বিজেপি। এই পরিস্থিতিতে আগামী শনিবার শিলিগুড়িতে আসছেন বিজেপির প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি তথা কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদার। ওই দিন বাগডোগরায় সভা করার কথা তাঁর। সেইমতো প্রস্তুতি শুরু করে দিয়েছে বিজেপির শিলিগুড়ি সাংগঠনিক জেলা কমিটি। আবার চলতি মাসেরই ২৯ তারিখ আরও এক কেন্দ্রীয় নেতার সভা করার কথা রয়েছে শিলিগুড়িতে। শিলিগুড়ি মহকুমার ফাঁসিদেওয়া বিধানসভা এলাকায় ওই সভা হতে পারে বলে বিজেপি সূত্রে জানা গিয়েছে।

ফেব্রুয়ারিতে শুভেন্দুর সভা

এদিকে, গ্রামীণ এলাকায় সংগঠনে জোর দিতে বুথ এবং শক্তিকেন্দ্রের নেতাদের সক্রিয় হওয়ার বার্তা দিয়েছে বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। বুথভিত্তিক বাড়ি ধরে ধরে পদ্মের ভোটার আইডেন্টিফাই করতে বলা হয়েছে। কোন বাড়ির লোকেরা পদ্মফুলে ভোট দিতে পারেন কিংবা শাসকদল তৃণমূল বিরোধী, তার একটি তালিকা তৈরি করতেও বলা হয়েছে। তালিকা ধরে ধরে ওই বাড়িগুলিতে জনসংযোগে যাওয়ার কথা বলা হয়েছে বলে জানা গিয়েছে। মাটিগাড়া-নকশালবাড়ির বিধায়ক আনন্দময় বর্মনের কথায়, 'বাগডোগরায় সন্তোষী মাতা মন্দিরের পাশের মাঠে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী ডঃ সুকান্ত মজুমদারের সভা রয়েছে। সেইমতো সব ধরনের প্রস্তুতি চলছে।'

নির্বাচনের আগে উত্তরবঙ্গে নিজেদের ভিত শক্ত করে সর্বত্র পদ্মফুল ফোটানোর লক্ষ্যে বিশেষ নজর দিয়েছে বিজেপি। নতুন বছর শুরু হতেই উত্তরবঙ্গজুড়ে প্রচার শুরু করে দিয়েছে বিজেপির কেন্দ্রীয় এবং রাজ্য নেতৃত্ব। উত্তরবঙ্গের সমস্ত জেতা আসন ধরে রাখাই বিজেপির মূল টার্গেট। এর পাশাপাশি যে আসনগুলিতে বিজেপি পিছিয়ে রয়েছে, সেখানেও ঘাসফুলকে পেছনে ফেলে পদ্মফুল ফোটানোর লক্ষ্যে জোর লাগিয়ে দিয়েছে বিজেপি। তাই উত্তরে বেশি বেশি সভা করছেন পদ্ম নেতারা।

বজ্রপাতের ভূখণ্ড তিব্বতিতে দোর্জেলিং

শৈলরানি দার্জিলিং একসময় বজ্রপাতের স্থান দোর্জেলিং নামে পরিচিত ছিল। দোর্জেলিং সিকিমিজ দেবতারও নাম। যা পরবর্তীতে ধীরে ধীরে দার্জিলিংয়ে রূপান্তর হয়। এখন এই নামেই বিশ্ববিখ্যাত এই শহর।

কী নামে ডেকে

রণজিৎ ঘোষ

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : নামে কী আসে যায় ...! অনেককিছুই আসে যায়। তা যদি হয় শৈলরানি দার্জিলিংয়ের নাম। তবে সেই নাম নিয়ে যে বিশ্বজুড়ে চর্চা হবে, সেটাই স্বাভাবিক। কিন্তু যে শহরটার নাম বিশ্বজুড়ে পরিচিত, সেই শহরের নাম এল কোথা থেকে? এই প্রশ্ন করেছেন কখনও? ম্যালের ক্যাফেতে ধোঁয়া ওঠা চায়ের কাপে চুমুক দিয়ে বললেন অনমিত্র দত্ত। দার্জিলিং নাম এল কোথা থেকে, শুরু হল খোঁজখবর। শহরের প্রবীণ বাসিন্দা, ব্যবসায়ীদের দরজায় পৌঁছে শৈলশহরের নামের উৎস খোঁজার চেষ্টা হল। ওই যে নানা মুনির নানা মত, ঠিক তেমনই দার্জিলিং নাম নিয়েও বহু মত রয়েছে।

দার্জিলিং একটা সময় সিকিমের অংশ ছিল। বৃটিশ শাসনাধীন ভারতের কর্মকর্তা, সেনাকর্মী ও তাঁদের পরিবারের সদস্যদের গ্রীষ্মকালীন অবকাশের জন্য দার্জিলিংকে সিকিমের থেকে ইজারা নেওয়া হয়েছিল বলে কথিত রয়েছে। যদিও পরবর্তীতে এই ভূখণ্ড ভারতের মূল অংশের সঙ্গে যুক্ত হয়। প্রথমে এই শহরের নাম ছিল দোর্জেলিং। এমনটাই বলছেন এখানকার প্রবীণ বাসিন্দা তথা প্রাক্তন অধ্যাপক অমরসিং রাই। তাঁর কথায়, 'এখানে একটা সময় প্রচুর বজ্রপাত হত। সেই জন্য নাম ছিল দোর্জেলিং। এখানে দোর্জে এবং লিং এই দুটি শব্দ রয়েছে। তিব্বতি ভাষায় দোর্জে মানে হচ্ছে বজ্রপাত এবং লিং শব্দের অর্থ স্থান বা ভূখণ্ড। অর্থাৎ বজ্রপাতের স্থান হিসাবেই এই জায়গাটি পরিচিত ছিল। সেই থেকেই দোর্জেলিং নামকরণ হয়।'

এই শহরের যাটোর্ধ্ব রূপকুমার তামাং ম্যালের চৌরাস্তায় বসে দার্জিলিং নামের অর্থ খুঁজতে ভাবনার অতীতে ফিরে গেলেন।

তিনি বললেন, 'আমাদের ছোটোবেলায় এই শহর দোর্জেলিং নামেই বেশি উচ্চারিত হত। বাবার মুখে শুনেছি এখানে প্রচুর দোর্জে অর্থাৎ বজ্রপাত হত। তাই থেকেই নামকরণ হয়েছে। আবার এটাও শুনেছি যে, এখন যেখানে মহাকাল মন্দির রয়েছে, সেখানে দোর্জে নামে কেউ বসবাস করতেন। তাঁর নাম থেকেই দোর্জের জায়গা হিসাবে দোর্জেলিং নামকরণ।'

দার্জিলিংয়ের নামকরণের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে কথা হচ্ছিল এখানকার প্রবীণ আইনজীবী তরঙ্গ পণ্ডিতের সঙ্গে। তাঁর বয়স প্রায় ৮০ ছুঁইছুঁই। বললেন, 'আগে এই শহরের নাম ছিল সিকিমিজ দেবতা দোর্জেলিংয়ের নামে।'

বিজ্ঞাপন
ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির ₹১ কোটির বিজয়ী হলেন বাঁকুড়া-এর এক বাসিন্দা

পশ্চিমবঙ্গ, বাঁকুড়া - এর একজন বাসিন্দা সুদীপ ধারা - কে 23.10.2025 তারিখের ড্র তে ডিয়ার সাপ্তাহিক লটারির 48K 67647 নম্বরের টিকিট এনে দেয় এক কোটি টাকার প্রথম পুরস্কার। তিনি কলকাতায় অবস্থিত নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির নোডাল অফিসারের কাছে পুরস্কার দাবির ফর্ম সহ তার বিজয়ী টিকিটটি জমা দিয়েছেন। বিজয়ী বললেন "ডিয়ার লটারি থেকে এক কোটি টাকার পুরস্কার জেতার সুসংবাদ জানতে পেরে আমি অত্যন্ত আনন্দিত। মাত্র কটি দশ টাকা খরচ করে আমার স্বপ্নকে বাস্তব রূপ দেওয়ার জন্য আমি ডিয়ার লটারি এবং নাগাল্যান্ড রাজ্য লটারির কাছে কৃতজ্ঞ।" ডিয়ার লটারির প্রতিটি ড্র সরাসরি দেখানো হয়, তাই এর স্বচ্ছতা প্রমাণিত।
* বিজয়ীর তথ্য সরকারি ওয়েবসাইট থেকে সংগৃহীত।

■ ৪৬ বর্ষ ■ ২৪৩ সংখ্যা, বুধবার, ৭ মাঘ ১৪৩২

প্রশ্ন কমিশনের স্বাতন্ত্র্যে

সাংবিধানিক প্রক্রিয়াই যখন, তখন এত ঢাকঢাক-গুড়গুড় কেন! 'লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'-র অজুহাতে কোটি লোককে যদি ডাকাই হবে, তাহলে তাঁদের তালিকা গোপন থাকার কারণ কী! নির্বাচন কমিশনের এই গোপনীয়তার যে যুক্তিগ্রাহ্য কারণ নেই, তা বেআব্রু হল সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে। যে নির্দেশ নিয়ে আরও একটি বিষয় লক্ষণীয়- বিজেপির নীরবতা। এমনিতে কমিশনের কোনও পদক্ষেপের বিরুদ্ধে মুখ্যমন্ত্রী চিঠি দিলে পালটা চিঠি দিয়ে কমিশনকে অভ্রান্ত পরিণামে মরিয়া থাকেন বিজেপি নেতারা।

সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের পর বিজেপি নেতারা কিন্তু মুখে আঙুল দাদা। নির্দেশটির ২৪ ঘণ্টা পরে মুখে তাঁদের রা'টি নেই। মানে কী? লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি'র গোপনীয়তার পক্ষে যুক্তি সাজানোর অস্ত্র আর একটিও নেই। ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধনী (এসআইআর)-র অভিধানে প্রথম থেকে ম্যাপিং, লিংকিং ইত্যাদি শব্দ ছিল। হঠাৎ কমিশন আমদানি করে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি শব্দটিকে। যা এসআইআর-এর মূল গাইডলাইনে ছিল না।

কী সেই লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি? বাংলায় যাকে বলা হচ্ছে তথ্যগত অসংগতি? তথ্যগুলো কেমন? কারও নামের বানান ভুল, ইংরেজি ও বাংলা নামের ফারাক কিংবা নামের প্রথম অংশের সঙ্গে দ্বিতীয় অংশ (ইংরেজিতে যাকে বলে ফার্স্ট নেম ও মিডল নেম) জুড়বে না আলাদা থাকবে ইত্যাদি নানাবিধ জগতের যত সামান্য ব্যাপার। দায়িত্ব দিলে যে কাজটি বুথ লেভেল অফিসাররা (বিএলও) বাড়ি বাড়ি ঘুরে কিংবা টেলিফোনে কথা বলে সহজে করে ফেলতে পারতেন।

এজন্য এত নোটিশ, এত শুনানি, এত এত কর্মী-আধিকারিককে কাজে লাগানো, এত সময় ব্যয় ইত্যাদির দরকার হত না। প্রয়োজন হত না কাঁড়ি কাঁড়ি টাকা খরচের। এতে হয়রানির অভিযোগটা আর শুধু রাজনৈতিক দলের থাকছে না, সাধারণ মানুষের ক্ষোভে তাতে সিলমোহর পড়ে যাচ্ছে। একটি সাংবিধানিক প্রক্রিয়া বাস্তবায়িত করতে গিয়ে নির্বাচন কমিশন শুধু রাজনৈতিক দলের নয়, সাধারণ মানুষের বিরাগভাজন হচ্ছে।

জনগণের অংশগ্রহণমূলক সংসদীয় গণতন্ত্রে রাষ্ট্রের কোনও সংস্থা মানুষের আস্থা অর্জনে ব্যর্থ হলে তার কার্যপদ্ধতি শুধু নয়, ভূমিকা নিয়ে প্রশ্ন ওঠা স্বাভাবিক। বিশেষ করে বিজেপি নেতাদের নানা মন্তব্যে নির্বাচন কমিশনের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় জাগা স্বাভাবিক। কমিশনকে আগলে রাখার দায়িত্ব রাষ্ট্রের। শাসক বা অন্য কোনও দলের নয়। কিন্তু বিজেপি যেন সেই কাজটি করে চলেছিল।

প্রথম থেকেই কত নাম বাদ পড়বে, তার পরিসংখ্যান প্রকাশ করে বিজেপি যেন নির্বাচন কমিশনের কাজটা বেঁধে দিতে চাইছিল। বাংলায় তৃণমূল আবার একেবারেই অনাহূত হোন বা রবাহূত হোন- কারও নাম বাদ দেওয়ার বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে এসআইআর-এর উদ্দেশ্যকে ঘেঁটে দিতে মরিয়া ছিল। ফলে স্বাভাবিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়ার বদলে এসআইআর কারও ভোটের স্বার্থ সুরক্ষিত করার তাস বলে ধারণা তৈরি হচ্ছিল সাধারণ মানুষের মনেও।

নির্বাচন কমিশনের কর্মকাণ্ড ও সেই কাজের পরিণাম নিয়ে বিজেপির হইচই ওই ধারণাকে আরও পোক্ত করেছে। অন্যদিকে, কাজটিকে নানাভাবে বাধা দেওয়ার আগাগোড়া মরিয়া চেষ্টা করে গিয়েছে তৃণমূল। একটি স্বাভাবিক সাংবিধানিক প্রক্রিয়াকে বগলদাবা করার জন্য কোচবিহার থেকে কাকদ্বীপ পর্যন্ত পুরো দলীয় বাহিনীকে মাঠে নামিয়ে দিয়েছিল তৃণমূল নেতৃত্ব। ফলে সাংবিধানিক প্রক্রিয়াটি যেন রাজনৈতিক চেহারা নিয়ে ফেলল। যা কমিশনের স্বতন্ত্র, নিরপেক্ষ অস্তিত্বকেই বিপন্ন করে তুলেছে।

বাংলায় মাধ্যামিক পরীক্ষার অ্যাডমিট কার্ডকে অগ্রাহ্য করার ফতোয়া কমিশনের উদ্দেশ্য নিয়ে আরও সংশয় সৃষ্টি করেছে। কেননা, এতদিন সরকারি ক্ষেত্রে এই নথিটি বয়সের নথি হিসেবে চূড়ান্ত মান্যতা পেত। সুপ্রিম কোর্ট সেই মান্যতায় সিলমোহর দেওয়ায় কমিশনের উদ্দেশ্য প্রশ্নের মুখে পড়েছে। অন্যদিকে, সুপ্রিম কোর্টের রায়কে তৃণমূলের জয় বলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়দের প্রচার কমিশনের মর্যাদাকে লঘু করে দিচ্ছে সন্দেহ নেই।

অমৃতধারা

প্রতিটি মানুষের সরল হওয়ার জন্য শিক্ষা লাভ করা উচিত। সরলতা থাকলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য কৃষ্ণভক্তি লাভ অতি সহজ হয়, তা না হলে মানব জীবনের উদ্দেশ্য সাধিত হবে না। তা ব্যর্থ হয়ে যাবে। তাই প্রতিটি মানুষের কায়, মন, বাক্যে সরল হওয়া উচিত। তাই প্রতিটি মানুষের এই শিক্ষা লাভ করা উচিত যে, ভগবানের কৃপায় ভৌতিক লাভ যা সব মিলেছে তাতে সন্তুষ্ট থাকা উচিত। সেইজন্য গীতাতে বলা হয়েছে -'যদৃচ্ছা লাভ সন্তুষ্ট।' অর্থাৎ- অধিক ভৌতিক লাভের জন্য প্রয়াসী হও না, কি তাতে অসন্তোষ প্রকাশ কর না। মানব সমাজে যে অশান্তি দেখা দিচ্ছে, তার মূলেতে আছে অসন্তোষ। তাই এই সন্তোষ একটি মহান গুণ বলে এক্ষেত্রে বলা হয়েছে।

-ভক্তিবেদান্ত স্বামী প্রভুপাদ

গুরুদায়িত্ব কাঁধে এক আধুনিক 'হ্যামলেট'

আদর্শগত দ্বন্দ্ব ও গণতান্ত্রিক দ্বিধায় বিদীর্ণ নেহরু-মানস কি ভারতের ইতিহাসের গতিপথকে এক অনিশ্চিত সন্ধিক্ষণে দাঁড় করিয়েছিল?

অনমিত্র বিশ্বাস

- এআই

গান্ধিজি তাঁর সাড়ম্বর বৈরাগ্যের আবহে একদা ঘোষণা করেছিলেন, 'জওহরলালই আমার উত্তরাধিকারী।' কিন্তু এই উত্তরাধিকার বা যৌবরাজ্য লাভের পথ নেহরুর জন্য খুব একটা মসৃণ ছিল না; বরং এই উচ্চাসনে বসার জন্য তাঁকে বিসর্জন দিতে হয়েছিল নিজের অনেক মৌলিক আদর্শ ও যুক্তিবাদের কঠিন জমি। নেহরুর ব্যক্তিগত ও রাজনৈতিক মতামত মহাত্মা গান্ধির সঙ্গে সবক্ষেত্রে হুবহু মেলেনি— এমনকি যখন তিনি জাতীয় কংগ্রেসের সভাপতির পদে আসীন ছিলেন, তখনও তাঁদের চিন্তার সমান্তরাল রেখাগুলো এক বিন্দুতে মেলেনি। নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর স্মৃতিচারণায় এই দ্বন্দ্বের এক নিখুঁত বিশ্লেষণ পাওয়া যায়। সুভাষের মতে, নেহরুর সামনে তখন স্পষ্টত দুটি পথ খোলা ছিল। প্রথমত, নিজের সমস্ত যুক্তিচেতনা বিসর্জন দিয়ে পুরোপুরি 'গান্ধি উইং'-এর একজন অনুগত ও অন্ধ সদস্যে পরিণত হওয়া; অথবা স্পষ্ট ভাষায় গান্ধির তথাকথিত খামখেয়ালিপনার বিরোধিতা করা। নেহরু এর কোনওটিই বেছে নেননি। তিনি মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছিলেন। যতদূর সম্ভব সবাইকে সঙ্গে নিয়ে চলার যে স্বভাবনিহিত গণতান্ত্রিক নমনীয়তা তিনি প্রদর্শন করেছিলেন, তা অনেক সময় ব্যবহারিক রাজনীতির ঊর্ধ্বে এক অনন্য মহিমা লাভ করেছিল। তবে এই অন্তর্নিহিত দোটানাই পরবর্তীকালে তাঁর শাসনকাল ও ব্যক্তিগত ইমেজের ওপর গভীর ছায়া ফেলেছিল।

সুভাষ-নেহরু সংঘাত ও ইতিহাসের এক অলঙ্ঘনীয় স্ববিরোধ

জাতীয় আন্দোলনের ইতিহাসে সুভাষচন্দ্র বসু ও জওহরলাল নেহরুর সম্পর্ক এক বিশাল ও জটিল অধ্যায়। সুভাষচন্দ্র যখন কংগ্রেসের প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হলেন, তখন গান্ধিজি তাঁকে একপ্রকার 'ত্যাজ্য' ঘোষণা করেছিলেন। সেই চরম সংকটের মুহূর্তে নেহরুর মধ্যস্থতার সমস্ত প্রচেষ্টাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়েছিল। পরিণতিতে সুভাষকে বেছে নিতে হয়েছিল অজ্ঞাতবাসের অনিশ্চিত পথ। এরপর মহান বিপ্লবী রাসবিহারী বসুকে সারথি করে তিনি যখন 'আধমরা' ভারতীয় রাষ্ট্রকে আঘাতের পর আঘাতে জাগিয়ে তোলার সংকল্পে স্বদেশের দিকে ধেয়ে আসছেন, তখন ১৯৪৩ সালে কলকাতার এক জনসভায় নেহরুর কণ্ঠে ঝরে পড়েছিল কঠোর প্রতিরোধ। নেহরু ঘোষণা করেছিলেন, তিনি তাঁর শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে হলেও সুভাষকে রুখে দেবেন। স্বাধীন ভারতের প্রেক্ষাপটে সুভাষকে নিয়ে তাঁর এই প্রাক্তন সহকর্মীর আচরণ ছিল প্রবলভাবে স্ববিরোধী। কমনওয়েলথ বা ডমিনিয়নের প্রতি দায়বদ্ধতার দোহাই দিয়ে আজাদ হিন্দ ফৌজের একজন সৈনিককেও ভারতীয় সেনাবাহিনীতে অন্তর্ভুক্ত করা সম্ভব হয়নি। যদিও পেনশনের ব্যবস্থার জন্য নেহরু ব্যক্তিগতভাবে কিছু উদ্যোগ নিয়েছিলেন, কিন্তু আমলাতান্ত্রিক জটিলতায় তা বাস্তবে খুব সামান্যই ফলপ্রসূ হয়েছিল। এমনকি ১৯৬১ সাল পর্যন্ত নেহরুকে জনসমক্ষে এটি স্পষ্ট করতে হয়েছিল যে, সরকারি কোনও কার্যালয়ে সুভাষের প্রতিকৃতি রাখা আইনত অপরাধ বা বেআইনি কিছু নয়।

শাহনওয়াজ কমিটি ও ষড়যন্ত্রের মেঘপুঞ্জ

১৯৫৬ সালে সুভাষচন্দ্রের রহস্যময় অন্তর্ধানের কিনারা করতে অথবা এই বিষয়ে সরকারি দৃষ্টিভঙ্গি ঠিক কী হবে তা নির্ধারণ করতে শাহনওয়াজ কমিটি গঠিত হয়। সেই কমিটির ধুলোমাখা পুরোনো ফাইলের স্তূপ থেকে একটি চাঞ্চল্যকর চিঠির হদিস পাওয়া যায়। আজাদ হিন্দ ফৌজের এক প্রাক্তন সৈনিক তাঁর প্রাক্তন সেনানায়ক শাহনওয়াজ খাঁ-কে এই চিঠিটি লিখেছিলেন। চিঠির সারমর্ম ছিল প্রবল আবেগ ও অসংলগ্ন কিছু প্রশ্নের সমাহার। যেমন— 'আপনি কি সত্যিই মনে করেন যে নেতাজি, আমাদের প্রিয় নেতাজি, অমন সামান্য একটা কারণে মারা যেতে পারেন?' সেই সৈনিকের লেখায় সুদূরপরাহত কনস্পিরেসি থিওরির পাশাপাশি নেহরুর বিরুদ্ধে এক ধরনের বিষোদ্গার ছিল। ইঙ্গিত এমনও ছিল যে, নেতাজির নিখোঁজ হওয়ার নেপথ্যে নেহরুর হাত থাকা অসম্ভব নয়। পরিশেষে তাঁর আকুল অনুরোধ ছিল, এই চিঠিটি যেন চূড়ান্ত রিপোর্টে স্থান পায়। কিন্তু বেচারা সৈনিক জানতেন না যে, লালকেল্লার ঐতিহাসিক বিচারপর্ব থেকে জীবিতাবস্থায় বের হওয়ার পরেই শাহনওয়াজ খাঁ প্রতিজ্ঞা করেছিলেন, এরপর থেকে তিনি একনিষ্ঠ গান্ধিবাদী হিসেবে জীবন অতিবাহিত করবেন। আজাদ হিন্দের সেই রক্তক্ষয়ী অধ্যায়কে তিনি পরিত্যক্ত পাদুকার মতো পেছনে ফেলে এসেছিলেন। ফলে সেই আবেগি চিঠিটিকে তৎক্ষণাৎ ডাস্টবিনে ফেলে দেওয়ার একাধিক যুক্তি ছিল। চিঠিতে কমিটির অনুসন্ধানের জন্য প্রয়োজনীয় কোনও প্রামাণ্য তথ্য ছিল না, ছিল কেবল এক বিশ্বস্ত সৈনিকের আক্ষেপ। অথচ সেই তুচ্ছ চিঠির সূত্র ধরেও নেহরুকে কোনওদিন কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হয়নি।

আদর্শগত দ্বিধা ও একনায়কতন্ত্রের ভয়াল ছায়া

নেহরু স্বাধীনতার প্রথম 'চৌকিদার' হিসেবে নিজের ইমেজ তৈরি করতে চেয়েছিলেন। সেই সময়ে একজন সাধারণ নাগরিক কোনও জোরালো প্রমাণ ছাড়াই প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে একাধিক অভিযোগ তোলার সাহস পেতেন— এই গণতান্ত্রিক পরিবেশ তৈরির জন্য নেহরুকে কিছুটা বাহবা দিতেই হয়। এমনকি অভিযোগগুলো যদি সত্যিও হয়, তবুও তাঁর এই প্রশ্রয় দেওয়ার মানসিকতা ছিল অনন্য। বলা হয়, মহম্মদ বিন তুঘলক নাকি আইন করেছিলেন যে প্রজারা ইচ্ছা করলে সুলতানের বিরুদ্ধে মামলা করতে পারবে। এই সুযোগে অনেকেই মামলা করে জয়ী হত, কারণ অভিযোগকারী হেরে গেলে বিচার ব্যবস্থার নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন উঠবে। নেহরুর ক্ষেত্রেও বিষয়টি অনেকটা তাই। দক্ষিণে ও বামে— উভয়পক্ষই নেহরুকে তাঁদের রাজনৈতিক ন্যারেশনে 'খলনায়ক' হিসেবে তুলে ধরার সুযোগ পেয়েছে মূলত তাঁরই দেওয়া প্রশ্রয়ে। তবে নেহরুর এই অতি-ঔদার্য ভারতবর্ষের ক্ষতি করেনি, এমনটা বলা কঠিন। ১৯৫২ সালের নির্বাচনে তড়িঘড়ি করে সার্বজনীন ভোটাধিকার প্রয়োগ না করে যদি সুভাষ-প্রকল্পিত 'কন্ট্রোলড প্লেবিসিট' বা নিয়ন্ত্রিত জনমতের পথ অনুসরণ করা হত, তবে ১৮ শতাংশ সাক্ষরতার এই দেশটির হয়তো দীর্ঘমেয়াদি উপকার হত। মুসলিম লিগকে পুনরায় ভারতীয় নির্বাচনে লড়তে দেওয়া, কাশ্মীরের সাম্প্রদায়িক হিংস্রতাকে ৩৭০ ধারা দিয়ে সুরক্ষিত করা কিংবা চিন ও পাকিস্তানের রণলিপ্সুতার বিরুদ্ধে কূটনৈতিক নিষ্ক্রিয়তা— এমন অনেক দায়ভারই নেহরুর কাঁধে আজও চাপানো হয়। এর অধিকাংশের উৎস ছিল অন্যের চোখে নিজেকে মহৎ প্রতিপন্ন করার এক নিরন্তর চেষ্টা। তবে প্রশ্ন থেকে যায়, নেহরু যদি সেই ধাতের না হতেন এবং একজন কঠোর ডিক্টেটরের মতো আচরণ করতেন, তবে কি তা ভারতের ভবিষ্যতের জন্য মঙ্গলজনক হত? মহৎ একনায়কতন্ত্রও অনেক সময় পরবর্তীকালের কোনও কুৎসিত স্বৈরাচারের পূর্বসূরি হয়ে দাঁড়াতে পারে।

রেনকোজি মন্দির ও অমীমাংসিত ইতিহাসের উপসংহার

নেহরুর প্রধান ত্রুটি ছিল ঔদার্য এবং প্রতিক্রিয়ার মধ্যবর্তী এক গভীর সংশয়। তিনি ছিলেন অনেকটা বুদ্ধের সমসাময়িক বিম্বিসারের মতো, যিনি পুত্র অজাতশত্রুর বিদ্রোহের মুখে বুদ্ধের পরামর্শ মেনে তাকে কঠোর দণ্ড দিতে পারেননি, আবার সিংহাসন ছেড়ে দিয়ে তার উচ্চাশাও প্রশমিত করতে পারেননি। নেহরুও সারাজীবন ডেনমার্কের সেই রাজপুত্র হ্যামলেটের মতো এক দোটানায় ভুগেছেন— যার কাঁধে পিতৃঋণের গুরুদায়িত্ব কিন্তু মনে চিরন্তন প্রশ্ন, 'টু বি অর নট টু বি'। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতীয় সৈনিকদের ভূমিকা নিয়ে তিনি কখনও সুভাষের মতো স্পষ্ট হতে পারেননি। সুভাষ বলেছিলেন, ভারতীয় সৈনিকরা মরতে হলে স্বাধীনতার যুদ্ধে মরবে; অন্যদিকে সাভারকার ও শ্যামাপ্রসাদ চেয়েছিলেন বিশ্বযুদ্ধের সুযোগে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীতে থেকে অস্ত্রচালনা শিখে নিতে। নেহরু এর কোনওটিই জোর গলায় বলতে পারেননি। ফ্যাসিস্ট শক্তির প্রতি তাঁর ঘৃণা ছিল রোমান্টিক ইংলিশ মূল্যবোধে জারিত, আবার ব্রিটিশ শৃঙ্খলের বিনিময়ে তিনি জিন্নাহর ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে কৌশল শিখতেও রাজি ছিলেন না। মণিপুরের জঙ্গলে যখন আজাদ হিন্দ সৈনিকরা ক্ষুধা ও ম্যালেরিয়ায় ধুঁকছিল, তখন তাঁদের ওপর হেলিকপ্টার থেকে বিশ্বাসঘাতকতার প্ররোচনা দেওয়া লিফলেট ফেলার পেছনেও নেহরুর এক ধরনের প্রচ্ছন্ন সায় ছিল। স্বাধীনতার পর মাউন্টব্যাটেনকে দিয়ে আজাদ হিন্দ স্মৃতিসৌধে পুষ্পাঞ্জলি দেওয়ানো ছিল তাঁর এক প্রকার অদ্ভুত প্রায়শ্চিত্ত। অথচ সুভাষের তথাকথিত মৃত্যুসংবাদে তিনি 'দুঃখিত' ও 'নিশ্চিন্ত'— এই দুই বিপরীতধর্মী অনুভূতির কথা স্বীকার করেছিলেন। এক গুরুর দুই শিষ্য, অনেকটা ভীম-দুর্যোধন বা স্ট্যালিন-ট্রটস্কির মতো প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়েছিলেন। নেহরু হয়তো চেয়েছিলেন সুভাষের সদ্গতি ঘটুক বীরের মতো, যাতে তাঁকে নিজের হাতে কোনও বিসদৃশ কাজে লিপ্ত হতে না হয়।

(লেখক আইআইটি ভিলাই-এ গবেষক)

আজ

১৯৪৫

বিপ্লবী রাসবিহারী বসু প্রয়াত হন আজকের দিনে।

১৯৮৬

অভিনেতা সুশান্ত সিং রাজপুতের জন্ম আজকের দিনে।

আলোচিত

ইরান যদি আমাদের আক্রমণ করে, তাহলে আমরা এমন শক্তিতে প্রতিক্রিয়া দেখাব যা তারা আগে কখনও অনুভব করেনি। ইরানের ভবিষ্যৎ কী হবে, তা কেউ বলতে পারে না। তবে এটা নিশ্চিত যে, দেশটি আর আগের জায়গায় ফিরে যাবে না। তেহরানের প্রতিটি পদক্ষেপে নজর রাখা হচ্ছে।

- বেঞ্জামিন নেতানিয়াহু

ভাইরাল/১

মন্দিরে মূর্তির গায়ের শাল চুরির ভিডিও ভাইরাল। উত্তরপ্রদেশের হাপুর জেলার মহাদেব মন্দিরে দুই মহিলা পুজো দিতে ঢুকেছিলেন। একজন মূর্তির সামনে প্রদীপ জ্বালিয়ে প্রণাম সারেন। তারপর মূর্তির গায়ে থাকা শাল নিয়ে পগারপার।

ভাইরাল/২

কেরলের বাসে কনডাক্টর টিকিট কাটছেন। মাথা থেকে পা পর্যন্ত কার্ডবোর্ডে ঢাকা। তাঁর ওপর লেখা 'পুরুষদের জন্য কমিশন চাই'। মজা নয়। এক মহিলার হেনস্তার ভিডিওর জেরে একজন আত্মহত্যা করেছেন। তার প্রতিবাদে কনডাক্টরের এই অভিনব সাজ।

জনমন জনমত

এসআইআর-এর গেরো

এবার নেতাজির বংশধরদের এসআইআর শুনানিতে ডাক পড়েছে। তার মধ্যে চন্দ্র বসু ও তাঁর পরিবারের সদস্যরাও আছেন। চন্দ্র বসু অতীতে লোকসভা নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন ও সম্পর্কে নেতাজির দৌহিত্র। অবস্থা যা তাতে নাম থাকলে এলগিন রোডের স্বয়ং নেতাজিরও হয়তো ডাক পড়ত। নামের কোথাও সুভাষচন্দ্র বসু, কোথাও সুভাষ বসু, কোথাও নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসু। লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি!

আবার রবীন্দ্রনাথের ক্ষেত্রে পদবি কোথাও ঠাকুর, কোথাও টেগোর। নামে কোথাও আবার আরএন। সবচেয়ে সমস্যায় পড়তেন নজরুল। কোথাও নজরুল ইসলাম, কোথাও কাজী নজরুল ইসলাম। এখানেও পুরো লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সি!

অমর্ত্য সেন, কান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, জয় গোস্বামী, দীপ্সিতা ধরদের মধ্যে মিল এখন এটাই যে, অসংখ্য সাধারণ মানুষের মতো এঁরাও 'নির্যাতিন' কমিশনের ইললজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির অধীনে।

যা চলছে পুরো পাগলামি! মানুষকে বিব্রত করার একটা ভালো পন্থা বের করেছে কমিশন। হঠাৎ হঠাৎ একেকটা ফরমান। আচমকা বাতিল হয়ে যাচ্ছে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট! কখনও এটা, কখনও ওটা। নিত্যনতুন আবদার। বিএলও-রাও বিরক্ত, সাধারণ মানুষ বিভ্রান্ত। পুরো যন্তরমন্তর ঘরে তৈরি মস্তিষ্ক প্রক্ষালন যন্ত্রে মগজ ধোলাইয়ের প্রোডাক্ট এই মুখিয়া কমিশনার ও তাঁর শাগরেদরা।

অমৃতেন্দু চট্টোপাধ্যায়
মাটিগাড়া, শিলিগুড়ি।

যুদ্ধের বিশ্বায়ন ও অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ

একসময় যুদ্ধ ছিল ব্যতিক্রম, আজ তা প্রায় নিয়ম। বর্তমান বিশ্বের দিকে তাকালে স্পষ্ট বোঝা যায়, প্রায় প্রতিটি দেশই কোনও না কোনওভাবে যুদ্ধের মুখোমুখি। কোথাও সরাসরি সামরিক সংঘর্ষ, কোথাও গৃহযুদ্ধ, কোথাও বা কূটনীতি ও অর্থনীতির আড়ালে চলা নীরব যুদ্ধ। সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয়, যুদ্ধের ধারণাটাই স্বাভাবিক হয়ে উঠছে। শিশুমৃত্যু, উদ্বাস্তু সংকট, ধ্বংসপ্রাপ্ত শহর- এইসব দৃশ্য এখন আর বিশ্ব বিবেককে নাড়া দেয় না, বরং দৈনন্দিন সংবাদের তালিকায় নেমে এসেছে। বিশ্ব রাজনীতি আজ এমন এক জায়গায় দাঁড়িয়ে, যেখানে শান্তির ভাষা যত উচ্চস্বরে উচ্চারিত হচ্ছে, বাস্তবে অস্ত্রের প্রস্তুতিও ততই বাড়ছে। প্রযুক্তি ও সামরিক ক্ষমতায় অগ্রগতি হলেও মানবিক দায়বদ্ধতায় তার প্রতিফলন দেখা যাচ্ছে না। এই বৈপরীত্যই ভবিষ্যৎ নিয়ে গভীর অনিশ্চয়তা তৈরি করছে।

এই পথের শেষ কোথায়? যদি প্রতিটি সংকটের উত্তর হয় শক্তি প্রদর্শন, তাহলে আগামী প্রজন্ম কী উত্তরাধিকার পাবে? সহাবস্থান নাকি স্থায়ী সংঘাত? আজ প্রয়োজন বিশ্ব নেতৃত্বের আত্মসমালোচনা। যুদ্ধকে অনিবার্য বলে মেনে নেওয়া নয়, বরং তাকে ঠেকানোর রাজনৈতিক সদিচ্ছা।

অলোকা রায়
ধনতলা, ক্রান্তি, জলপাইগুড়ি।

সম্পাদক ও স্বত্বাধিকারী : সব্যসাচী তালুকদার। স্বত্বাধিকারীর পক্ষে প্রলয়কান্তি চক্রবর্তী কর্তৃক সুহাসচন্দ্র তালুকদার সরণি, সুভাষপল্লি, শিলিগুড়ি-৭৩৪০০১ থেকে প্রকাশিত ও বাড়িভাসা, জলেশ্বরী-৭৩৫১৩৫ থেকে মুদ্রিত। কলকাতা অফিস : ২৪ হেমন্ত বসু সরণি, কলকাতা-৭০০০০১, মোবাইল : ৯০৭৩২০৪০৪০। জলপাইগুড়ি অফিস : থানা মোড়-৭৩৫১০১, ফোন : ৯৬৪১২৮৯৬৩৬। কোচবিহার অফিস : সিলভার জুবিলি রোড-৭৩৬১০১, ফোন : ৯৮৮৩৫৫০৮০৫। আলিপুরদুয়ার অফিস : এনবিএসটিসি ডিপোর পাশে, আলিপুরদুয়ার কোর্ট-৭৩৬১২২, ফোন : ৯৮৮৩৫৩৯৮৭৮। মালদা অফিস : বিহানি আবাসন, গ্রাউন্ড ফ্লোর (নেতাজি মোড়ের কাছে), গোলাপট্টি, বাঁধ রোড, মালদা-৭৩২১০১, ফোন : ৯৮০০৫৮৫৯৫০। শিলিগুড়ি ফোন : সম্পাদক ও প্রকাশক : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, জেনারেল ম্যানেজার : ২৪৩৫৯০৩, বিজ্ঞাপন : ২৫২৪৭২২/৯০৬৪৮৪৯০৯৬, সার্কুলেশন : ৯৭৭৫৭৮৫৮৭৭, অফিস : ৯৫৬৪৫৪৬৮৬৮, নিউজ : ৭৮৭২৯৩৩৮৮৮, হোয়াটসঅ্যাপ : ৯৭৩৫৭৩৯৬৭৭।

Editor & Proprietor : Sabyasachi Talukdar
Uttar Banga Sambad: Published & Printed by Pralay Kanti Chakraborty on behalf of Proprietor from Siliguri, West Bengal, Pin 734001, Printed at Jaleswari, West Bengal, Pin 735135, Regn. No. 35012 and Postal Regn. No. WB/DE/010/2024-26. E.Mail : uttarbanga@hotmail.com, Website : http://www.uttarbangasambad.in

গণসংযোগের অভাবেই বিপাকে আন্দোলন?

আঞ্চলিক পরিচয়ের ঊর্ধ্বে উন্নয়ন ও গণসংযোগের অভাব আজ উত্তরবঙ্গের দীর্ঘকালীন বঞ্চনার আন্দোলনকে ক্রমশ দিশাহীন করে তুলছে।

ক্ষীরোদা রায়

উত্তরবঙ্গের আঞ্চলিক আন্দোলনগুলি আজ এক অস্তিত্ব সংকটের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে। কামতাপুর কিংবা গোর্খাল্যান্ড— বঞ্চনা, ভাষা ও পরিচয়ের দাবিতে গড়ে ওঠা এই লড়াইগুলোর ঐতিহাসিক যৌক্তিকতা নিয়ে নতুন করে বিতর্কের অবকাশ নেই। কিন্তু বড় প্রশ্নটি অন্যত্র— এই আন্দোলনগুলি কি সাধারণ মানুষের প্রাত্যহিক চাহিদার সঙ্গে তাল মেলাতে পারছে? নাকি কার্যকর গণসংযোগের অভাব আর নেতৃত্বের অদূরদর্শিতায় এগুলো বারবারই কক্ষচ্যুত হচ্ছে? রাজনীতিতে আবেগ জ্বালানি হিসেবে কাজ করলেও, নিরন্তর জনসংযোগ ছাড়া কোনও আন্দোলনই দীর্ঘজীবী হয় না। নেতৃত্বের অভ্যন্তরীণ কোন্দল আর অস্পষ্ট প্রচারের ফলে আন্দোলনের মূল লক্ষ্য আজ অনেকটাই কুয়াশাচ্ছন্ন।

বঞ্চনার ক্যানভাস ও সামাজিক বিচ্ছেদ

সবচেয়ে উদ্বেগের বিষয় হল, আঞ্চলিক আন্দোলনগুলির সঙ্গে বৃহত্তর সমাজের এক ধরনের মনস্তাত্ত্বিক দূরত্ব তৈরি হয়েছে। আন্দোলনের ভাষা আজও একটি নির্দিষ্ট জনগোষ্ঠীর ভাবাবেগেই আটকে আছে; অথচ বঞ্চনার ক্ষত উত্তরবঙ্গ ও পাহাড়ের প্রতিটি স্তরেই সমানভাবে গভীর। উন্নয়নের প্রশ্নে এই ক্ষোভ কেবল কামতাপুরিদের নয়, বরং প্রান্তিক কৃষক, চা শ্রমিক, কর্মহীন যুবসমাজ এবং ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদেরও। উত্তরবঙ্গে এখনও এইমসের মতো কোনও বিশেষায়িত চিকিৎসা পরিকাঠামো গড়ে না ওঠা কিংবা শিলিগুড়ি-জলপাইগুড়ির রেল আধুনিকীকরণের স্বপ্নটি কাগজে-কলমে সীমাবদ্ধ থাকা—এই বঞ্চনাগুলো সর্বজনীন। অথচ তিনটি প্রতিবেশী রাষ্ট্রের প্রবেশদ্বার হিসেবে এই অঞ্চলের বাণিজ্যিক গুরুত্ব আন্তর্জাতিক মানের।

- এআই

কৃষিপণ্য ও শিল্পের পদ্ধতিগত অবহেলা

উত্তরবঙ্গের কৃষি ও শিল্প আজও এক পদ্ধতিগত অবহেলার শিকার। মালদার আম, দিনাজপুরের লিচু কিংবা ডুয়ার্সের আনারস—আন্তর্জাতিক বাজারে প্রবল চাহিদা থাকলেও এই কৃষিপণ্যগুলিকে কেন্দ্র করে কোনও সংগঠিত প্রক্রিয়াকরণ শিল্প গড়ে ওঠেনি। ধান, পাট বা সুপারির বিপুল ফলন থাকলেও মূল্য সংযোজন ও বাজার সম্প্রসারণের কোনও দিশা নেই। ব্রিটিশ আমলের পুরোনো হাট-বাজারগুলো আজ জরাজীর্ণ। বিপরীতে, দেশভাগের পরবর্তী প্রেক্ষাপটে দক্ষিণবঙ্গে যোগাযোগ ও বাজার ব্যবস্থার যে বৈপ্লবিক প্রসার ঘটেছে, উত্তরবঙ্গ সেই উন্নয়নের আলোকবৃত্ত থেকে অনেক দূরেই রয়ে গিয়েছে।

বেকারত্বের বিষাদ ও নতুন সামাজিক অসুখ

উন্নয়নের এই খরা সবচেয়ে বড় আঘাত হেনেছে উত্তরবঙ্গের যুবসমাজে। কর্মসংস্থানের অভাবে জন্মভিটে ছেড়ে পরিযায়ী হওয়ার সিদ্ধান্ত আজ আর কারও শখ নয়, বরং এক যন্ত্রণাদায়ক বাধ্যবাধকতা। এর চেয়েও ভয়ংকর সামাজিক বাস্তবতা হল—স্থায়ী উপার্জনের পথ না পেয়ে অনেক তরুণ-তরুণী ভার্চুয়াল জগতের অন্ধকার গলিতে পা বাড়াচ্ছেন, জড়িয়ে পড়ছেন কুরুচিকর কনটেন্ট তৈরির পথে। এটি কেবল নৈতিক অবক্ষয় নয়, বরং রাষ্ট্রের উন্নয়ন-ব্যর্থতার এক বিকৃত প্রতিফলন। এই বিপজ্জনক সন্ধিক্ষণে রাজনৈতিক নেতৃত্বের মৌন অত্যন্ত পীড়াদায়ক।

পরিচয়ের রাজনীতি বনাম উন্নয়নের ভাষা

এই সামগ্রিক বঞ্চনাই কামতাপুর ও গোর্খা আন্দোলনের জ্বালানি। কিন্তু আন্দোলনের কুশীলবরা আজও এই বাস্তবতাকে আধুনিক রাজনৈতিক ভাষায় রূপ দিতে পারেননি। কেবল পরিচয়ের রাজনীতি দিয়ে পেটের খিদে মেটানো সম্ভব নয়—প্রয়োজন প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও কর্মসংস্থানের ব্লু-প্রিন্ট। গণসংযোগের পথ আজ আর কেবল সভা-মিছিলে সীমাবদ্ধ নেই; সংবাদমাধ্যম ও নাগরিক সমাজের সঙ্গে নিরন্তর সংলাপই পারে আন্দোলনের গুরুত্বকে প্রাসঙ্গিক রাখতে। নেতৃত্বের দূরদর্শিতা ও গণসংযোগের সক্ষমতা ছাড়া এই বঞ্চনার ইতিহাস মুছে ফেলা কঠিন।

(লেখক লীলাবতী মহাবিদ্যালয়ের শিক্ষক)

শব্দরঙ্গ ■ ৪৩৫০

পাশাপাশি : ২। প্রাচীন ভারতের শ্রেষ্ঠ কবি ৫। পশ্চিমঘাট পর্বতমালা ৬। ভাগ্যের জোর, ভাগ্যের আনুকূল্য ৮। উত্তর-পশ্চিম ভারতের নদী ৯। প্রচলন, রেওয়াজ, অস্থির ১১। চটক আছে এমন ১৩। খেয়ামাঝি ১৪। জাদুর তন্ত্রমন্ত্র।

উপর-নীচ : ১। অতিরিক্ত খাওয়ার ফলে আইঢাই অবস্থা ২। শরীর, দেহ ৩। সংগীতের ছয়মাত্রার তালবিশেষ ৪। তানপুরার আরেক নাম ৬। মিত্র, সখা, সুহৃৎ, স্বজন ৭। চাল ৮। মজবুত ও বড় বাক্স ৯। গুপ্তচর, চড়া ১০। সূর্য ১১। চড়াই পাখি, ঔজ্জ্বল্য, জেল্লা, ভড়ং ১২। পুত্র, বালক ১৩। পর্যন্ত,অবধি।

সমাধান ■ ৪৩৪৯

পাশাপাশি : ১। ওলাবিবি ৩। চাউর ৫। উপরচালাক ৬। বিজনি ৭। বান্ধব ৯। আলাপ-সালাপ ১২। নানান ১৩। কর্মান্তির।

উপর-নীচ : ১। ওয়াহাবি ২। বিলাপ ৩। চামচা ৪। রক্তক ৫। উনি ৭। বাপ ৮। বরাবর ৯। আস্তানা ১০। পড়েন ১১। লায়েক।

বিন্দুবিসর্গ

সুস্থ সৌগত

হাসপাতাল থেকে বাড়ি ফিরলেন সাংসদ সৌগত রায়। মঙ্গলবার দুপুরে তাঁকে ছুটি দেওয়া হয়। বাড়িতে আপাতত তাঁকে বিশ্রামের পরামর্শ দেওয়া হয়েছে। ডায়ারিয়ায় আক্রান্ত হয়েছিলেন তিনি।

বাড়বে কর

বাড়তে পারে কলকাতা পুরসভার সম্পত্তি করের পরিমাণ। বুধবার মেয়র ফিরহাদ হাকিমের নেতৃত্বে এই বিষয়ে পুরসভায় বৈঠক হওয়ার কথা রয়েছে। কর আদায়ের বৈষম্য দূর করতেই এই সিদ্ধান্ত।

উত্তপ্ত ভাঙড়

ফের উত্তপ্ত ভাঙড়। বোমার আঘাতে এক তৃণমূল কর্মীর হাত ঝলসে যাওয়ার অভিযোগ উঠেছে। অভিযোগের তির আইএসএফের বিরুদ্ধে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ঘটনাস্থলে বিশাল পুলিশবাহিনী।

ইডি'র হানা

জিএসটি ফাঁকি দেওয়ার মামলায় কলকাতার একাধিক জায়গায় হানা দিল ইডি। আইপ্যাক কাণ্ড থেকে শিক্ষা নিয়ে তাদের ঘিরে রইল কেন্দ্রীয় বাহিনী। অসমের গুয়াহাটির মামলার সূত্রে এই তল্লাশি চালায় ইডি।

শুনানির মেয়াদ বৃদ্ধির সম্ভাবনা, পিছোতে পারে চূড়ান্ত তালিকা প্রকাশ

দশ জেলায় আরও ১২ অবজার্ভার

অরূপ দত্ত

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সুপ্রিম নির্দেশের জেরে শুনানির মেয়াদ বাড়তে চলেছে। তবে শুধু শুনানিই নয়, এর ফলে ফর্ম-৭ জমা দেওয়া ও ভোটার তালিকা নিয়ে আপত্তি জানানোর সময়ও বাড়বে। একই সঙ্গে ১৪ ফেব্রুয়ারি চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশের দিনও পিছোনোর সম্ভাবনা রয়েছে। এমনটাই মনে করছে কমিশন। মঙ্গলবার রাতে অথবা বুধবার সকালে এ ব্যাপারে সরকারিভাবে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করবে জাতীয় নির্বাচন কমিশন। সিইও দপ্তর সূত্রে এ কথা জানা গিয়েছে। সুপ্রিম কোর্ট লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে চিহ্নিত শুনানির তালিকা প্রকাশ করার নির্দেশ দিয়েছে। সিইও মনোজ আগরওয়াল জানিয়েছেন, ওই তালিকার পাশাপাশি ২০০২-এর সঙ্গে মিল না থাকা আনম্যাপড ৩১ লক্ষের তালিকাও প্রকাশ করবে কমিশন।

দু'দফায় আনম্যাপড ও লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির আওতায় ১ কোটি ২৫ লক্ষের শুনানি চূড়ান্ত করে ১৪ ফেব্রুয়ারির মধ্যে চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা কার্যত অসম্ভব ছিল কমিশনের। প্রমাদ গুনছিল সিইও দপ্তরও। সেই পরিস্থিতিতে সুপ্রিম নির্দেশ আখেরে কমিশনকেই কিছুটা স্বস্তি দিল বলে মনে করছে কমিশনের আধিকারিকরা। সোমবার এসআইআর মামলার রায়ে লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির তালিকা টাঙানোর ১০ দিন পরে শুনানি করার নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত।

রাজ্যে এসআইআর শুনানিতে আরও কড়া নজরদারি চালাতে ফের ১২ পর্যবেক্ষককে পাঠানোর সিদ্ধান্ত নিল জাতীয় নির্বাচন কমিশন। কমিশনের নজরে রাজ্যের ১০ জেলা। তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই ১০ জেলাই সীমান্তবর্তী এবং সংখ্যালঘু অধ্যুষিত। প্রাথমিকভাবে কমিশন মনে করছে, এই জেলাগুলিতে ভোটার তালিকা সংশোধনের কাজে গাফিলতি আছে। এসআইআর-এর কাজে তদারকির জন্যে আগেই দু'দফায় ১৬ জন রোল অবজার্ভারদের একটি টিমকে রাজ্যে পাঠিয়েছিল দিল্লি।

প্রাথমিকভাবে ঠিক হয়েছে, নতুন এই ১২ জনের দলটি দুই মেদিনীপুর, মুর্শিদাবাদ, বীরভূম, দুই দিনাজপুর, পূর্ব বর্ধমান, নদিয়া, উত্তর ২৪ পরগনা এবং হুগলির এসআইআর-এর চলতি কাজের ওপর নজর রাখবেন। শুনানি পর্বে বিশেষত লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে যেসব ভোটারকে শুনানিতে ডাকা হচ্ছে তাঁদের নথির বিষয়ে বিশেষ নজর দেবেন তাঁরা। সোমবারই শীর্ষ আদালত কমিশনের লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির কারণে যাদের চিহ্নিত করেছে, সেই সন্দেহভাজন ব্যক্তিদের তালিকা সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত ব্লক অফিস থেকে শুরু করে মহকুমা শাসকের দপ্তর পর্যন্ত টাঙিয়ে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সেই নোটিশ টাঙানোর ১০ দিন পরে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিকে শুনানিতে ডাকতে হবে বলেও জানিয়ে দিয়েছে আদালত। শুধু লজিক্যাল ডিসক্রিপেন্সির বিষয়েই নয়, শুনানিতে বয়স প্রমাণের নথি হিসেবে মাধ্যমিকের অ্যাডমিট কার্ডকেও গ্রহণ করার নির্দেশ দিয়েছে আদালত। শুনানিতে সহায়ক হিসেবে যে কোনও ব্যক্তি এমনকি বিএলএ (রাজনৈতিক দলের এজেন্ট)-কেও সঙ্গে নিতে পারবেন বলে গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ দিয়েছে শীর্ষ আদালত। একই সঙ্গে প্রান্তিক মানুষকে যাতে হয়রানির মুখে পড়তে না হয় সে কারণে পঞ্চায়েত স্তর পর্যন্ত শুনানি কেন্দ্র করতে কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত এবং সেই কাজে পর্যাপ্ত সংখ্যায় উপযুক্ত সরকারি কর্মী ও আধিকারিকদের যাতে কমিশন কাজে লাগাতে পারে তার জন্যে রাজ্য প্রশাসনকে নির্দেশ দিয়েছে আদালত। সুপ্রিম কোর্টের এই নির্দেশের পরেই রাজ্যের মুখ্যসচিবকে দিল্লিতে জরুরি তলব করেছিল কমিশন। সেখানেই সুপ্রিম নির্দেশ এবং রাজ্যের এসআইআর পরিস্থিতি নিয়ে পর্যালোচনা করা হয়।

যদিও এদিন বিজেপি দাবি করেছে, সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশের ভুল ব্যাখ্যা করছে তৃণমূল। বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এদিন বলেছেন, 'শুনানিতে বিএলএ-২ ঢুকতে পারে না। সুপ্রিম কোর্ট সহায়ককে শুনানিতে রাখার নির্দেশ দিয়েছে। সহায়ক আর বিএলএ এক নয়। ইচ্ছাকৃতভাবে এসআইআরকে ভন্ডুল করতে চাইছে তৃণমূল।

হয়রানির দায় মমতার : শুভেন্দু

ধুবুলিয়া, ২০ জানুয়ারি : ভোটার তালিকার বিশেষ নিবিড় সংশোধন ঘিরে রাজ্যজুড়ে যখন ত্রাহি ত্রাহি রব, তখন সেই গণ-হয়রানির দায় সরাসরি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের ঘাড়ে ঠেলে দিলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। মঙ্গলবার নদিয়ার ধুবুলিয়ার সভা থেকে তাঁর দাবি, ভোটার তালিকায় নামের বানানে ভুলের জন্য কমিশন নয়, দায়ী নবান্নর অসহযোগিতা। রাজ্য সরকার ইচ্ছা করে ডেটা এন্ট্রি অপারেটর না দেওয়ায় আজ সাধারণ মানুষকে নামের বানানের ভুলের জন্য শুনানির চক্কর কাটতে হচ্ছে।

শুভেন্দুর অভিযোগ, বিহার মডেলে ভোটার তালিকা স্বচ্ছ করতে নির্বাচন কমিশন রাজ্যের কাছে ১০০০ ডেটা এন্ট্রি অপারেটর চেয়েছিল। কিন্তু ৪-৫ কোটি টাকা খরচ হবে— এই অজুহাতে রাজ্য সরকার তা দেয়নি। ফলে ২০০২ সালের তালিকার ইংরেজি ডিজিটাইজেশনের সময় 'Roy' হয়েছে 'Ray' কিংবা 'Das' হয়েছে 'Dass'।

শুভেন্দুর তির্যক মন্তব্য, 'বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী আর রোহিঙ্গাদের বাঁচাতে এই লোকবল দেয়নি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের প্রশাসন। তার ফলেই আজ বৈধ নাগরিকদের লাইনে দাঁড়াতে হচ্ছে। বিহারে এই প্রক্রিয়া নির্বিঘ্নে হলেও বাংলায় ইচ্ছাকৃতভাবে জটিলতা তৈরি করা হয়েছে।'

নিজের ভোটব্যাংককে আশ্বস্ত করতে শুভেন্দু এদিন বলেন, 'হ্যাঁ, কিছু হিন্দু ভাইয়ের অসুবিধা হচ্ছে ঠিকই। কিন্তু এটা রাষ্ট্র রক্ষার লড়াই। আজ এইটুকু কষ্ট সহ্য না করলে আগামী প্রজন্মের ধ্বংসলীলা দেখতে হবে।'

রাজ্যকে 'গ্রেটার বাংলাদেশ' বানানোর চক্রান্তের ভয় দেখিয়ে তিনি স্পষ্ট করে দেন, এই হয়রানি আসলে অনুপ্রবেশকারী মুক্ত ভারতের এক ছোট মূল্য। নাকাশিপাড়া বা সামশেরগঞ্জের সাম্প্রতিক হিংসার উদাহরণ টেনে হিন্দু ভোটারদের সংহতি চাওয়ার পাশাপাশি ক্ষমতায় এলে মোদির উন্নয়নের 'বন্যা' বইবে বলেও প্রতিশ্রুতি দেন তিনি। মূলত, প্রশাসনিক ব্যর্থতাকে ঢাল করে হিন্দু ভোটের মেরুকরণ ধরে রাখাই এখন শুভেন্দুর প্রধান লক্ষ্য।

আমার সন্তান যেন থাকে জামার মধ্যে... মঙ্গলবার কলকাতায়। ছবি : পিটিআই।

প্রকল্প অস্ত্রে সিঙ্গুরে মমতার পালটা সভা

দীপ্তিমান মুখোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ২০১১ সালের আগে হুগলির ছোট্ট জনপথ যে সিঙ্গুর হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক পালাবদলের কেন্দ্রবিন্দু, ১৫ বছর পর ২০২৬ সালের গোড়ায় তা আবার হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক জমি দখলের উৎসস্থল। গত রবিবার সিঙ্গুরের মাটিতে সভা করে গিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। কিন্তু তাঁর ভাষণে সিঙ্গুরের জন্য কর্মসংস্থানের দিশা কিছু ছিল না। এবার সেই মাটিতেই আগামী ২৮ জানুয়ারি সভা করবেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে ওই সভা থেকেই বেশকিছু সরকারি প্রকল্প এবং পরিষেবা প্রদান করার কথা তাঁর। ইতিমধ্যেই তার প্রস্তুতিও শুরু হয়েছে। সিঙ্গুরের সাড়ে ১১ একর জমিতে ৫০০ কোটি টাকা ব্যয়ে লজিস্টিক হাব তৈরির কথা আগেই জানিয়েছে রাজ্য সরকার। এবার আরও দু-একটি প্রকল্পের কথা ঘোষণা করে প্রধানমন্ত্রীর সিঙ্গুর সফরকে কার্যত মোকাবিলা করতে চান মমতা।

- বছর কুড়ি পর সিঙ্গুর যেন ফের হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক জমি দখলের উৎসস্থল
- গত রবিবার সেখানে সভা করে গিয়েছেন মোদি, ২৮ তারিখ সেখানে যাবেন মমতা
- সবকিছু ঠিক থাকলে ওই সভা থেকে বেশ কিছু প্রকল্প এবং পরিষেবা প্রদান করার কথা তাঁর

> অনিচ্ছুকদের জমি ২০১৬ সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ফিরিয়েছিলেন। সিঙ্গুরের মানুষ তাঁকে ভরসা করেন। সভায় রেকর্ড ভিড় হবে, তা বলার অপেক্ষা রাখে না
>
> -বেচারাম মান্না

স্থানীয় বিধায়ক তথা রাজ্যের কৃষি বিপণন মন্ত্রী বেচারাম মান্না বলেন, '২৮ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রীর আসার কথা রয়েছে। সিঙ্গুরের অনিচ্ছুক কৃষকদের জমি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমতায় আসার পর ২০১৬ সালে ফিরিয়ে দিয়েছিলেন। সিঙ্গুরের মানুষ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে ভরসা করেন। তাই তাঁর সভায় যে রেকর্ড ভিড় হবে, তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না।'

২০০৬-২০০৭ সালে টাটাদের ছোট গাড়ি ন্যানো কারখানার জন্য জমি অধিগ্রহণকে কেন্দ্র করে যে আন্দোলনের সূত্রপাত হয়েছিল, তার জেরেই ৩৪ বছরের বাম শাসনের অবসান ঘটেছিল। এরপর সিঙ্গুরের ঘুঙ্গির খাল দিয়ে অনেক জল বয়ে গিয়েছে। ২০১৬ সালে অনিচ্ছুক কৃষকরা তাঁদের জমি ফিরে পেয়েছেন। ২০১১ সালে রাজনৈতিক পট পরিবর্তনের পর ২০২৬ সাল ফের হয়ে উঠেছে রাজনৈতিক পালাবদলের রোডম্যাপ। সিঙ্গুরের সভা থেকেই রাজ্যের 'মহাজঙ্গলরাজ' খতমের ডাক দিয়েছিলেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। আবার সেই সিঙ্গুরেই গিয়ে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যে উন্নয়নকেই হাতিয়ার করবেন এবং বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলির আইনশৃঙ্খলা নিয়ে প্রশ্ন তুলবেন, সেই ব্যাপারে নিশ্চিত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকরা।

বাংলার বাড়ি প্রকল্পে আরও ১৬ লক্ষ পরিবারকে প্রথম কিস্তির ৬০ হাজার টাকা করে চলতি মাসেই দেওয়ার কথা। সিঙ্গুরের সভা থেকেই এই টাকা ছাড়ার কথা রয়েছে। এর ফলে গোটা রাজ্যে এই প্রকল্পে ২৮ লক্ষ মানুষ উপকৃত হবেন। এছাড়াও লক্ষ্মীর ভাণ্ডার প্রকল্পে ব্যয়বরাদ্দের কোনও বৃদ্ধির ঘোষণা হয় কি না, সেদিকেও নজর রয়েছে সকলের। পাশাপাশি সিঙ্গুরের বাসিন্দাদের কর্মসংস্থানের জন্য বিধানসভা নির্বাচনের আগে মুখ্যমন্ত্রীর ভাষণে কোনও চমক থাকে কি না, সেদিকেও সকলের নজর রয়েছে। ফলে বিধানসভা নির্বাচনের আগে সিঙ্গুর হয়ে উঠেছে তৃণমূল এবং বিজেপির লড়াইয়ের ভরকেন্দ্র।

শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষা শুরুর সম্ভাবনা মার্চে

নয়নিকা নিয়োগী

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : অবশেষে চিন্তার ভাঁজ কিছুটা হলেও গেল শিক্ষাকর্মীদের কপাল থেকে। দীর্ঘ ১০ মাস বেতনহীন তাঁরা। শিক্ষকদের লিখিত পরীক্ষা মিটে গেলেও শিক্ষাকর্মীদের পরীক্ষার কোনও আঁচ পাওয়া যাচ্ছিল না স্কুল সার্ভিস কমিশনের তরফ থেকে। ফলে পরীক্ষা প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরু করার আর্জি জানাচ্ছিলেন শিক্ষাকর্মীরা। মঙ্গলবার শিক্ষা দপ্তর সূত্রে খবর, সব জট কাটিয়ে বিধানসভা নির্বাচনের আগেই গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি নিয়োগের লিখিত পরীক্ষা শেষ করতে চান কর্তৃপক্ষ। মাধ্যমিক-উচ্চমাধ্যমিকের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরীক্ষাগুলি মিটলেই শুরু করা হবে শিক্ষাকর্মীদের নিয়োগ প্রক্রিয়া।

সম্প্রতি নবান্নে এই বিষয়ে প্রস্তাব পাঠিয়েছে স্কুল শিক্ষা দপ্তর। এসএসসি প্রস্তাব অনুযায়ী, ১ ও ১৫ মার্চ গ্রুপ-সি ও গ্রুপ-ডি'র পরীক্ষা নেওয়া হবে। নবান্ন সবুজ সংকেত দিলেই লিখিত পরীক্ষা নিয়ে বিজ্ঞপ্তি

নবান্নের সবুজ সংকেতের অপেক্ষা

জারি করবে এসএসসি। গ্রুপ-সি শূন্যপদের সংখ্যা ২৯৮৯টি। গ্রুপ-ডি শূন্যপদ ৫৪৮৮টি। ইতিমধ্যেই দুটি পদের নিয়োগের জন্য আবেদন করেছেন প্রায় ১৬ লক্ষ পরীক্ষার্থী। গ্রুপ-সি'তে নিয়োগের জন্য আবেদন জমা পড়েছে ৮ লক্ষের কাছাকাছি। গ্রুপ-ডি'তে নিয়োগের জন্য জমা পড়েছে সাড়ে ৮ লক্ষেরও বেশি আবেদন। সব মিলিয়ে মোট ৮৪৭৭টি শূন্যপদের জন্য পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করবেন পুরোনো ও নতুন পরীক্ষার্থীরা। এখানেই দুশ্চিন্তায় পড়েছেন চাকরিহারারা। তাঁদের মত, এত কম শূন্যপদে পরীক্ষা দিলে অর্ধেকের বেশি চাকরিহারা শিক্ষাকর্মীরা পুনর্নিয়োগ প্রক্রিয়ায় সুযোগ নাও পেতে পারেন। যেসব 'যোগ্য' বঞ্চিত হবেন, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার কী ভাবছে, সেই প্রশ্ন তুলতে শুরু করেছেন চাকরিহারারা।

'যোগ্য' চাকরিহারা শিক্ষাকর্মী অমিত মণ্ডল বলেন, 'এতদিন ধরে বেতন বন্ধ। মানসিকভাবে বিপর্যস্ত পরিস্থিতি নিয়ে আমরা পরীক্ষায় বসব। যেসব যোগ্য সুযোগ পাবেন না, তাঁদের জন্য রাজ্য সরকার কী ভাবছে, তা অবিলম্বে স্পষ্ট করুক। এখনও পর্যন্ত আমরা যাঁরা কর্মরত ছিলাম, তাঁদের প্রভিডেন্ট ফান্ডের টাকাও মেটানো হয়নি। সেই পাওনাগুলি নিয়েও রাজ্য কী পদক্ষেপ করবে তা জানানো হোক।' শিক্ষকদের চাকরির মেয়াদ বাড়ালেও কেন শিক্ষাকর্মীদের সুরাহা করা হচ্ছে না, আদালতের উদ্দেশে সেই প্রশ্নও তুলছেন 'যোগ্য' শিক্ষাকর্মীরা।

বিমাহীন গাড়ি নিয়ে কেন্দ্রের নীতিতে না

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : বিমাহীন গাড়ির বিরুদ্ধে কড়া আইন আনতে চায় কেন্দ্রীয় সরকার। এতদিন গাড়ির রেজিস্ট্রেশন বা পারমিট না থাকলে গাড়ি আটক করতে পারত পুলিশ। বিমা না থাকলে শুধু জরিমানা করা ছাড়া গাড়ি আটকের সুযোগ ছিল না পুলিশের। এতে বিমাহীন গাড়ি দুর্ঘটনায় পড়লে ক্ষতিপূরণ সংক্রান্ত জটিলতা বাড়ছিল। বিমা ছাড়াই রাস্তায় গাড়ি চালানোর প্রবণতা বাড়ছিল। কেন্দ্রীয় সড়ক পরিবহণ মন্ত্রক এই প্রবণতা রুখতে রাস্তায় বিমাহীন গাড়ির ক্ষেত্রে শুধু জরিমানা নয়, গাড়ি আটক করার আইন যুক্ত করতে মোটর ভেহিকলস আইন সংশোধন করতে চায়। সাংবিধানিক জটিলতা এড়াতে কেন্দ্রীয় মন্ত্রক এব্যাপারে পশ্চিমবঙ্গ সহ সব রাজ্যের মতামত জানতে চেয়ে চিঠি দিয়েছে। রাজ্যগুলির মতামত পাওয়ার পর তা খতিয়ে দেখে আইন সংশোধনের বিষয়ে পদক্ষেপ করবে কেন্দ্র।

মঙ্গলবার রাজ্যের পরিবহণ মন্ত্রী স্নেহাশিস চক্রবর্তী বলেন, 'গাড়ি আটক করা, বুলডোজার চালানো বিজেপি ও কেন্দ্রীয় সরকারের এই নীতিতে আমরা বিশ্বাসী নই। এই ধরনের আইন সংশোধন করে বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্রীয় সরকার বিমা কোম্পানিকে প্রচুর টাকা পাইয়ে দিতে চায়? বিজেপির পার্টি তহবিল তাদের টাকায় ভরাতে চায়?' স্নেহাশিস বলেন, 'ওদের বক্তব্য ভালো করে খতিয়ে দেখে রাজ্য সরকার কেন্দ্রকে তার মতামত জানাবে। তবে রাজ্য সরকার মনে করে, মানুষ গাড়ি কেনে বিমা করিয়েই। বিমা ছাড়া গাড়ি চালানোর মানসিকতা মানুষের থাকে না বলেই আমরা বিশ্বাস করি। তবু কেন্দ্রের কী বক্তব্য, রাজ্য সরকার তা খতিয়ে দেখবে ও জবাব দেবে।'

বেলডাঙায় প্রয়োজনে কেন্দ্রীয় বাহিনী : হাইকোর্ট

রিমি শীল

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : জীবন, জীবিকা, সম্পত্তি রক্ষার স্বার্থে পদক্ষেপ করতেই হবে আদালতকে। দীর্ঘ ৩০ ঘণ্টা ধরে বেলডাঙায় তাণ্ডবের ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে এমনটাই মন্তব্য করেছে কলকাতা হাইকোর্ট। এই অশান্তির ঘটনায় মুর্শিদাবাদে থাকা কেন্দ্রীয় বাহিনী বেলডাঙায় মোতায়েন করতে পারবে রাজ্য। এনআইএ-কে দিয়েও কেন্দ্র প্রয়োজন মনে করলে তদন্ত করাতে পারবে। মঙ্গলবার প্রধান বিচারপতি সুজয় পাল ও বিচারপতি পার্থসারথি সেনের ডিভিশন বেঞ্চের নির্দেশ, অবিলম্বে যাতে বেলডাঙায় শান্তিশৃঙ্খলা পুনরায় বজায় থাকে, তা নিশ্চিত করতে হবে মুর্শিদাবাদের পুলিশ সুপার ও জেলা শাসককে। কারোর জীবন, জীবিকা, মর্যাদা, সম্পত্তি যাতে বিপন্ন না হয়, তার জন্য যথাযথ পদক্ষেপ করতে হবে।

এই ধরনের ঘটনা যাতে আর না ঘটে তাই গোয়েন্দা তথ্য ব্যবহার করতে হবে। এছাড়াও ১৫ দিনের মধ্যে রাজ্যকে হলফনামা দিয়ে জানাতে হবে তারা কী পদক্ষেপ করেছে। এদিন আদালতে আবেদনকারীদের পক্ষে আইনজীবী বিল্বদল ভট্টাচার্য সওয়াল করেন, পূর্ব পরিকল্পিতভাবে এই ঘটনা ঘটানো হয়েছে। পুলিশ সুপারও স্বীকার করেছেন। রেল, জাতীয় সড়ক, পুলিশের গাড়ি ভাঙচুর, সম্পত্তি নষ্ট, সাংবাদিক-নিগ্রহ করা হয়েছে। রাজ্য প্রশাসন সদিচ্ছাবশত এলাকায় ১৬৩ ধারা জারি বা কেন্দ্রীয় বাহিনী থাকা সত্ত্বেও তা ব্যবহার করেনি। ওই এলাকা সংবেদনশীল। পাশাপাশি

- মুর্শিদাবাদে বার বার এই ধরনের ঘটনা উদ্বেগজনক
- অশান্তির ঘটনা অস্বীকার করা যায় না
- মানুষের জীবন, স্বাধীনতা, মর্যাদা সবার আগে
- মানুষের নিরাপত্তা সুনিশ্চিত করতে হবে

মুর্শিদাবাদের বিস্তীর্ণ এলাকা উত্তেজনাপ্রবণ হয়ে ওঠায় উত্তরবঙ্গ ও উত্তর-পূর্বের সঙ্গে যোগাযোগের ক্ষেত্রেও প্রভাব পড়ছে। নির্দিষ্ট একটি গোষ্ঠীকে উদ্দেশ্য করে প্রতিনিয়ত এই ঘটনা ঘটছে। এই ঘটনায় এনআইএ-কে দিয়ে তদন্ত করানো হোক।

যদিও রাজ্য পালটা দাবি করেছে, অশান্ত এলাকায় কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েন রয়েছে। তারা রুটমার্চ করছে। পুলিশ-প্রশাসন যথাযথ ব্যবস্থা নিয়েছে। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে এই ধরনের মামলা করা হচ্ছে।

নতুন চার প্রজাতির ধান

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : রাজ্যের আবহাওয়া ও বিপরীতধর্মী জলবায়ুর উপযোগী চারটি নতুন উচ্চফলনশীল ধান তৈরি করল রাজ্যের কৃষি দপ্তর। মঙ্গলবার সমাজমাধ্যমে এই কথা জানালেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। খরা এবং বন্যা আবহে যাতে কোনওরকম সমস্যা না হয়, সেই কথা মাথায় রেখেই এই ভিন্ন ধরনের ধানের প্রজাতির ফলন করা হবে।

নতুন উদ্ভাবিত চারটি প্রজাতির মধ্যে তিনটি 'সুভাষিণী', 'লছমন্তি' ও 'মুসাফির' বিশেষভাবে তৈরি হয়েছে রাজ্যের পশ্চিমাঞ্চলে খরাপ্রবণ এলাকার জন্য। পশ্চিম মেদিনীপুর, পুরুলিয়া ও বাঁকুড়ার মতো জেলাগুলিতে খরিফ মরশুমে এই ধান হেক্টর প্রতি ৫২ থেকে ৫৫ কুইন্টাল ফলন দিতে সক্ষম। কম বৃষ্টিতেও যাতে চাষিদের ফসল ফলাতে বড় ধাক্কা না লাগে, সেই লক্ষ্যেই এই তিন প্রজাতির ওপর জোর দেওয়া হয়েছে। একই সঙ্গে দক্ষিণবঙ্গের বন্যাপ্রবণ এলাকার কথা মাথায় রেখে তৈরি করা হয়েছে নতুন ধান 'ইরাবতী'। দীর্ঘ সময় জমি জলমগ্ন থাকলেও এই ধান নষ্ট হবে না। ঝড়-বৃষ্টিতে সহজে এই ধানগাছ হেলে পড়ার আশঙ্কাও কম। তাই উপকূলবর্তী এলাকার কৃষকদের এই ধান নতুন দিশা দেখাবে বলে আশাবাদী কৃষি দপ্তর। পুরুলিয়ার খরা প্রতিরোধ গবেষণা কেন্দ্র ও চুঁচুড়ার ধান গবেষণা কেন্দ্রে দীর্ঘ কয়েক বছরের গবেষণার পর এই প্রজাতিগুলি তৈরি করা সম্ভব হয়েছে। মুখ্যমন্ত্রী লেখেন, এই চারটি ধানকে নিয়ে ২০১১ সাল থেকে এখনও পর্যন্ত সরকার গবেষণার মাধ্যমে মোট ২৫টি নতুন ফসলের প্রজাতি উদ্ভাবন করেছে। এর মধ্যে ১৫টিই ধানের প্রজাতি। নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে এই নতুন ধরনের ধানগুলি কৃষকদের ভরসা হয়ে উঠবে বলেই আশাবাদী কৃষি দপ্তর।

মমতায় রুষ্ট সেনারা বোসের কাছে

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ভোটমুখী বাংলায় সংঘাতের কেন্দ্রবিন্দু এবার ফোর্ট উইলিয়াম। খোদ মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের তোলা 'বিস্ফোরক' অভিযোগের প্রেক্ষিতে পালটা ময়দানে নামল ভারতীয় সেনা। একজন কমান্ড্যান্ট পদমর্যাদার অফিসার বিজেপির হয়ে এসআইআর-এ কাজ করছেন— মুখ্যমন্ত্রীর এই দাবির বিরুদ্ধে নজিরবিহীনভাবে রাজ্যপাল সি ভি আনন্দ বোসের হস্তক্ষেপ চাইল ইস্টার্ন কমান্ড।

গত সপ্তাহে ফোর্ট উইলিয়াম থেকে দুই সেনাকর্তা সরাসরি রাজভবনে গিয়ে রাজ্যপালের সঙ্গে দেখা করেন। তাঁদের অভিযোগ, দেশের সর্বোচ্চ পেশাদার প্রতিষ্ঠানকে রাজনীতির আঙিনায় টেনে আনা হয়েছে। নবান্ন থেকে মুখ্যমন্ত্রী দাবি করেছিলেন, ফোর্ট উইলিয়ামে বসে জনৈক অফিসার ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ দেওয়া প্রক্রিয়ায় গেরুয়া শিবিরকে মদত দিচ্ছেন। সেনা এই অভিযোগকে শুধু 'ভিত্তিহীন' নয়, 'মর্যাদাহানিকর' বলেও মনে করছে।

রাজ্যপাল এই বিষয়টি অত্যন্ত গুরুত্ব সহকারে দেখেছেন। জানা গিয়েছে, তিনি ইতিমধ্যেই কেন্দ্রীয় প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের নজরে পুরো বিষয়টি এনেছেন। বিজেপি রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য বিদ্রুপ করে বলেছেন, 'মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজেকে বাংলার রাষ্ট্রপতি ভাবেন, তাই যা খুশি বলছেন।' সিপিএম রাজ্য সম্পাদক মহম্মদ সেলিম স্পষ্ট জানিয়েছেন, অভিযোগ যদি সত্যি হয়, তবে মুখ্যমন্ত্রীকে প্রমাণ দিতে হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রীকে চিঠি লিখে তদন্তের দাবি করা উচিত।

উত্তরবঙ্গ থেকে দক্ষিণবঙ্গ— সীমান্ত জেলাগুলোয় এসআইআর নিয়ে সবথেকে বেশি উত্তেজনা। বিএলও-রা যখন বাড়ি বাড়ি ঘুরছেন, তখন 'ডি-ভোটার' হওয়ার আশঙ্কায় ঘুম ছুটেছে হাজার হাজার মানুষের। রাজনৈতিক বিশ্লেষকদের মতে, এই ভয়কেই রাজনৈতিক ঢাল হিসেবে ব্যবহার করতে চাইছেন মমতা। আর সেই রণকৌশলে এবার লক্ষ্যবস্তু করা হয়েছে খোদ ফোর্ট উইলিয়ামকে।

ভোটার তালিকা সংশোধনকে এনআরসি-র 'প্রথম ধাপ' হিসেবে প্রচার করছে তৃণমূল, অন্যদিকে ভোটার তালিকা 'স্বচ্ছ' করার দাবিতে অনড় নির্বাচন কমিশন। এর মাঝে সেনাকে টেনে এনে মুখ্যমন্ত্রী কি নতুন কোনো মেরুকরণের চেষ্টা করছেন? উত্তর দেবে সময়।

উচ্চমাধ্যমিকের মডেল প্রশ্ন বিলি নিয়ে ক্ষোভ

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সামনেই উচ্চমাধ্যমিক। হাতে বাকি নেই আর এক মাসও। এর মধ্যেই চতুর্থ সিমেস্টারের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক মডেল প্রশ্নের বই বিলি করার সিদ্ধান্ত নিল উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা সংসদ। ২৭ জানুয়ারি থেকে এই বই পাওয়া যাবে নির্ধারিত মূল্যে। এই সিদ্ধান্ত নিয়েই শুরু হয়েছে বিতর্ক। শিক্ষক মহলের প্রশ্ন, এত পরে মডেল প্রশ্নপত্র বিলি করলে পরীক্ষার্থীরা প্রস্তুতি নেবেন কখন?

পরীক্ষা শুরু হচ্ছে ১২ ফেব্রুয়ারি থেকে। পড়ুয়ারা সকলেই বাড়িতে নিজেদের প্রস্তুতি সারছেন। এই মুহূর্তে মডেল প্রশ্নের বই প্রকাশিত হওয়া অর্থহীন বলে মনে করছেন স্কুলের প্রধান শিক্ষকরা। তাঁদের প্রশ্ন, মডেল প্রশ্নপত্র দেখিয়ে পড়ুয়াদের শিক্ষকরা প্রশিক্ষণ দেবেন কখন? সিমেস্টার ব্যবস্থায় প্রথমবার চতুর্থ সিমেস্টার হওয়া নিয়ে ইতিমধ্যেই দুশ্চিন্তায় স্কুলের শিক্ষকরা। দফায় দফায় ক্লাস টেস্টের সুযোগ পেলেও পড়ুয়াদের মধ্যে ভয় কাটছে না। তাঁরা প্রশ্নপত্রের ধরন নিয়ে রীতিমতো বিচলিত। শিক্ষকদের দাবি, সংসদের আগেভাগে পরিকল্পনা করা উচিত ছিল। সিমেস্টার ঘোষণা হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে এই প্রশ্নপত্র বিলি শুরু হয়ে গেলে আর কোনও বিভ্রান্তি তৈরিই হত না।

অল পোস্ট গ্র্যাজুয়েট টিচার্স ওয়েলফেয়ার অ্যাসোসিয়েশনের তরফে চন্দন গড়াই বলেন, 'মডেল প্রশ্নের বই রিজিওনাল অফিসে গিয়ে পড়ুয়াদের কেনার নির্দেশ দিয়েছে সংসদ। পরীক্ষার মুখে এই ধরনের নির্দেশ একেবারেই অনুপযোগী। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য মডেল প্রশ্নগুলি সংসদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হোক।' সংসদের

> মডেল প্রশ্নের বই রিজিওনাল অফিসে গিয়ে কেনার নির্দেশ একেবারেই অনুপযোগী। পড়ুয়াদের সুবিধার জন্য সেগুলি সংসদের ওয়েবসাইটে আপলোড করা হোক
>
> -চন্দন গড়াই

সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানালেও তাদের এই কালবিলম্বকে নিন্দা করে অ্যাডভান্সড সোসাইটি ফর হেডমাস্টার্স অ্যান্ড হেডমিস্ট্রেসেসের তরফে চন্দন মাইতি বলেন, 'প্রশ্নপত্র প্র্যাকটিস করানোর এখন আর সময় কোথায়? গ্রামের স্কুলগুলিতে ৫০ শতাংশ বিষয়ভিত্তিক শিক্ষক নেই। সেখানে পড়ুয়াদের পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত করাবেন কারা? সবদিক বিচার করে সংসদের এই সিমেস্টার পদ্ধতি চালু করা উচিত ছিল।'

দলে অভিষেক ঘনিষ্ঠদের গুরুত্ব বাড়ছে

স্বরূপ বিশ্বাস

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : দলে নিজের টিম গোছাচ্ছেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। আপাতত দলের মাঝের সারির মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম, অরূপ বিশ্বাসরা কিছুটা 'অন্তরালেই'। প্রবীণ সাংসদ সৌগত রায় এবং সুদীপ বন্দ্যোপাধ্যায়ও শারীরিক কারণে ততটা সক্রিয় নেই। এই সুযোগটাই অভিষেককে তাঁর একেবারে আস্থাভাজনদের নিয়ে 'নিজের কোর টিম' গড়তে সাহায্য করেছে। স্বভাবতই দলে গুরুত্ব বাড়তে শুরু করেছে মন্ত্রী পার্থ ভৌমিক, কলকাতা পুরসভার অভিজ্ঞ কাউন্সিলার অরূপ চক্রবর্তী, রাজু বসুর মতো নেতাদের। এখন অধিকাংশ ইস্যুতে দলের মুখপাত্রের ভূমিকায় পার্থ, অরূপের মতো নেতাদের টিভি পর্দায় দেখা যাচ্ছে। এতদিন যাঁদের দেখা যেত না বললেই চলে। এই মুহূর্তে দলের সাংগঠনিক বিষয়ে একাধিক ইস্যুতে দলের বক্তব্য ও দৃষ্টিভঙ্গি কী হবে, তা অভিষেকের নির্দেশে ক্যামাক স্ট্রিটের অফিসেই চূড়ান্ত হচ্ছে। তবে চূড়ান্ত অনুমোদনে সায় থাকছে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের।

অভিষেকপন্থী এক প্রবীণ শীর্ষনেতার মন্তব্য, পার্থ, অরূপের মতো 'বলিয়ে-কইয়ে', নিজ গুণে 'সফল' নেতারা যেভাবে দলের সামনের সারিতে চলে আসছেন, তাতে ভবিষ্যতে এঁদের দিয়েই দলে অভিষেকের 'নিজস্ব কোর টিম' গড়ে উঠবে। আগামী দিনে জাতীয় রাজনীতির পাশাপাশি রাজ্য রাজনীতিতে সরাসরি জড়িয়ে যাবেন অভিষেক বলে মন্তব্য দলের ওই প্রবীণ শীর্ষনেতার। নেত্রীর নির্দেশে রাজ্য প্রশাসনে যুক্ত হওয়ার সুযোগও পাবেন অভিষেক।

পৃথিবীর পাঠশালা

ঘুমন্ত সুন্দরী গ্রাম

কাজাখস্তানের কালাচি গ্রামে এক অদ্ভুত রোগ দেখা দিয়েছিল, যার নাম 'স্লিপিং সিনড্রোম'। এখানকার মানুষ হুটহাট ঘুমিয়ে পড়ত এবং সেই ঘুম ভাঙত কয়েকদিন পর! কেউ বাইক চালাতে চালাতে, কেউ বা কথা বলতে বলতে গভীর ঘুমে তলিয়ে যেত। ঘুম ভাঙার পর তাদের কিছুই মনে থাকত না, সঙ্গে থাকত হ্যালুসিনেশন। বিজ্ঞানীরা পরে জানান, গ্রামের কাছে পরিত্যক্ত ইউরেনিয়াম খনি থেকে বের হওয়া কার্বন মনোক্সাইড বাতাসে অক্সিজেনের মাত্রা কমিয়ে দিচ্ছিল, যার ফলেই এই বিপত্তি। পুরো গ্রাম যেন রূপকথার সেই ঘুমন্ত পুরীতে পরিণত হয়েছিল।

ভাইকিংদের ব্লুটুথ

আমরা রোজ মোবাইলে 'ব্লুটুথ' ব্যবহার করি, কিন্তু এই নামটা এল কোথা থেকে? আসলে দশম শতাব্দীর ডেনমার্কের রাজা 'হ্যারাল্ড ব্লুটুথ'-এর নামানুসারে এই প্রযুক্তির নামকরণ হয়। রাজা হ্যারাল্ড যেমন স্ক্যান্ডিনেভিয়ার বিভিন্ন গোষ্ঠীকে একত্রিত করেছিলেন, তেমনই এই প্রযুক্তি বিভিন্ন ডিভাইসকে (ফোন, কম্পিউটার) তারহীনভাবে সংযুক্ত করে। শোনা যায়, রাজা হ্যারাল্ড ব্লুবেরি খেতে খুব ভালোবাসতেন, তাই তাঁর দাঁত সবসময় নীল থাকত—সেখান থেকেই তাঁর নাম হয়েছিল ব্লুটুথ। প্রযুক্তির লোগোটি আসলে ভাইকিংদের রুন বর্ণমালার 'H' এবং 'B'-এর সংমিশ্রণ!

মাটির নীচে

অস্ট্রেলিয়ার কুবার পেডি শহরের মানুষ মাটির ওপরে নয়, মাটির নীচে বাস করে! মরুভূমির অসহ্য গরম (প্রায় ৫০ ডিগ্রি সেলসিয়াস) থেকে বাঁচতে তারা মাটির নীচে ঘরবাড়ি, চার্চ, এমনকি হোটেলও বানিয়েছে। এটি বিশ্বের 'ওপাল রাজধানী' নামে পরিচিত, কারণ এখানকার খনিতে প্রচুর ওপাল পাথর পাওয়া যায়। পুরোনো খনির গর্তগুলোকেই তারা বাসস্থানে রূপান্তর করেছে। বাইরে থেকে দেখলে শুধু ধুলোবালি, কিন্তু মাটির নীচে নামলেই দেখা মিলবে আধুনিক সুযোগসুবিধাযুক্ত এক আস্ত শহরের।

একাকী তিমি

সমুদ্রের নীচে তিমিরা একে অপরের সঙ্গে গান গেয়ে কথা বলে। কিন্তু '৫২ হার্টজ' নামের একটি তিমি গত ৩০ বছর ধরে একা ঘুরে বেড়াচ্ছে। কারণ, তার ডাকার শব্দ বা ফ্রিকোয়েন্সি ৫২ হার্টজ, যা অন্য সাধারণ তিমিদের (১৫-২৫ হার্টজ) চেয়ে অনেক বেশি তীক্ষ্ণ। ফলে সে ডাকলে অন্য তিমিরা তা শুনতে পায় না বা বুঝতেই পারে না। বিজ্ঞানীরা তাকে 'বিশ্বের সবচেয়ে একাকী তিমি' নাম দিয়েছেন। বিশাল সমুদ্রের বুকে সঙ্গীর খোঁজে তার এই অনন্ত এবং উত্তরহীন আহ্বান সত্যিই বড় করুণ।

আর দু'দিনের অপেক্ষা।। শিলিগুড়ির কুমোরটুলিতে মৃৎশিল্পীর ব্যস্ততা। ছবি : সঞ্জীব সূত্রধর

বাংলাদেশে সুরক্ষার চিন্তায় সিদ্ধান্ত

পরিবারশূন্য হবে ভারতীয় দূতাবাস

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : বাংলাদেশে ভারতীয় দূতাবাসগুলিকে আপাতত কর্মী-আধিকারিকদের পরিবারশূন্য করে দেওয়া হবে। সব কর্মী ও আধিকারিকের পরিবারের সদস্যদের ভারতে ফিরে আসতে বলা হয়েছে। যদিও এব্যাপারে ভারত সরকারের পক্ষে কোনও বিবৃতি দেওয়া বা মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু সরকারের শীর্ষস্তর থেকে পাওয়া খবর অনুযায়ী, নিরাপত্তার কারণে এই হ্পদক্ষেপ করছে নয়াদিল্লি। বিশেষ করে জঙ্গি ও মৌলবাদীদের একাধিক হুমকির পরে দূতাবাসকর্মী ও আধিকারিকদের পরিবারের সুরক্ষা উদ্বেগের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।

তবে দূতাবাসগুলিতে কর্মী বা আধিকারিকদের সংখ্যায় কোনও হেরফের হবে না। পূর্ণশক্তি নিয়ে স্বাভাবিক কাজ করে যাবে দূতাবাসগুলি। ঢাকায় ভারতের হাইকমিশন ছাড়াও চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহি ও সিলেটে চারটি উপ-হাইকমিশনকে স্বাভাবিক কাজকর্ম চালু রাখতে বলা হয়েছে। তবে কবের মধ্যে পরিবারগুলিকে ফিরিয়ে আনা হবে, তা নিরাপত্তার কারণে এখনও জানানো হয়নি। পরিবার ছাড়া দূতাবাসকর্মী ও অফিসারদের তখনই রাখা হয়, যখন সংশ্লিষ্ট দেশের সঙ্গে সম্পর্ক খারাপের দিকে যায়।

এই মুহূর্তে পাকিস্তানে ভারতীয় দূতাবাসগুলিতে কর্মী-আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের সন্তানদের রাখা হচ্ছে না নিরাপত্তার কারণে। শুধু কর্মী-আধিকারিকদের সঙ্গে তাঁদের স্ত্রী বা স্বামীরা আছেন। ২০২৪-এর অগাস্টে সেদেশে গণ অভ্যুত্থানের পর বাংলাদেশের সঙ্গে ভারতের সম্পর্ক সর্বকালীন তলানিতে ঠেকেছে বলেই এই পদক্ষেপ বলে মনে করা হচ্ছে। গত মাসে চট্টগ্রামে ভারতীয় উপদূতাবাসের সামনে জঙ্গি বিক্ষোভ হওয়ায় নয়াদিল্লি এখন অতি সতর্ক।

ঢাকাতে ভারতীয় দূতাবাস অভিযানের ডাক দেওয়া হয়েছিল। কিন্তু সেদেশের প্রশাসন কোনও অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটতে দেয়নি। তবু পরিস্থিতি এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, নয়াদিল্লি আর ঝুঁকি নিতে চাইছে না।

কিশনগঞ্জে মদ পাচারে ধৃত ১

কিশনগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : মঙ্গলবার ৩২৭ই জাতীয় সড়কে চারঘরিয়া আবগারি চেকপোস্টে নাকা চেকিং চলাকালীন একটি চারচাকার যাত্রীবাহী গাড়ি থেকে ১৪৩.৮৪ লিটার বিদেশি মদ উদ্ধার করেছে কিশনগঞ্জের কোচাধামন থানার পুলিশ। পাচারে ব্যবহৃত গাড়ি সমেত চালক রাজীব কুমারকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে। তিনি বিহারের মাধেপুরার বাসিন্দা। ধৃতের বয়ান, 'এই বিপুল পরিমাণ বিদেশি মদ, উত্তর দিনাজপুর জেলার রামপুর এলাকা থেকে মাধেপুরায় আনা হচ্ছিল।' ধৃতকে আদালতে তোলা হলে তাঁর ১৪ দিনের বিচার বিভাগীয় হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক। বিষয়টি জানিয়ে সন্ধ্যায় পুলিশ সুপারের দপ্তর থেকে প্রেস বিজ্ঞপ্তি জারি হয়েছে।

বাপিকে কিষান মোর্চার দায়িত্ব

জলপাইগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : রাজ্য কমিটির সাধারণ সম্পাদকের পর এবার রাজ্য কিষান মোর্চার ইনচার্জ। আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের আগে বিজেপির তরফে বাড়তি দায়িত্ব দেওয়া হল বাপি গোস্বামীকে। মঙ্গলবার দলের যুব, মহিলা, এসসি, এসটি, ওবিসি সহ মোট ৭টি মোর্চার নতুন ইনচার্জের নাম ঘোষণা করেন রাজ্য সভাপতি শমীক ভট্টাচার্য। বঙ্গ বিজেপির নতুন রাজ্য কমিটি ঘোষণার ১৪ দিনের মাথায় এই তালিকা প্রকাশ করা হল।

এই বাড়তি দায়িত্ব প্রমাণ করছে বাপির গুরুত্ব বাড়ছে রাজ্য রাজনীতিতে। বাপি বিজেপির জলপাইগুড়ি জেলার প্রাক্তন সভাপতি। বর্তমানে তিনি দলের শিলিগুড়ি জোনের কনভেনার ও রাজ্য সাধারণ সম্পাদক। এবার রাজ্য কিষান মোর্চারও ইনচার্জ হলেন। বাপি বলেন, 'আমি দলের কাজে এই মুহূর্তে রায়গঞ্জে রয়েছি। আগেও যে দায়িত্ব পেয়েছি, সেটা যথাযথভাবে পালন করেছি। দল মনে করেছে আমাকে এই পদ দিলে দলের ভালো হবে। আমি নিষ্ঠার সঙ্গে এই দায়িত্ব পালনের চেষ্টা করব।'

রাজগঞ্জে জয়েন্ট বিডিও-কে দায়িত্ব

প্রথম পাতার পর

তিনি দিনের পর দিন অফিসে অনুপস্থিত থাকায় রাজগঞ্জ ব্লকের আর্থিক ও প্রশাসনিক কাজে বড় ধরনের সমস্যা দেখা দিয়েছিল। বিভিন্ন প্রকল্পের টাকা বিলি করা যাচ্ছিল না।

ইতিমধ্যে নানা কাজ করলেও বিলের টাকা পাওয়া যাচ্ছে না বলে ঠিকাদাররা সরাসরি জেলা শাসকের কাছে নালিশ জানিয়েছিলেন। সৌরভকে বিডিও'র কাজের দায়িত্ব পেছনে ঠিকাদারদের ওই অভিযোগকে ঢাল হিসাবে ব্যবহার করেছে প্রশাসন। ঠিকাদারদের অভিযোগ জেলা শাসকের কাছে জমা পড়ার পর প্রশাসন তদন্ত করে।

সেই তদন্ত রিপোর্ট জমা পড়ার পর জেলা শাসক তা নবান্নে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেখান থেকে সবুজ সংকেত পাওয়ার পর সৌরভকে বিডিও'র কাজের দায়িত্বভার দেওয়া হল। ঠিকাদার দিলীপ দাস মঙ্গলবার বলেন, 'খুব ভালো লাগছে। আরও ভালো লাগবে ২৩ জানুয়ারি তিনি (পড়ুন প্রশান্ত বর্মন) জেলে গেলে।'

২০২৫ সালের ২৮ অক্টোবর কলকাতার দত্তাবাদে স্বর্ণ ব্যবসায়ী স্বপন কামিল্যাকে অপহরণ ও খুনের মামলায় মূল অভিযুক্ত প্রশান্তই। গত ২৬ নভেম্বর বারাসত জেলা আদালতের বিচারক শান্তনু ঝাঁ তাঁর আগাম জামিন মঞ্জুর করেন। কিন্তু ২২ ডিসেম্বর হাইকোর্টের বিচারপতি তীর্থঙ্কর ঘোষ আগাম জামিনের ওই রক্ষাকবচ নাকচ করে প্রশান্তকে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণের নির্দেশ দেন।

এরপর থেকে নিখোঁজ তিনি। তাঁর অনুপস্থিতিতে এতদিন রাজগঞ্জ বিডিও অফিসের কাজকর্ম জোড়াতালি দিয়ে চলছিল। প্রশাসনিক ও অর্থনৈতিক কাজে সমস্যা হচ্ছিল। জয়েন্ট বিডিও দায়িত্ব নেওয়ায় যেন হাঁফ ছেড়ে বেঁচেছেন রাজগঞ্জ বিডিও দপ্তরের সাধারণ কর্মীরা। তাঁদের একজনের কথায়, 'নানা প্রশাসনিক অসুবিধা হচ্ছিল বিডিও না থাকায়। এবার আর অসুবিধা হবে না।'

হাইকোর্টের রায়ের বিরুদ্ধে প্রশান্ত প্রবীণ আইনজীবী মুকুল রোহতগির মাধ্যমে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন জানান। সোমবার সুপ্রিম কোর্ট সেই আবেদন খারিজ করে ২৩ জানুয়ারির মধ্যে নিম্ন আদালতে আত্মসমর্পণ করার নির্দেশ দেয়।

তবু কেন জলপাইগুড়ি!

প্রথম পাতার পর

তাঁর দাবি, 'যে সময় এনজেপি নামকরণ হয় তখন রেল বোর্ডে অনেক প্রভাবশালী ছিলেন, যাঁরা জলপাইগুড়ির বাসিন্দা। তাই হয়তো স্টেশনের নাম নিউ জলপাইগুড়ি করে দেওয়া হয়। কিন্তু এই নামের জন্যে অনেক মানুষ বিভ্রান্ত হয়।'

দার্জিলিং, সিকিম বা ডুয়ার্সগামী পর্যটকদের মূল গন্তব্য এই শহর। অথচ দেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে আসা পর্যটকরা টিকিটে নিউ জলপাইগুড়ি নাম দেখে প্রায়শই বিভ্রান্ত হন। তাঁদের ধারণা হয়, শিলিগুড়ি শহর হয়ত এনজেপি থেকে অনেক দূরে।

আসলে, ১৯৯৪ সালের আগে পর্যন্ত নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন জলপাইগুড়ির বর্ধিত এলাকার মধ্যে পড়ত। কিন্তু ১৯৯৪ সালে শিলিগুড়ি পুরনিগমের এলাকা বাড়ানো হয় এবং জলপাইগুড়ি জেলার বেশ কিছু এলাকাকে নিয়ে ১৪টি ওয়ার্ড তৈরি করে পুরনিগমের সঙ্গে যুক্ত করা হয়। সেই থেকে এনজেপি স্টেশনও পুরনিগমের সংযোজিত ৩৫ নম্বর ওয়ার্ডের মধ্যেই পড়ে। শিলিগুড়ির বুদ্ধিজীবীদের একাংশের মতে, নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশনের নাম পরিবর্তন সময়ের দাবি। শিলিগুড়ি কলেজের অধ্যাপক অমিতাভ কাঞ্জিলালের বক্তব্য, 'ভৌগোলিকভাবে স্টেশনটা এখন শিলিগুড়ি শহরের মধ্যেই পড়ে। নিউ শিলিগুড়ি নাম হলে কারও কোনও সমস্যা থাকার কথা না।'

প্রশ্ন হচ্ছে, শিলিগুড়ির দাবি মেনে স্টেশনের নাম বদলালে জলপাইগুড়ি কি মেনে নেবে? সাহিত্যিক গৌরীশঙ্কর ভট্টাচার্যর বক্তব্য, 'নিউ জলপাইগুড়ি স্টেশন নামে শুধুমাত্র জলপাইগুড়ির লোকেদের আবেগ কাজ করছে। আর কিছু নেই। এখন নাম পরিবর্তন হলে শিলিগুড়ি এবং জলপাইগুড়ির মধ্যে টানাপোড়েন শুরু হবে, একটা স্নায়বিক যুদ্ধ শুরু হবে। তাই নাম পরিবর্তন না হলেও ক্ষতি নেই।'

মাথায় চাঁটি

প্রথম পাতার পর

আইনজীবী অত্রি শর্মা বলেন, 'মুখ ঢেকে বন্দিদের নিয়ে যাওয়ার কিছু কারণ হয়েছে। অনেকসময় শনাক্তকরণ মহড়া করা হয়। তার আগে যাতে কোনওভাবে আসামির চেহারা জনসমক্ষে না আসে সেকারণেই পুলিশ মুখ ঢেকে বন্দিদের নিয়ে যায়। নতুবা পুলিশের বিরুদ্ধেও প্রশ্ন উঠতে পারে। এছাড়াও পুলিশের হেপাজতে থাকাকালীন বন্দিদের সুরক্ষার ব্যবস্থাও তাদের হাতেই থাকে। সুপ্রিম কোর্টের রায় অনুযায়ী, পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন পুলিশই বন্দিদের গায়ে হাত দিতে পারে না। সেখানে অন্য কেউ কেন তাঁদের গায়ে হাত দেবেন? পুলিশের এই জনপ্রতিনিধির বিরুদ্ধে আইনানুগ ব্যবস্থা নেওয়া উচিত। পুলিশি হেপাজতে থাকাকালীন বন্দির গায়ে হাত দেওয়া ও পুলিশের কাজে বাধা দেওয়ার অভিযোগে নির্দিষ্ট ব্যবস্থা নেওয়া উচিত।'

ডিসিপি (পূর্ব) রাকেশ সিং বলেন, 'এটা আইনের বিরুদ্ধে। পুলিশ হেপাজতে থাকাকালীন কারও কোনও অধিকার নেই বন্দির গায়ে হাত তোলার। এমন ঘটনা হয়ে থাকলে আমি বিষয়টি দেখে উপযুক্ত ব্যবস্থা নেব।' যদিও কাউন্সিলার বলেন, 'মেয়েটির কিছুদিন বাদে বিয়ে। তাঁর বাড়ি থেকে এতগুলো সোনা-রুপোর অলংকার নিয়ে যে চুরি করল সেই চোরকে দেখে সবাই সাবধান হন, এটাই চেয়েছিলাম। আর মাথায় আমি চাঁটি মারিনি, আমি শুধু ওকে বোঝাচ্ছিলাম, যা এবার জেলে যা তুই।'

ধৃত দুজনকে এদিন শিলিগুড়ি মহকুমা আদালতে তোলা হলে ধৃতদের ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন বিচারক।

ঘাসফুল চাষে উন্নয়নে নজর

প্রথম পাতার পর

২০১৯ সালে আলিপুরদুয়ার লোকসভা কেন্দ্রে বিজেপির জন বারলাকে ঢেলে ভোট দিয়েছিলেন মাদারিহাটের বাসিন্দারা। ভোটে জিতে বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের এলাকা দত্তক নিয়েছিলেন জন। কিন্তু বান্দাপানির উন্নয়নে জনের অবদান শূন্য।

বরং জন দত্তক নিলেও বান্দাপানির উন্নয়নে ঝাঁপিয়ে পড়ে তৃণমূল পরিচালিত গ্রাম পঞ্চায়েত, মাদারিহাট-বীরপাড়া পঞ্চায়েত সমিতি এবং জলপাইগুড়ি জেলা পরিষদ। পানীয় জলের সমস্যা মেটাতে উদ্যোগ নেওয়া হয়। ডিমডিমা চা বাগান থেকে নাংডালা, জয়বীরপাড়া, ঢেকলাপাড়া হয়ে বান্দাপানি পর্যন্ত রাস্তাটি কয়েক কোটি টাকায় পাকা করা হয়। নদীভাঙন রোধে কয়েকটি এলাকায় ছোট ছোট পাড়বাঁধ তৈরি হয়।

এই কর্মযজ্ঞের পাশাপাশি তৃণমূলের নাগাড়ে প্রচার চলে, উন্নয়নে মনোজ এবং জন কিছুই করেননি। ২০২৪ সালের উপনির্বাচনে এই জোড়া কৌশলের ফল মেলে হাতে হাতে। মাদারিহাট কেন্দ্রে বুথের সংখ্যা ২২৩টি। তার মধ্যে এলাকার ২৪টি চা বাগানেই ১০০টি বুথ আছে। তার ৮০টিতে এগিয়ে ছিলেন তৃণমূল প্রার্থী জয়প্রকাশের। এতে আরও উৎসাহ বাড়ে ঘাসফুল শিবিরের।

পরিণামে বান্দাপানি গ্রাম পঞ্চায়েতের বিরোধী দলনেতা টেম্পু ওরাওঁয়ের মহল্লা থেকে বাগানের দক্ষিণদিকের অংশটি যোগ করেছে পেভার্স ব্লকের রাস্তা। বাগানের দক্ষিণ প্রান্তে তৈরি হয়েছে ঝাঁ চকচকে ক্রেশ। তৃণমূলের স্থানীয় নেতারা সাধারণ চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার করেন, 'দেখলি, কেমন রাস্তা বানিয়ে দিলাম।'

২০২৪ সালের ৯ নভেম্বর ভগতপাড়ায় গিয়ে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের সঙ্গেই বৈঠক করেন রাজ্যের খাদ্য ও সরবরাহ দপ্তরের স্বাধীন দায়িত্বপ্রাপ্ত প্রতিমন্ত্রী জ্যোৎস্না মান্ডি। সেখানে বিজেপির ভোটার বেশি। এলাকার রাস্তাটি পাকা করে দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেন মন্ত্রী। তৃণমূলের তৎকালীন ফালাকাটা ব্লক সভাপতি সুভাষচন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'রাস্তা পাকা করে দিতে না পারলে জীবনে আর আপনাদের কাছে ভোট চাইতে আসব না।'

এলাকার কট্টর বিজেপি সমর্থকরাও ভেবেছিলেন, উপনির্বাচনে দলের প্রার্থী জিতলেও তো মমতাই মুখ্যমন্ত্রী থাকবেন। বরং তৃণমূল বলছে যখন, তখন বিধানসভা নির্বাচনের আগে দেড় বছর সময় দেওয়া যাক। দেখি, ওরা কী করে! উপনির্বাচনে ওই এলাকায় ভালো ভোট পেয়েছিলেন তৃণমূলের জয়প্রকাশ। বাজিমাত হওয়ার পর ওই টোটকাকেই মাদারিহাটের বিভিন্ন এলাকায় ব্যবহার করছে শাসকদল।

জয়প্রকাশ জিতেছিলেন ২৮১৬৮ ভোটে। সংখ্যাটা কম নয়, মানছে বিজেপি। তবে তৃণমূল বিলক্ষণ জানে, উপনির্বাচনের মতো শুধু আশ্বাসে আর চিঁড়ে নাও ভিজতে পারে। তাই হাতে হাতে কাজ দেখিয়ে বিজেপি অধ্যুষিত এলাকায় ভোট চাওয়ার 'রাস্তা' বানাচ্ছে তৃণমূল। দলদলি ডাইভারশন লাগোয়া মহল্লাটিতে কাঁচা রাস্তায় এখন কংক্রিট ঢালাই চলছে জোরকদমে।

উত্তর রাঙ্গালিবাজনায় চারটি পার্টের পঞ্চায়েত সদস্যই বিজেপির। অথচ ওই এলাকায় একাধিক রাস্তা তৈরি হয়েছে। তৃণমূলের নীচুতলার কর্মীরাই বলছেন, চোখে আঙুল দিয়ে কাজ দেখিয়ে দিতে না পারলে দ্বিতীয়বার একই কৌশল কাজ করবে না। রেষারেষি সরিয়ে আপাতত তাই পদ্মবনেই বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে ঘাসফুল।

বিশ্বমানের ট্রেনে 'তৃতীয় শ্রেণি'র মানসিকতা

বিতর্কের 'দাগ' বন্দে ভারত স্লিপারে

দীপ সাহা

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : ভারতের রেল পরিষেবায় যে ট্রেনকে 'গেম চেঞ্জার' হিসেবে অভিহিত করা হয়েছিল, বাণিজ্যিক যাত্রা শুরুর আগেই সেই স্বপ্নের ট্রেনের গায়ে লাগল কলঙ্কের দাগ। বাণিজ্যিক যাত্রা শুরু হতে বাকি আরও দু'দিন। তার আগেই দেশের প্রথম বন্দে ভারত স্লিপার ট্রেনের অন্দরের যে ছবি সোশ্যাল মিডিয়ায় উঠে এল, তাতে লজ্জায় মাথা নত হওয়ার জোগাড় সচেতন নাগরিকদের। উদ্বোধনী যাত্রার জৌলুস কাটতে না কাটতেই এই বিলাসবহুল ট্রেনের কামরাজুড়ে দেখা গেল চরম অরাজকতার ছবি।

রেলমন্ত্রক এই সেমি-হাইস্পিড ট্রেনটির প্রচারের জন্য কোনও খামতি রাখেনি। কোটি কোটি টাকা ব্যয়ে অত্যাধুনিক প্রযুক্তিতে তৈরি এই ট্রেনের অন্দরসজ্জা হার মানাবে বিমানকেও। কমলা ও ধূসর রঙের নান্দনিক দেওয়াল, স্বয়ংক্রিয় দরজা, ঝকঝকে শৌচালয়- সব মিলিয়ে এক এলাহি আয়োজন। কিন্তু উদ্বোধনী যাত্রায় আমন্ত্রিত অতিথি, ভ্লগার এবং সোশ্যাল মিডিয়া ইনফ্লুয়েন্সারদের একাংশ যেভাবে এই সম্পদকে ব্যবহার করলেন, তা দেখে প্রশ্ন উঠছে আমাদের 'সিভিক সেন্স' বা নাগরিক বোধ নিয়ে।

কামাখ্যা-হাওড়া ট্রেনের যাত্রাপথে দেখা গিয়েছে, মেঝেতে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে পড়ে জুসের খালি প্যাকেট, সিটের ফাঁকে বা ম্যাগাজিন হোল্ডারে গুঁজে রাখা এঁটো চায়ের কাপ। অথচ ট্রেনের পরিচ্ছন্নতা বজায় রাখতে প্রতিটি দরজার পাশেই রয়েছে ডাস্টবিন। কিন্তু নিজের আসন ছেড়ে উঠে গিয়ে ডাস্টবিনে আবর্জনা ফেলার সামান্য কষ্টটুকুও করতে রাজি নন অনেকে। বিষয়টি শুধু নোংরা করার মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ভাইরাল হওয়া একাধিক ছবিতে দেখা গিয়েছে, কেউ কেউ জুতো পায়েই উঠে পড়েছেন আপার বার্থে, আবার কেউ ট্রেনের ঝকঝকে প্যানেলে পা তুলে আয়েশ করে ঘুমোচ্ছেন।

দুর্গাপুর থেকে প্রথম দিনের যাত্রার সাক্ষী হতে আসা যাত্রী সোমনাথ দে আক্ষেপের সুরে বলেছেন, 'ট্রেনটা সত্যিই দুর্দান্ত। কিন্তু যাত্রীদের একাংশের যা আচরণ, তাতে মনে হচ্ছে ক'দিন পর এটাও সাধারণ লোকাল ট্রেনের দশায় পৌঁছাবে।' তথাকথিত কন্টেন্ট ক্রিয়েটরদের বিঁধে তাঁর মন্তব্য, 'এঁরা ক্যামেরার লেন্সে ফোকাস রাখতে জানেন, কিন্তু পরিচ্ছন্নতার দিকে ন্যূনতম নজরটুকু নেই।'

শুধু কামাখ্যা-হাওড়া রুটেই নয়, মালদা থেকে কামাখ্যাগামী ট্রেনের অন্দরের ভিডিওতেও একই ছবি ধরা পড়েছে। এক জনপ্রিয় ভ্লগার সেই ভিডিও শেয়ার করে ক্যাপশনে লিখেছেন, 'ট্রেন বিশ্বমানের হতে পারে, কিন্তু আমাদের সিভিক সেন্স আজও মান্ধাতার আমলের।' আইনজীবী হীরক চক্রবর্তীর কথায় উঠে এসেছে কড়া সমালোচনা। তিনি বলছেন, 'অনেকে ভাবেন বেশি টাকা দিয়ে টিকিট কেটেছি মানে যা খুশি তাই করার লাইসেন্স পেয়েছি। আসলে যারা নিজের ঘর পরিষ্কার রাখতে জানে না, তারা বাইরের জগতেও অসভ্যতা করে।'

তবে মুদ্রার অন্য পিঠও রয়েছে। ভ্লগারদের একাংশের দাবি, উদ্বোধনী যাত্রায় রেলের ব্যবস্থাপনায় বড়সড়ো গলদ ছিল।

জলপাইগুড়ির বাসিন্দা সৌম্যদীপের অভিযোগ, 'সেদিন স্মারক টিকিট বিলি করা হলেও, বহু মানুষ বিনা টিকিটেই ট্রেনে উঠে পড়েছিলেন। রেলের তরফে বাধার কোনও বালাই ছিল না। ফলে বেনোজল ঢুকে ট্রেন নোংরা করার মতো লোকের অভাব হয়নি।'

বিতর্ক এবং যুক্তি-পালটা যুক্তির মাঝে যে সত্যটি প্রকট হয়ে উঠছে তা হল, পরিকাঠামোর উন্নয়ন হলেও মানসিকতার উন্নয়ন এখনও যোজন দূরে। হাজার কোটি টাকা খরচ করে রেলমন্ত্রক বিশ্বমানের পরিষেবা সাধারণ মানুষের দোরগোড়ায় পৌঁছে দিচ্ছে ঠিকই, কিন্তু সেই পরিষেবার রক্ষণাবেক্ষণ শুধু সরকারের দায়িত্ব নয়।

বন্দে ভারত স্লিপার ভারতীয় রেলের আধুনিকীকরণের প্রতীক। কিন্তু প্রথম যাত্রাতেই যেভাবে বার্থের দেওয়ালে লাথি মারা হল বা যত্রতত্র আবর্জনা ফেলা হল, তাতে ট্রেনের স্থায়িত্ব নিয়ে সংশয় তৈরি হওয়া স্বাভাবিক। রেলের সাফাইকর্মীরা হয়তো ট্রেন ঝকঝকে করে দেবেন, কিন্তু আমাদের মানসিকতার এই নোংরা সাফ করবেন কে?

নতুন ট্রেনের দেওয়ালে পা, মেঝেয় আইসক্রিমের কাপ।

নিয়ম ভেঙে আইনের ডিগ্রি প্রশান্তর

প্রথম পাতার পর

জয়জিৎ অবশ্য জানিয়ে দিয়েছেন, বিধি ভেঙে কাউকে পরীক্ষায় বসতে দেবেন না তাঁরা। তাঁর কথা, 'এলএলএমের ক্ষেত্রে প্রত্যেকেই বিধি মেনে ক্লাসে উপস্থিত থাকে না। সব কলেজই এক্ষেত্রে কিছুটা শিথিলতা দেখায়। তবে এলএলবি'র ক্ষেত্রে উপস্থিতির কড়াকড়ি আমরাও করে থাকি। প্রশান্ত স্পেশাল কেউ নন। যদি প্রয়োজনীয় উপস্থিতি না থাকে তাহলে ফর্ম ফিলআপ করতে দেওয়া হবে না। শুধু শুধু অপবাদ নেব না আমরা।' এখন একথা বললেও শুরু থেকে কেন বিধি মানার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ হয়নি, কীভাবে প্রশান্ত বিধি ভেঙে একের পর এক পরীক্ষায় পাশ করলেন সেসব প্রশ্নের স্পষ্ট উত্তর অবশ্য মেলেনি জয়জিতের কাছ থেকে।

শুধু আইনের ডিগ্রি নিয়েই থেমে থাকেননি প্রশান্ত। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলায় পিএইচডি'র কোর্স ওয়ার্কও করেছেন তিনি। সেখানেও উঠেছে দুর্নীতির অভিযোগ। বিশ্ববিদ্যালয়ের বিধি বলছে 'কোর্স ওয়ার্ক' ছয় মাসের রেগুলার কোর্স। অর্থাৎ অন্য আর পাঁচটা কোর্সের মতো সেখানে নিয়মিত ক্লাস করতে হবে। বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে প্রশান্তকে ছয় মাস ধরে ক্লাস করতে দেখেননি কেউই। কোর্স ওয়ার্ক করতে হলে ছয় মাসের জন্য ছুটি নিতে হত প্রশান্তকে। তবে নবান্ন সূত্রের খবর, প্রশান্ত টানা ছয় মাসের জন্য ছুটি নেননি। তাহলে কীসের ভিত্তিতে তিনি কোর্স ওয়ার্কের পরীক্ষায় বসার সুযোগ পেলেন, কে তাঁকে সুযোগ পাইয়ে দিল তা নিয়েও প্রশ্ন উঠেছে। প্রশান্তর কোর্স ওয়ার্কের ফলাফলের স্বীকৃতির জন্য ০১-১২-২০২১'এ ডিপার্টমেন্টাল রিসার্চ কমিটির জরুরি বৈঠক হয় এবং সেই বৈঠকেই প্রশান্তর ফলাফলকে মান্যতা দেওয়া হয়।

বিস্ময়কর বিষয় হল, ২০২১ সালে যখন প্রশান্ত কোর্স ওয়ার্ক করছেন তখন তিনি এলএলবি (রেগুলার কোর্স)-র ছাত্র। অর্থাৎ একইসঙ্গে দুটি রেগুলার কোর্সে পড়াশোনা করেছেন প্রশান্ত। যা আইনে কোনওভাবেই সম্ভব নয় বলেই জানিয়েছেন শিক্ষাবিদরা। উত্তরবঙ্গ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাক্তন রেজিস্ট্রার তাপসকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কথা, 'এ ক্ষেত্রে পদে পদে বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন ভাঙা হয়েছে। গোটা বিষয়টির তদন্ত হওয়া উচিত।'

সুবীরেশ ভট্টাচার্য উপাচার্য থাকাকালীনই একের পর এক আইন ও বিধি ভেঙে নানা অপকর্ম করেছেন প্রশান্ত। বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনও আধিকারিকই প্রশান্ত ইস্যুতে মুখ খুলতে চাইছেন না। তবে প্রশান্তর কুকীর্তিতে জড়িতদের কঠোর শাস্তির দাবি উঠেছে বিভিন্ন মহল থেকে। প্রশান্তর দুর্নীতি নিয়ে আলাদা তদন্ত কমিটি গঠনেরও দাবি উঠেছে।

চোপড়ার স্যালাইন

প্রথম পাতার পর

সার্বিকভাবে বাংলায় শিল্পে সমস্যার শেষ নেই। রাজ্যের শিল্পোদ্যোগীদের বিনিয়োগ তেমন উল্লেখযোগ্য নয়। ওষুধ শিল্প তেমনই। তার মধ্যে রাজ্যের একটি সংস্থার তৈরি স্যালাইন নিষিদ্ধ হয়ে গেল। সংস্থাটি আবার উত্তরবঙ্গের। যদিও গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হওয়ার জন্য দায় সেই সংস্থারই।

গত বছর নিষিদ্ধ করার পর স্বাস্থ্য ভবন দাবি করে, নিষিদ্ধ করা সত্ত্বেও ইচ্ছাকৃতভাবে চোখের আড়ালে এই স্যালাইন উৎপাদন করা হয়। তারপরই বিজ্ঞপ্তি দিয়ে ওই স্যালাইন ব্যবহারে নিষেধাজ্ঞা জারি হয়। এবার ফের গুণমান পরীক্ষায় রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন অনুত্তীর্ণ হওয়ায় বিতর্ক দানা বেঁধেছে।

'পশ্চিমবঙ্গ ফার্মাসিউটিক্যালস'-এর তৈরি রিঙ্গার্স ল্যাকটেট স্যালাইন ছাড়াও চলতি বছরে গুণমান পরীক্ষায় ব্যর্থ হল বিভিন্ন সংস্থার তৈরি ৪৫টি ওষুধের নির্দিষ্ট কিছু ব্যাচ। যার মধ্যে রয়েছে ফুসফুসে সংক্রমণ, সাইনাস, টনসিল, নাক-কান-গলার ইনফেকশন, কাশি ও রক্তচাপ নিয়ন্ত্রণ, বুকে যন্ত্রণা প্রশমন এবং কোলেস্টেরল নিয়ন্ত্রণের একাধিক ওষুধ।

তালিকায় রয়েছে হাওড়ার উলুবেড়িয়ার 'লাইফ ফার্মাসিউটিক্যালস প্রাইভেট লিমিটেড'-এর তৈরি ক্রোমোস্ট্যাট ইনজেকশন, জগাছার 'ডায়মন্ড ড্রাগস'-এর তৈরি ড্রায়েড অ্যালুমিনিয়াম জেল, কলকাতার 'সানি ইন্ডাস্ট্রিজ'-এর তৈরি পটাশিয়াম ক্লোরাইড ও 'ক্যাপলেট ইন্ডিয়া প্রাইভেট লিমিটেড'-এর তৈরি ওআরএস-এর একটি ব্যাচ।

গুজরাট, পঞ্জাব, হরিয়ানা, হিমাচলপ্রদেশ ও উত্তরাখণ্ড সহ একাধিক রাজ্যের বিভিন্ন সংস্থার তৈরি ওষুধও গুণমানের পরীক্ষায় ব্যর্থ হয়েছে। নির্দিষ্ট ওই ব্যাচের ওষুধগুলি আর ব্যবহার করা যাবে না বলে জানিয়ে দিয়েছে স্বাস্থ্য দপ্তর। যে ওষুধগুলি এখনও বাজারে রয়েছে, রোগীর নিরাপত্তার স্বার্থে সেগুলি সরিয়ে নেওয়ার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে।

পুজো-বৈঠক

কিশনগঞ্জ, ২০ জানুয়ারি : আসন্ন সরস্বতীপুজোয় কিশনগঞ্জে যাতে কোনও ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা না ঘটে সেইজন্য মঙ্গলবার কিশনগঞ্জ সদর থানা চত্বরে শান্তি সমিতির বৈঠক হয়। মহকুমা শাসক অনিকেত কুমার, মহকুমা পুলিশ আধিকারিক গৌতম কুমার, বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের নেতা ও বিশিষ্টজনেরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন। সরস্বতীপুজোয় খুদেদেরও সদর থানা থেকে অনুমতি নিতে হবে। এখনও পর্যন্ত ৫০০-রও বেশি পুজো কমিটিকে অনুমতি দেওয়া হয়েছে। পুজোর দিন শহরে ব্যাপক নিরাপত্তা ব্যবস্থা থাকবে বলে মহকুমা পুলিশ আধিকারিক জানান। প্রসঙ্গত, সরস্বতীপুজোকে কেন্দ্র করে সোমবার জেলা শাসক বিশাল রাজের চেম্বারেও একই কায়দায় বৈঠক হয়েছিল।

স্মারকলিপি

জটেশ্বর, ২০ জানুয়ারি : পশ্চিমবঙ্গে অনগ্রসর শ্রেণির সংরক্ষণ ব্যবস্থায় মুসলিম অনগ্রসর সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার সুরক্ষার দাবিতে উত্তরকন্যায় স্মারকপত্র দিল উত্তরবঙ্গ অনগ্রসর মুসলিম সংগ্রামী সমিতি।

সরস্বতীপুজোর কেনাকাটা। বিধান মার্কেটে মঙ্গলবার সূত্রধরের তোলা ছবি।

মাথায় ঠেকিয়ে বলল, পুজো না করলে...

যাঁরা পুজোর আয়োজন করেন, তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পান ঠাকুরমশাই জোগাড়ের ঝক্কি! অনেকেই মজার ছলে বলেন, সরস্বতীপুজোর দিন পুরোহিতদের চাহিদা সেলেব্রিটিদের চাইতে কম নয়। এই জনপ্রিয়তার মাশুলও গুনতে হয় তাঁদের।

প্রিয়দর্শিনী বিশ্বাস

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : সরস্বতীপুজো মানে শুধু সকাল সকাল স্নান সেরে অঞ্জলি কিংবা পাত পেড়ে খিচুড়ি খাওয়া নয়, পুরোহিত নিয়ে টানাটানিও এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। যাঁরা পুজোর আয়োজন করেন, তাঁরা হাড়ে হাড়ে টের পান ঠাকুরমশাই জোগাড়ের ঝক্কি! উলটো দিকও আছে। অনেকেই মজার ছলে বলেন, সরস্বতীপুজোর দিন পুরোহিতদের চাহিদা সেলেব্রিটিদের চাইতে কোনও অংশে কম নয়। এই জনপ্রিয়তার মাশুলও গুনতে হয় তাঁদের। বিচিত্র সব অভিজ্ঞতা। আর ক'দিনের অপেক্ষা। বাগদেবীর পুজোর আগে সেই মুহূর্তগুলোর স্মৃতিচারণ করলেন কয়েকজন।

এই যেমন, পুজো কমিটির সদস্যরা কারও হাত ধরে টানতে টানতে নিয়ে বসিয়েছেন আসনে, কারও শরীর থেকে নামাবলি খুলে ভয় দেখানো হয়েছে, তাঁদের পুজো না করলে ফেরত পাবেন না। এমনকি বাড়তি দক্ষিণার লোভও দেখানো হয়েছে অনেককে। পুজোয় বসেও তো শান্তি নেই। অন্য যজমানদের ফোন আসতে থাকে মুহুর্মুহু। বাইরে গেটে অপেক্ষায় তখন আরও কয়েকজন। যেন, বেরোনো মাত্র হাইজ্যাক করবেন। এদিকে, ফোন বেজেই চলেছে। বাধ্য হয়ে মন্ত্র থামাচ্ছেন তিনি। কখনও বা এক হাতে ধুনুচি ধরে... 'হ্যালো, রাস্তায় আছি। আর ১০ মিনিট'। সেই ১০ মিনিট যে বাঙালির সময়ের নিয়মে কতক্ষণে গিয়ে দাঁড়ায়, তা সকলেরই জানা।

মঙ্গলবার কথা হচ্ছিল বিশ্বজিৎ পাঠকের সঙ্গে। বললেন, "আমি তখন অনেক ছোট। অষ্টম কি নবম শ্রেণিতে পড়ি। উপনয়ন হয়ে

এআই

গিয়েছে। মাঝেমধ্যে পুজো করতে বের হই। সুভাষপল্লি দিয়ে হেঁটে যাচ্ছিলাম এক যজমানের বাড়িতে। সেসময় হঠাৎ অনুভব করলাম, আমার মাথার পেছনে একটা শক্ত জিনিস ঠেকানো হল। পেছন থেকেই অচেনা এক ব্যক্তি বললেন, 'বন্দুক ধরা আছে, এক্ষুনি আমাদের পুজো করে দিয়ে যেতে হবে, নাহলে বিপদ আছে'।"

এটুকু বলে হেসে লুটোপুটি খাচ্ছিলেন বিশ্বজিৎ। খানিকক্ষণ বাদে বলে উঠলেন, 'তখন অল্পবয়স। ওই কথা শুনে শরীর ঠান্ডা হয়ে গিয়েছিল।' বুকে ভয় নিয়েই পুজো সারার পর বাড়ির মালিক খোলসা করেন ব্যাপারটি। বিশ্বজিৎ জানতে পারেন, আদপে তাঁর মাথার পেছনে একটি কাঠের টুকরো ঠেকিয়ে ভয় দেখানো হয়েছিল। দীর্ঘ ১৭-১৮ বছরের পুরোহিত জীবনে ওইদিনের ঘটনা এখনও তাঁর কাছে সেরা স্মৃতি।

বিশ্বজিৎ বলে চলেন, 'স্কুল-কলেজগুলোতে অঞ্জলি দেওয়ার পর ঠাকুরমশাইকে প্রণাম পর্ব চলে। পড়ুয়ারা ভাবে, অঞ্জলি দিলাম, দক্ষিণা দিলাম কিন্তু ঠাকুরমশাইকে প্রণামটা যদি না করি তাহলে হয়তো পরীক্ষায় কম নম্বর পাব। একে একে সকলের প্রণাম নিতেও তো অনেকটা সময় লেগে যায়। ততক্ষণে যজমানদের পরপর ফোন ঢুকতে থাকে, না তুললে খারাপ দেখায়। তাই বাধ্য হয়েই মিথ্যে বলি, 'এই তো রাস্তায়', 'পাঁচ মিনিটে ঢুকছি'। একবার শান্তিনগরে সরস্বতীপুজো করতে যাচ্ছিলেন জয় চক্রবর্তী। সেসময় নাকি আচমকা তাঁর রাস্তা আটকে দাঁড়ায় জনাকয়েক বাচ্চা আর বৃদ্ধ। নামাবলি টেনে দৌড় দেয় তারা। দূর থেকেই বলে, পুজো করলে নামাবলি ফেরত পাওয়া যাবে। নচেৎ নয়। বেকায়দায় পড়ে শেষমেশ ওই পুজো সেরে যজমানের বাড়িতে যেতে হয়েছিল। স্কুটার আটকে রীতিমতো ধুতি নিয়ে টানাটানি করেছিল একদল খুদে। এদিক-ওদিক হলেই কেলেঙ্কারি হয়ে যেত সেদিন। পুজোটা করেছিলেন প্রিয়াংশু চক্রবর্তী। এদিন দাবি করলেন, 'কয়েক বছর আগে আশ্রমপাড়ায় এই ঘটনাটি ঘটে। সম্মান বাঁচানোর তাগিদে পাশাপাশি বাচ্চাগুলোকে দেখে মায়াও হচ্ছিল। অনেকক্ষণ উপোস। পুরোহিত পাচ্ছে না। পরে ওরা ক্ষমা চেয়ে নেয় নিজেদের কাজের জন্য।'

মনোজ চক্রবর্তীর সঙ্গে অবশ্য সেয়ানে-সেয়ানে টক্কর হত। আটকে রাখা, ব্যাগ নিয়ে চলে যাওয়া ইত্যাদি। তবে, লাভ হয়নি। পুজো করবেন না বলে তিনিও হাত গুটিয়ে বসে থাকতেন। বর্তমানে শিলিগুড়ির বাসিন্দা হলেও মনোজের পুরোনো বাড়ি বেলাকোবায়। তাঁর কথায়, 'এক বছর একটি পাড়ায় আমার ৭টি পুজো করার কথা ছিল। কিন্তু সেখানে ৩০টি বাড়ি। গোটা পাড়া ভেবে রেখেছিল, ৭ বাড়ির পুজো শেষ হলে আমাকে দিয়েই বাকি পুজো করিয়ে নেবে। সেইমতো ওরা আমাকে আটকেও দেয়। প্রায় এক ঘণ্টা পর সবাই হাল ছেড়ে দিয়েছিল।' সাইকেলে তালা মেরে দেওয়া, ব্যাগ নিয়ে উধাও হওয়া- এমন নানা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হয়েছেন ভক্তিনগরের দেবজিৎ চক্রবর্তীও।

এঁদের মতো আরও অনেকেই অদ্ভুত সব পরিস্থিতির মুখোমুখি হন এই দিনটিতে। এবারও যে কমবেশি হবেন, সেই সম্ভাবনাও প্রবল। তবে, সেভাবে বিরক্ত হন না কেউ। আসলে, সব জোরাজুরি তো দেবীর জন্য।

দেশপ্রেম ও পুজোর ফ্যাশন

তমালিকা দে

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : লাল পাড়-সাদা শাড়িতে কেমন লাগবে বোঝার জন্য এক খুদেকে তার মা দোকানেই শাড়িটি পরিয়ে দেখছিলেন। তার পাশে আরেক খুদেকে হলুদ রংয়ের শাড়ি পরাচ্ছিলেন তার মা। শাড়ি পরে খুদেরাও বেশ খুশি। ছবিটি বিধান মার্কেটের একটি দোকানের। সামনেই সরস্বতীপুজো, তাই দোকানগুলির দিকে তাকালে চোখে পড়বে রংবেরংয়ের বাচ্চাদের শাড়ি ঝোলানো রয়েছে। এরমধ্যে সাদা ও হলুদ রংয়ের শাড়িই বেশি। তবে বাচ্চাদের শাড়ি পরানো মুখের কথা নয়। তাই বাজারে রেডি টু ওয়্যার শাড়ি মিলছে।

তবে শুধু সরস্বতীপুজো নয়, সামনে নেতাজির জন্মজয়ন্তী যেমন রয়েছে তেমনি রয়েছে প্রজাতন্ত্র দিবস। তাই শাড়ির পাশাপাশি দোকানগুলিতে আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের পোশাকের মতো জামা, সাদা পায়জামা-পাঞ্জাবির সঙ্গে ভারতের জাতীয় পতাকার তিন রং দেওয়া জহর কোট মিলছে। ২৩ জানুয়ারি ও প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে স্কুলের পাশাপাশি বিভিন্ন সংস্থার তরফেও দিনটি পালন করা হয়। সেখানে ছোটরা বিভিন্ন অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে। তাই বাড়ির খুদে সদস্যদের জন্য অনেকে এই শাড়ি ও জামাগুলি কিনছেন। শুধু বিধান মার্কেট নয়, মহাবীরস্থান ও হিলকার্ট রোডের দোকানে জামাগুলি বিক্রি হচ্ছে। অনেকেই এই সময় এই ধরনের জামাগুলির খোঁজ করেন তাই দোকানে বাচ্চাদের শাড়ির পাশাপাশি বাহারি পোশাকও রেখেছেন বলে জানান মহাবীরস্থানের একটি জামাকাপড়ের দোকানের কর্মী ধীরেন রায়। নেতাজির জন্মজয়ন্তী ও

- আজাদ হিন্দ ফৌজের সদস্যদের পোশাকের নকশায় বানানো জামা
- ভারতের জাতীয় পতাকার তিন রং দেওয়া জহর কোট
- বাচ্চাদের জন্য রেডি টু ওয়্যার শাড়ি
- বয়স এবং ডিজাইন অনুযায়ী এক-একটি শাড়ি ও জামার দাম এক-একরকম

প্রজাতন্ত্র দিবস উপলক্ষ্যে এধরনের জামার বিক্রি অনেকটা বেড়েছে বলে জানালেন বিধান মার্কেটের ব্যবসায়ী জয় সরকার। বয়স এবং ডিজাইন অনুযায়ী এক-একটি শাড়ি ও জামার দাম এক-একরকম।

বিধান মার্কেটে দাঁড়িয়ে শান্তিপাড়ার বাসিন্দা মণি চট্টরাজ বলেন, 'এবছর সরস্বতীপুজোর দিন মেয়েকে হাতেখড়ি দেব। তাই বাজারে এসেছি মেয়ের জন্য রেডি টু ওয়্যার শাড়ি কিনতে।'

সুস্থ হয়ে ফিরলেন তরুণ

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ির মণিপাল হাসপাতালের চিকিৎসকদের দলগত সাফল্যে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফিরলেন কিশনগঞ্জের তরুণ। ঘুড়ি ওড়াতে গিয়ে ছাদ থেকে পড়ে গুরুতর চোট পান বছর ২২-এর ছাত্র। অচৈতন্য অবস্থায় তাঁকে তড়িঘড়ি স্থানান্তরিত করা হয় শিলিগুড়ির মণিপাল হাসপাতালে। ঘটনা গত ৩ জানুয়ারির।

এরপর ইমার্জেন্সি মেডিসিন বিশেষজ্ঞ ডাঃ সিঁথি পাল সহ অভিজ্ঞ চিকিৎসকের একটি দল পরিস্থিতি পর্যালোচনা করে তাঁকে আইসিইউ-তে স্থানান্তরিত করেন। সিঁথি ছাড়াও ওই দলে ছিলেন ডাঃ অনুরূপ সাহা, ডাঃ শমিত পাড়ুয়া, ডাঃ শৈবাম জয়া লিমা, ডাঃ পেনজিং দাইচেন ভুটিয়া, ডাঃ মনোজ আগরওয়াল এবং ডাঃ পঙ্কজ কুমার।

জানা গিয়েছে, অত্যাধুনিক চিকিৎসায় সাড়া দিয়ে গত ৭ জানুয়ারি সুস্থ হয়ে হাসপাতাল থেকে ছাড়া পেয়েছেন ওই তরুণ। এ বিষয়ে ডাঃ সিঁথি বলেন, 'দ্রুত হস্তক্ষেপ, একাধিক বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকের যথাযথ বোঝাপড়ার ফলে ওই পড়ুয়াকে সুস্থ করে তোলা সম্ভব হয়েছে।'

পুষ্প প্রদর্শনীর নির্ঘণ্ট ঘোষণা

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি বিধান মার্কেট ব্যবসায়ী সমিতির উদ্যোগে ২৩ জানুয়ারি থেকে শুরু হতে চলেছে ২৭তম পুষ্প প্রদর্শনী। চলবে ২৬ জানুয়ারি পর্যন্ত। উদ্যোক্তারা জানিয়েছেন, নানা রং ও প্রজাতির ফুল-সবজি প্রদর্শনীর পাশাপাশি রক্তদান শিবির, বসে আঁকো প্রতিযোগিতা সহ বিভিন্ন অনুষ্ঠান আয়োজন করা হবে। প্রদর্শনীর কনভেনার অসীম কর্মকার বলেন, 'যাদের গাছ বিচারকের বিচারে সেরা হবে তাদের পুরস্কৃত করা হবে।'

আবর্জনার দুর্গন্ধে অতিষ্ঠ

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : বর্ষার সময় যে রাস্তায় জলের জন্য বোঝা যেত না খানাখন্দ, ঘটত দুর্ঘটনা। এখন সেখানে খেতে হচ্ছে হোঁচট, শরীরে মাখতে হচ্ছে ধুলো। রাস্তার এমন বেহাল অবস্থায় ভোটের মুখে ক্ষোভ বাড়ছে শহরের ৩৯ নম্বর ওয়ার্ডের শিবরামপল্লি এলাকায়।

একাধিক রাস্তাই খানাখন্দে ভরা। অধিকাংশ রাস্তাতেই পিচের প্রলেপ উঠে গিয়েছে বহুদিন আগে। গাড়ি গেলে চারিদিক ধুলোয় ঢেকে যায়। পাশাপাশি, নিকাশিনালাগুলির অবস্থাও বেহাল। নালার মধ্যে নোংরা জল ও আবর্জনা জমে থাকছে। নোংরা জল জমে থাকায় মশার লার্ভা সর্বত্র। মশার উপদ্রবে বিরক্ত এবং আতঙ্কিত স্থানীয়রা। আবর্জনার স্তূপ থেকে দুর্গন্ধ ছড়াচ্ছে, দূষিত হচ্ছে পরিবেশ। খাবারের খোঁজে গবাদিপশুর ভিড় সেখানে। স্থানীয় বিশ্বজিৎ রায়, সুস্মিতা কর্মকারদের গলায় হতাশার সুর, প্রশাসনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। কাউন্সিলার পিংকি সাহার বক্তব্য, 'ওই এলাকার রাস্তাগুলি সংস্কারের জন্য আমাদের পাড়া আমাদের সমাধান প্রকল্পে দেওয়া হয়েছে।' আবর্জনা জমে থাকা নিয়ে তাঁর সাফাই, 'আমি দ্রুত এই সমস্যাগুলি সমাধানের ব্যবস্থা করব।'

গ্রেপ্তার চার

শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : সন্দেহজনকভাবে ঘোরাঘুরি করতে দেখে সোমবার গভীর রাতে প্রধাননগর থানা এলাকার বিআরআই কলোনি থেকে চার তরুণকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ। তাঁরা অপরাধমূলক কাজ ঘটানোর উদ্দেশে একজোট হয়েছিল বলে পুলিশের দাবি। ধৃতদের নাম তানিশ রায়, প্রকাশ দোরজি, সূরজ খাটি এবং দিলীপ বিশ্বকর্মা। তানিশ কালিম্পংয়ের, প্রকাশ প্রধাননগরের, সূরজ দেবীডাঙ্গার এবং দিলীপ গুরুংবস্তির বাসিন্দা। মঙ্গলবার ধৃতদের শিলিগুড়ি আদালতে তোলা হলে বিচারক ১৪ দিনের জেল হেপাজতের নির্দেশ দেন।

অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায় ভারতের বৃহত্তম গ্রিন এনার্জি বিপ্লব

শিলিগুড়ির কৃতী সন্তানের হাত ধরে সাফল্য

অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায় গ্রিন অ্যামোনিয়া প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু।

শিলিগুড়ি শহরের বাসিন্দা উত্তম দাসের উদ্ভাবনী মডেল আজ ভারতের ইতিহাসে নতুন অধ্যায় যোগ করল! তাঁর তৈরি মডেলের ওপর ভিত্তি করে অন্ধ্রপ্রদেশের কাকিনাড়ায় (Kakinada) তৈরি হতে চলেছে ভারতের বৃহত্তম **গ্রিন অ্যামোনিয়া এবং গ্রিন হাইড্রোজেন প্রকল্প**

ঐতিহাসিক সূচনা গত ১৭ই জানুয়ারি, ২০২৬ অন্ধ্রপ্রদেশের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু এবং উপ-মুখ্যমন্ত্রী পবন কল্যাণ এই মেগা প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন ও মাইলফলক উন্মোচন করেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত এম গ্রিন কোম্পানির সিইও অনিল চালামালাশেট্টি এই মডেলের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

প্রকল্পের বিশেষত্ব ও বিশ্বজোড়া স্বীকৃতি

- আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন উত্তম দাসের এই মডেলটি জার্মানি, সুইৎজারল্যান্ড, কাতার, ইতালি এবং সিঙ্গাপুরে প্রদর্শিত ও প্রশংসিত হয়েছে।
- **বিশাল কর্মযজ্ঞ** ১৩,০০০ কোটি টাকার বিশাল বিনিয়োগে তৈরি এই প্রকল্পে প্রায় ৮,০০০ মানুষের কর্মসংস্থান হবে।
- **লক্ষ্য** ভারতকে আন্তর্জাতিক বাজারে গ্রিন হাইড্রোজেন ও গ্রিন অ্যামোনিয়ার প্রধান রপ্তানিকারক দেশ হিসেবে প্রতিষ্ঠা করবে।

ভবিষ্যতের দিশা এই প্রকল্প অন্ধ্রপ্রদেশকে ভারতের গ্রিন এনার্জি বা দূষণমুক্ত জ্বালানি রূপান্তরের কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত করবে। আর এই বিশাল কর্মকাণ্ডের মূল কারিগর শিলিগুড়ি শহরের সন্তান।

শিলিগুড়ির মেধা আজ বিশ্বমঞ্চে সমাদৃত। উত্তম দাসের এই সাফল্য আমাদের সকলের অনুপ্রেরণা।

শিলিগুড়ির কৃতী উত্তম দাসের তৈরি গ্রিন অ্যামোনিয়া প্রকল্পের মডেল দেখছেন মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডু।

কিছু মানুষ সংসার চালানোর তাগিদে, কিছুজন অন্যের প্রয়োজনের কথা ভেবে রাজপথে রাত জাগেন। নিশিযাপনেই তাঁদের জীবন-জীবিকা চলে।

ফাঁকা রাজপথে সংসারের ঘানি টানেন ওঁরা

রাতজাগা শহর

অরুণ ঝা

ইসলামপুর, ২০ জানুয়ারি : কিছু মানুষ সংসার চালানোর তাগিদে, কিছুজন অন্যের প্রয়োজনের কথা ভেবে রাজপথে রাত জাগেন। নিশিযাপনেই তাঁদের জীবন-জীবিকা চলে। দিনের পর দিন, বছরের পর বছর ধরে।

সোমবার তখন রাত প্রায় সাড়ে বারোটা। ইসলামপুর পুর টার্মিনাসে হাটগাঁও থেকে দুই তরুণ মিষ্টির দোকানে এলেন। তাঁদের এক পরিচিতর মৃত্যু হয়েছে। শ্মশানবন্ধুদের জন্য ৮০টি মিষ্টি প্রয়োজন। তাড়াহুড়ো করে বেরিয়েও গেলেন। দোকানের মালিক শ্যামল কুণ্ডু বললেন, 'আগামীকাল টাকা দিয়ে যাবে। আমি ওদের চিনি।'

এত রাত পর্যন্ত দোকান খোলা রাখেন কেন? শ্যামলের উত্তর, '২০০২ সাল থেকে এটা অভ্যাসে পরিণত হয়েছে।' এরপর ইশারায় বললেন, 'ওঁদের দেখছেন, কফি খেয়ে বাড়ি ফিরবেন। রাত ১টা পর্যন্ত খোলা রাখি। টুকটাক ব্যবসা হয়। কিন্তু, আর দোকান খোলা রাখে না বলে অন্যের প্রয়োজন মেটানোর তাগিদটাই বড়।'

রাত পৌনে একটা নাগাদ বিজয় দাসের ওষুধের দোকানে জনাপাঁচেক তরুণ রাজনৈতিক তর্জায় মশগুল। এটাই রেওয়াজ। আচমকা হন্তদন্ত হয়ে সেখানে এলেন থানা কলোনির বাসিন্দা সুমন রায়। নিকট আত্মীয়ের জন্য জীবনদায়ী ওষুধ দরকার। বিজয়কে ধন্যবাদ জানিয়ে বাইক স্টার্ট দিয়ে ছুটলেন সুমন। ইসলামপুর শহরে অত রাতে আর একটিও ওষুধের দোকান খোলা থাকে না। ফলে জরুরি প্রয়োজনে 'বিজয় আছে তো' এখানকার ওপেন সিক্রেট। তিনি বললেন, 'রাত দুটো অবধি খোলা থাকে। বহু মানুষের উপকার হয় দেখেছি। তাই চালিয়ে যাব।'

শহরের একাংশ ঘুরে রাত প্রায় ১টা ৪০ মিনিট নাগাদ কংগ্রেস রোডে পৌঁছাতেই দেখা গেল, এক

ইসলামপুরের পিডব্লিউডি মোড়ে টোটো নিয়ে যাত্রীর অপেক্ষায়।

ব্যক্তি পায়চারি করছেন। কী নাম? এত রাতে রাস্তায় কেন? জবাব এল, 'আমার নাম শিপেন রায়। বাড়ি বলঞ্চা। নাইটগার্ড হিসেবে আছি।' দিনে তিনি রংমিস্ত্রি। রাতে ওই রোডে থাকা দোকানগুলোর নিরাপত্তার দায়িত্বে।

- দিনরাত জেগে অসুস্থ হয়ে পড়বেন তো!

দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে শিপেনের প্রতিক্রিয়া, 'পরিবারে চারজন সদস্য। সকলেই আমার আয়ের ওপর নির্ভরশীল। তাই করি।'

কথা বলতে বলতেই ঘড়ির কাঁটা দুটো ছুঁল। শিপেনকে বিদায় জানিয়ে পুরোনো বাসস্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় গিয়ে দেখা হল, জনাছয়েক মানুষ বসে রয়েছেন। বাইক দাঁড় করাতেই সকলে যেন সতর্ক হয়ে গেলেন। লরিতে সামগ্রী লোড করার জন্য রোজ মালিকপক্ষের ডাকের অপেক্ষা করেন এখানে।

তাঁদের মধ্যে ষাটোর্ধ্ব এজাবুল হক গোয়ালপোখর থানার দেওনার বাসিন্দা। একগাল হেসে তাঁর কথা, 'মাসে ১৫ দিন রাত জেগে এই কাজ করি। কাজ অনুযায়ী ৭০০ থেকে ৯০০ টাকা মজুরি পাই। করব কী বাবু, ছয়জনের সংসার যে আমার ঘাড়েই।'

এমন সময় পাশ দিয়ে জোর গতিতে টোটো নিয়ে যাত্রীর সন্ধানে পিডব্লিউডি মোড়ের দিকে বেরিয়ে গেলেন ৫৫ বছরের রামগঞ্জের মহম্মদ মজিদ। তাঁর পিছু নিয়ে পিডব্লিউডি মোড়ে এসে দাঁড়াতেই টোটোচালক রঞ্জিত রামের সঙ্গে দেখা। তখন রাত প্রায় আড়াইটা।

'আজ যাত্রী নেই মনে হয়। নাইট সুপারগুলি সোজা বেরিয়ে যাচ্ছে', মজিদের কাছে আক্ষেপ করলেন রঞ্জিত। ইসলামপুর থেকে রামগঞ্জের দূরত্ব ১২ কিলোমিটার। মজিদের জীবনকাহিনী, 'রাত ৮টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত টোটো চালাই। পাঁচজনের পরিবারের পেট পালতে কাজ করে যেতেই হবে। ঘুম কাটাতে এই মোড়ে গোবিন্দদার চায়ের দোকানে খাই। অসুস্থ থাকায় আজ তিনি খোলেননি।'

হাসপাতাল গেটের কাছেই মহম্মদ রিজওয়ানের ভাতের হোটেল ও চায়ের দোকান। রাত পৌনে তিনটা নাগাদ পায়ে টানা ভ্যান নিয়ে চা খেতে ঢুকলেন শ্যামল মণ্ডল। নাইট সুপারে কলকাতা সহ বিভিন্ন এলাকা থেকে যা ব্যবসায়িক সামগ্রী আসে, শ্যামলের টিমই নামিয়ে ভ্যানে চাপিয়ে পৌঁছে দেয়। গত প্রায় আড়াই দশক ধরে এই কাজ করে চলেছেন।

নেপালের কাঠমান্ডুর বাসিন্দা পেশায় নাইটগার্ড আশিস শাহি। ডিউটিতে ভাইকে রেখে রিজওয়ানের চা খেতে এসেছিলেন। এদিকে, ভোরের আলো ফুটতে শুরু করেছে। ঘুম ভাঙা পাখিদের কলরব বাড়তে শুরু করেছে। তারাও হয়তো আশিস, মজিদের মতো দিন বদলের স্বপ্ন দেখে।

বাংলার কণ্ঠস্বর বিজেপি মোদি

আমার বস, নীতিন বরণে মন্তব্য প্রধানমন্ত্রীর

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : নীতিন নবীনের হাত ধরে বিজেপিতে এবার 'মিলেনিয়াল' যুগের সূচনা হল। বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি হিসেবে মঙ্গলবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাঁর নাম ঘোষণা করতেই হর্ষধ্বনিতে ফেটে পড়ল দলের সদর দপ্তর। জেপি নাড্ডার ব্যাটন নীতিনের হাতে তুলে লাড্ডু খাইয়ে, ফুলের মালা পরিয়ে বিজেপিতে 'নবীন-বরণ' করে নেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। পরে দলের নেতা-কর্মীদের সঙ্গে তাঁর পরিচয় করিয়ে নমোর সদর্পে ঘোষণা, 'মাননীয় নীতিন নবীনজি... আমি একজন কর্মীমাত্র আর আপনি আমারও বস। নীতিন নবীন আমাদের সবার সভাপতি।'

নতুন সভাপতিকে প্রথম দিনই মোদি বুঝিয়ে দিয়েছেন, পশ্চিমবঙ্গ সহ চার রাজ্য ও এক কেন্দ্রশাসিত অঞ্চলের আসন্ন বিধানসভা ভোটই তাঁদের পাখির চোখ। সেই বৈতরণি পার করতে তাই অন্যতম প্রধান কান্ডারি হতে হবে বিহারের প্রাক্তন সড়ক ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রীকে।

মোদির সাফ কথা, 'গত ১১ বছরে বিজেপির ওপর মানুষের ভরসা ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তেলেঙ্গানায় বিজেপি জনতার কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে। দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার সুবাদে সরকারের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল হয়। বিজেপি সেই প্রথা ভেঙে দিয়েছে। গত দেড়-দু'বছরে বিজেপির ওপর মানুষের ভরসা আরও মজবুত হয়েছে। বিধানসভা বা স্থানীয় নির্বাচনে বিজেপির স্ট্রাইক রেট অভূতপূর্ব।' আসন্ন পাঁচ রাজ্যের বিধানসভা ভোটে বিজেপির সাফল্য নিয়ে প্রত্যয়ী বার্তা শোনা গিয়েছে নীতিন নবীনের মুখেও। বিজেপির বাংলা দখলের স্বপ্ন স্বপ্নই থেকে যাবে বলে পালটা কটাক্ষ করেছেন কলকাতার মহানাগরিক তথা রাজ্যের মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। তিনি বলেন, 'যেখানে বিজেপির ডাবল ইঞ্জিনের সরকার আছে, সেখানে মানুষের সমস্যা বেশি।'

নীতিন নবীনের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হওয়ার পাশাপাশি প্রধানমন্ত্রীর মুখে এদিন দেশ থেকে অনুপ্রবেশকারীদের খুঁজে বের করে তাড়ানোর হুঁশিয়ারিও শোনা গিয়েছে। অনুপ্রবেশকারী এবং শহুরে নকশালদের দেশের নিরাপত্তার পক্ষে বড় বিপদ বলেও দাবি করেন তিনি। তৃণমূলের নাম না করে মোদি বলেছেন, 'যে সমস্ত রাজনৈতিক দল ভোটব্যাংকের রাজনীতির কারণে অনুপ্রবেশকারীদের রক্ষা করছে, আমরা পূর্ণশক্তি দিয়ে তাদের মুখোশটা জনগণের সামনে খুলে দেব।'

নতুন সভাপতিকে শুভেচ্ছা প্রধানমন্ত্রীর। মঙ্গলবার নয়াদিল্লিতে।

প্রধানমন্ত্রীর কথায়, 'আজ আমাদের দেশ অনুপ্রবেশকারীদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ চ্যালেঞ্জের মুখে দাঁড়িয়ে। বিশ্বের শক্তিশালী রাষ্ট্রগুলিও এখন তাদের দেশে অনুপ্রবেশকারীদের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপ করছে এবং তাদের ফেরত পাঠাচ্ছে। কোনও দেশ অনুপ্রবেশকারীদের বরদাস্ত করে না। অনুপ্রবেশকারীরা যেভাবে আমাদের দেশের গরিব ও তরুণদের অধিকার খর্ব করছে, ভারত সেটা কিছুতেই মেনে নেবে না। দেশের নিরাপত্তার পক্ষে সাংঘাতিক বিপদ এই অনুপ্রবেশকারীরা। তাদের খুঁজে বের করে নিজেদের দেশে ফেরত পাঠানো অত্যন্ত জরুরি।'

বস্তুত, পশ্চিমবঙ্গে আসন্ন বিধানসভা ভোটে অনুপ্রবেশ ইস্যুটিই বিজেপির অন্যতম তুরুপের তাস। এসআইআরের মাধ্যমে ভুয়ো ভোটারের অছিলায় অনুপ্রবেশকারী ও বাংলাদেশি রোহিঙ্গাদের খুঁজে বের করে দেশ থেকে তাড়ানোর হুঁশিয়ারি প্রায়ই শোনা যায় বিজেপির কেন্দ্রীয় ও রাজ্য নেতাদের গলায়। বাংলাদেশি সন্দেহে বীরভূমের বাসিন্দা সোনালি বিবিকে কাঁটাতারের ওপারে পুশ ব্যাক করা হয়েছিল। শেষমেশ সুপ্রিম কোর্টের নির্দেশে তাঁকে ফিরিয়ে আনতে বাধ্য হয় কেন্দ্র। বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী সন্দেহে ভিনরাজ্যে পশ্চিমবঙ্গের বাসিন্দাদের হেনস্তার অভিযোগও উঠছে প্রায় প্রতিদিন। জবাবে তৃণমূল অনুপ্রবেশকারীদের ভোটে পুষ্ট হয় বলে পালটা অভিযোগ তোলে গেরুয়া শিবির। এই অবস্থায়

> **গত ১১ বছরে বিজেপির ওপর মানুষের ভরসা ক্রমশ বাড়ছে। পশ্চিমবঙ্গ ও তেলেঙ্গানায় বিজেপি জনতার কণ্ঠস্বরে পরিণত হয়েছে।**
>
> -নরেন্দ্র মোদি

প্রধানমন্ত্রী যেভাবে অনুপ্রবেশ নিয়ে কড়া বার্তা দিয়েছেন তাতে ভোটের মুখে পশ্চিমবঙ্গের রাজনীতির পারদ আরও চড়বে বলেই মনে করা হচ্ছে। শহুরে নকশালরাও দেশের পক্ষে বড় চ্যালেঞ্জ বলে এদিন জানিয়েছেন মোদি।

তরুণ প্রজন্মকে কাছে টানার বার্তা দিয়েছেন প্রধানমন্ত্রী। তিনি বলেন, 'এখনকার ভাষায় বলতে গেলে নীতিনজি একজন মিলেনিয়াল। উনি সেই প্রজন্মের মানুষ যারা ভারতের গুরুত্বপূর্ণ অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং প্রযুক্তিগত রূপান্তরের সাক্ষী।' মোদি বলেন, 'নীতিন নবীন এমন এক প্রজন্মের মানুষ যাঁরা ছোটবেলায় রেডিও থেকে তথ্য পেতেন আর এখন এআই-এর সক্রিয় ব্যবহারকারী। নীতিনজির মধ্যে তারুণ্যের শক্তিও রয়েছে আবার সাংগঠনিক কাজকর্মের ব্যাপক অভিজ্ঞতাও রয়েছে। এটা আমাদের দলের প্রতিটি কর্মীর পক্ষেই উপযোগী।'

সুপ্রিম রোষে মানেকা

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : পথকুকুর মামলার রায় নিয়ে বিরূপ মন্তব্য করায় প্রাক্তন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী তথা পশুপ্রেমী মানেকা গান্ধিকে তীব্র ভাষায় ভর্ৎসনা করল সুপ্রিম কোর্ট। মঙ্গলবার একটি পডকাস্টে মানেকার শরীরী ভাষা এবং আদালতের প্রতি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চরম অসন্তোষ প্রকাশ করে বিচারপতি বিক্রম নাথ, বিচারপতি সন্দীপ মেহতা এবং বিচারপতি এন.ভি. আঞ্জারিয়ার বেঞ্চ।

শুনানি চলাকালীন মানেকার আইনজীবী রাজু রামচন্দ্রন যখন আদালতের মন্তব্য নিয়ে সওয়াল করছিলেন, তখন বিচারপতিরা ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, 'আপনার মক্কেল পডকাস্টে কী ধরনের মন্তব্য করেছেন, শুনেছেন? ওঁর শরীরী ভাষা দেখেছেন? উনি কোনও চিন্তাভাবনা না করেই সবার বিরুদ্ধে কথা বলেছেন।' এর জবাবে

পথকুকুর মামলা

আইনজীবী রামচন্দ্রন জানান, তিনি মুম্বই হামলার জঙ্গি আজমল কাসভের হয়েও লড়েছিলেন। তখন বিচারপতি নাথ পালটা বলেন, 'আজমল কাসভও আদালতের অবমাননা করেনি, কিন্তু আপনার মক্কেল করেছেন।'

বিচারপতিরা প্রশ্ন তোলেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী থাকাকালীন মানেকা গান্ধি পথকুকুর সমস্যার সমাধানে কতটা 'বাজেট বরাদ্দ' করতে সাহায্য করেছিলেন? আদালত স্পষ্ট জানায়, শুধুমাত্র 'মহত্ত্ব' দেখিয়েই তাঁরা মানেকার বিরুদ্ধে আদালত অবমাননার মামলা শুরু করছেন না।

গত বছর শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও হাসপাতাল চত্বর থেকে পথকুকুর সরানো নিয়ে আদালতের নির্দেশকে 'অবাস্তব' বলে সমালোচনা করেছিলেন মানেকা।

'ট্যারিফ' আতঙ্কে ধস

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি : সোমবারের পর মঙ্গলবারও ধস নামল শেয়ার বাজারে। সেনসেক্স এদিন ১০৬৫.৭১ পয়েন্ট নেমে পৌঁছেছে ৮২১৮০.৪৭ পয়েন্টে। একইভাবে নিফটি ৩৫৩ পয়েন্ট খুইয়ে থিতু হয়েছে ২৫২৩২.৫০ পয়েন্টে। দু'দিনের পতনেই লগ্নিকারীরা ১২ লক্ষ কোটি টাকারও বেশি সম্পদ খুইয়েছেন।

বিশেষজ্ঞরা জানিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ড ইস্যুতে আমেরিকার বিরোধিতা করায় ইউরোপের ৮টি দেশের ওপর ট্যারিফ বসানোর হুমকি দিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প। এই হুমকির জেরে সারা বিশ্বের শেয়ার বাজারে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে। এর প্রভাব পড়েছে এদেশেও।

নীল আকাশের নীচে... *মঙ্গলবার হিমাচলের স্পিতি ভ্যালিতে।*

সব চুক্তির সেরা, বার্তা ইইউ প্রধানের

ভারত-ইউরোপীয় ইউনিয়নের বাণিজ্য সমঝোতা

দাভোস, ২০ জানুয়ারি : সুইৎজারল্যান্ডের দাভোসে বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামের মঞ্চে দাঁড়িয়ে ভারত ও ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) মধ্যে প্রস্তাবিত মুক্ত বাণিজ্য চুক্তিকে 'মাদার অফ অল ডিলস' বা 'সব চুক্তির সেরা' বলে অভিহিত করলেন ইউরোপীয় কমিশনের প্রেসিডেন্ট উরসুলা ভন ডার লেয়েন। মঙ্গলবার এক ভাষণে তিনি জানান, দু-পক্ষই এখন সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এই চুক্তি হলে প্রায় ২০০ কোটি মানুষের এক বিশাল বাজার তৈরি হবে, যা বিশ্বের মোট জিডিপি-র প্রায় এক-চতুর্থাংশ।

উরসুলা বলেন, 'এখনও কিছু কাজ বাকি থাকলেও আমরা এক ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তির দোরগোড়ায়। কেউ কেউ একে সব চুক্তির সেরা বলছেন। ইউরোপ সর্বদা বিশ্বকে বেছে নেয় এবং বিশ্বও ইউরোপকে বেছে নিতে প্রস্তুত।' বাণিজ্য চুক্তিকে চূড়ান্ত রূপ দিতে আগামী সপ্তাহে উরসুলা ভারত সফরে আসছেন। ২৬ জানুয়ারি দিল্লিতে প্রজাতন্ত্র দিবসের কুচকাওয়াজে তিনি এবং ইউরোপীয় কাউন্সিলের প্রেসিডেন্ট আন্তোনিও কস্তা প্রধান অতিথি হিসেবে হাজির থাকবেন। ২৭ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদির সঙ্গে ভারত-ইইউ শিখর সম্মেলনে অংশ নেবেন তাঁরা।

দাভোসে যখন ভারত-ইউরোপ মৈত্রী দানা বাঁধছে, ঠিক তখনই মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের উপস্থিতি ঘিরে তৈরি হয়েছে চরম অনিশ্চয়তা ও উত্তেজনা। ছয় বছর পর দাভোসের বিশ্ব অর্থনৈতিক ফোরামে যোগ দিতে চলেছেন ট্রাম্প। তবে তাঁর এই প্রত্যাবর্তন ঘটছে এক সংঘাতপূর্ণ আবহে। গ্রিনল্যান্ড দখল ইস্যুতে ইউরোপের আটটি দেশের ওপর ১০ শতাংশ শুল্ক চাপিয়ে ট্রাম্প ইতিমধ্যেই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন। তাঁর দাবি, প্রথাগত আন্তর্জাতিক নিয়মনীতি ও জোটের দিন শেষ, এখন শুধু শক্তি আর লেনদেনের রাজনীতি চলবে। ট্রাম্পের বক্তব্যের সঙ্গে সংগতি রেখে গ্রিনল্যান্ডের সেনাঘাঁটিতে যুদ্ধবিমান মোতায়েনের কথা ঘোষণা করেছে নর্থ আমেরিকান এরোস্পেস ডিফেন্স কমান্ড (নোরাড)। গ্রিনল্যান্ড উপকূলের পিতুফিকের মার্কিন সেনাঘাঁটিতে বিমানগুলিকে মোতায়েন করা হবে। ভারসাম্য রাখতে গ্রিনল্যান্ডে সেনা সংখ্যা বাড়াচ্ছে ডেনমার্কও। এই পরিস্থিতিতে ট্রাম্পের বিশেষ সংবর্ধনা সভায় আমন্ত্রিত হয়েছেন ভারতের সাত প্রভাবশালী শিল্পপতি। টাটা সন্সের এন চন্দ্রশেখরন, ভারতী এন্টারপ্রাইজের সুনীল ভারতী মিত্তাল, ইনফোসিসের সলিল পারেখ সহ সাত সিইও-র এই অংশগ্রহণ বিশ্ব অর্থনীতিতে ভারতের ক্রমবর্ধমান গুরুত্বকে তুলে ধরছে। বিশেষজ্ঞদের মতে, একদিকে ইউরোপের সঙ্গে 'মাদার অফ অল ডিলস'-এর হাতছানি আর অন্যদিকে ট্রাম্পের কড়া বাণিজ্যনীতির চ্যালেঞ্জ, এই দুয়ের মাঝে দাঁড়িয়ে ভারতের ভূমিকা এখন বিশ্ব রাজনীতির কেন্দ্রবিন্দুতে।

> **এখনও কিছু কাজ বাকি থাকলেও আমরা এক ঐতিহাসিক বাণিজ্য চুক্তির দোরগোড়ায়। কেউ কেউ একে সব চুক্তির সেরা বলছেন।**
>
> -উরসুলা ভন ডার লেয়েন

দাভোসে উপস্থিত শিল্পপতিদের কাছে ট্রাম্পের বার্তা স্পষ্ট— ভূ-রাজনীতি এখন আর বাজারের নেপথ্য ঝুঁকি নয়, বরং বিনিয়োগ ও কর্পোরেট কৌশলের প্রধান চালিকাশক্তি। দিল্লির প্রজাতন্ত্র দিবসের মঞ্চই ঠিক করে দেবে আগামীর বিশ্ব অর্থনীতির গতিপথ।

এসআইআর, সরব তৃণমূল

নিজস্ব সংবাদদাতা, নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : এসআইআর নিয়ে শীর্ষ আদালতে ধাক্কা খাওয়ার পর মঙ্গলবার নির্বাচন কমিশনের বিরুদ্ধে স্বচ্ছতার অভাবের অভিযোগ আরও জোরালো করল তৃণমূল কংগ্রেস। রাজধানীতে দলীয় কার্যালয়ে সাংবাদিক বৈঠক করে রাজ্যের শাসকদলের দাবি, এসআইআর এখন আর নিরপেক্ষ প্রশাসনিক প্রক্রিয়া নয়। তা পরিণত হয়েছে 'সফটওয়্যার ইনটেনসিভ রিগিং'-এ। তৃণমূলের তিন রাজ্যসভার সাংসদ দলনেতা ডেরেক ও' ব্রায়েন, সাগরিকা ঘোষ এবং সাকেত গোখলেদের অভিযোগ, এসআইআর প্রক্রিয়ার নামে সাধারণ মানুষ বিশেষ করে গ্রামের বাসিন্দা ও প্রবীণ নাগরিকদের চরম হয়রানির মুখে ফেলা হচ্ছে।

সাগরিকা ঘোষ বলেন, 'নির্বাচন কমিশনের কাজ হওয়া উচিত সংবিধান ও নাগরিক অধিকার রক্ষা করা। অথচ এসআইআরের নামে এমন এক প্রক্রিয়া তৈরি করা হয়েছে, যেখানে নিরপেক্ষতার বদলে সন্দেহই প্রধান হাতিয়ার হয়ে উঠছে।' ডেরেকের অভিযোগ, গত ২৮ নভেম্বর তৃণমূলের ১০ সদস্যের প্রতিনিধি দল নির্বাচন কমিশনের পূর্ণ বেঞ্চের সঙ্গে বৈঠক করলেও সেই বৈঠকের ট্রান্সক্রিপ্ট আজও প্রকাশ করা হয়নি। পাঁচটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের কোনও উত্তরও দেয়নি কমিশন।

তৃণমূলের মতে, এতদিন ধরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় যে প্রশ্নগুলো তুলে ধরছিলেন, সোমবার শীর্ষ আদালতের নির্দেশে কার্যত সেই দাবিগুলিরই স্বীকৃতি মিলেছে। এদিন আদর্শ আচরণবিধি নিয়েও প্রশ্ন তুলেছে তৃণমূল।

বিজেপিকে বিঁধলেন রাহুল

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : মৃত ইঞ্জিনিয়ারের মৃতের ঘটনায় মঙ্গলবার নির্মাণ কাণ্ডের রিয়েল এস্টেট ডেভেলপার অভয় কুমারকে পুলিশ গ্রেপ্তার করেছে। অভিযুক্ত আরও এক ডেভেলপারের বিরুদ্ধে এফআইআর হলেও তিনি বেপাত্তা। এই আবহে প্রশাসনের খামখেয়ালিপনার সমালোচনা করে রাহুল এক্সে লিখেছেন, 'সাধারণ মানুষ ট্যাক্স দিচ্ছেন উন্নত পরিষেবার জন্য। বিনিময়ে পাচ্ছেন খারাপ রাস্তা, ভেঙে পড়া ব্রিজ। মানুষ দুর্নীতি, দূষণ, উদাসীনতায় মরছে। শহুরে জীবন ভেঙে পড়ছে। ওটা কোনও দুর্ঘটনা নয়। ওটা প্রশাসনিক দুর্নীতি ও গাফিলতির ফল। অথচ জবাবদিহির বালাই নেই।' রাহুলের বক্তব্যের ইঙ্গিত পরিকাঠামো রক্ষণাবেক্ষণে প্রশাসনিক অবহেলার।

অন্য ভূমিকায়... *মঙ্গলবার রায়বেরেলি প্রিমিয়ার লিগের উদ্বোধনে রাহুল গান্ধি।*

গোষ্ঠী-হিংসায় কোকরাঝাড়ে হত ২

গুয়াহাটি, ২০ জানুয়ারি : ফের উত্তপ্ত অসমের কোকরাঝাড়। মঙ্গলবার বোড়ো এবং আদিবাসী সম্প্রদায়ের মধ্যে হিংসায় একজনের মৃত্যু হয়েছে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে এলাকায় নামানো হয়েছে র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স (আরএএফ)। উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়া রুখতে কোকরাঝাড় ও সংলগ্ন চিরাং জেলায় সাময়িকভাবে বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে মোবাইল ইন্টারনেট পরিষেবা।

হিংসার সূত্রপাত সোমবার গভীর রাতে। কারিগাঁও পুলিশ আউটপোস্টের মানসিং রোডে তিন বোড়ো তরুণকে নিয়ে যাওয়া একটি গাড়ি দুই আদিবাসীকে ধাক্কা মারে বলে অভিযোগ। এরপরই উত্তেজিত গ্রামবাসীরা ওই তিন তরুণকে বেধড়ক মারধর করে এবং গাড়িতে আগুন ধরিয়ে দেয়। ঘটনায় দু-জনের মৃত্যু হয়। মঙ্গলবার সকালে উত্তেজনা চরমে পৌঁছোয়। দুই সম্প্রদায়ের মানুষ জাতীয় সড়ক অবরোধ করে টায়ার জ্বালিয়ে বিক্ষোভ দেখাতে থাকে। হামলা চালানো হয় কারিগাঁও পুলিশ আউটপোস্টে, পুড়িয়ে দেওয়া হয় একটি সরকারি অফিস ও বেশ কিছু বাড়ি।

সুইৎজারল্যান্ড সফরে থাকা মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্বশর্মা সমাজমাধ্যমে রাজ্যবাসীকে এক বার্তায় জানান, 'আমি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছি এবং পদস্থ আধিকারিকদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি।' মুখ্যমন্ত্রী আরও বলেন, 'এলাকায় সেনা মোতায়েন করা হয়েছে। কোকরাঝাড় জেলায় সংঘর্ষ ও গণপিটুনির ঘটনার পর র‍্যাপিড অ্যাকশন ফোর্স ঘটনাস্থলে পৌঁছে গিয়েছে। কোকরাঝাড় ও পাশের জেলা চিরাংয়ে ইন্টারনেট পরিষেবা বন্ধ রাখা হয়েছে।' বোড়োল্যান্ড টেরিটোরিয়াল কাউন্সিলের প্রাক্তন মুখ্যনির্বাহী সদস্য প্রমোদ বোড়ো এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করে বলেন, 'জেলা প্রশাসনের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, তারা যেন প্রতিটি নাগরিকের নিরাপত্তা নিশ্চিত করে, যাতে মানুষ নির্ভয়ে বসবাস করতে পারে।' প্রশাসনের পক্ষ থেকে বাসিন্দাদের আইন হাতে না তুলে নেওয়ার অনুরোধ জানানো হয়েছে। বর্তমানে এলাকার পরিস্থিতি থমথমে। গণপিটুনি ও হিংসায় জড়িত থাকার অভিযোগে এদিন পর্যন্ত ১৯ জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

বিতর্কে রবি

চেন্নাই, ২০ জানুয়ারি : বিধানসভা ভোটের মুখেও তামিলনাড়ুতে রাজ্যপাল আরএন রবি বনাম ডিএমকে-র নেতৃত্বাধীন সরকারের বিরোধ থামার কোনও লক্ষণ নেই। মঙ্গলবার বিধানসভার ভাষণের শুরুতেই তাই তাল কাটল। প্রথা অনুযায়ী, অধিবেশনের শুরুর দিন রাজ্য সরকারের লিখে দেওয়া ভাষণ পাঠ করেন রাজ্যপাল। এদিনও সেভাবেই শুরুটা হওয়ার কথা ছিল। কিন্তু সভায় প্রথমে রাজ্য সংগীত বেজে ওঠায় রাজ্যপাল আচমকা বেরিয়ে যান। তিনি অভিযোগ করেন, বিধানসভায় জাতীয় সংগীতের অবমাননা করা হয়েছে। তাঁর মাইকও বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। জবাবে মুখ্যমন্ত্রী এমকে স্ট্যালিন বলেন, 'ইচ্ছাকৃতভাবে রাজ্যপাল এমন কাজ করে বিধানসভার নীতি ও ঐতিহ্য লঙ্ঘন করেছেন।'

মানচিত্র বদলের নেশায় ট্রাম্প

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি : বিশ্বের মানচিত্র কি এবার নিজের ইচ্ছা মতো বদলে দিতে চাইছেন ডোনাল্ড ট্রাম্প? সোমবার তাঁর একটি সোশ্যাল মিডিয়া পোস্ট ঘিরে শুরু হয়েছে তীব্র শোরগোল। কোনও ক্যাপশন ছাড়াই ট্রাম্প তাঁর ট্রুথ সোশ্যাল অ্যাকাউন্টে উত্তর আমেরিকার একটি মানচিত্র পোস্ট করেছেন, যেখানে দেখা যাচ্ছে কানাডা এবং গ্রিনল্যান্ড— দু-দেশই আমেরিকার পতাকার লাল-নীল-সাদা রঙে রাঙানো। ইন্টারনেটে এই ছবি ছড়িয়ে পড়তেই প্রশ্ন উঠেছে, তবে কি এবার প্রতিবেশী দেশগুলিতে 'আগ্রাসনের' ছক কষছেন হোয়াইট হাউসের কর্তা?

শুরুটা হয়েছিল গ্রিনল্যান্ড নিয়ে। ট্রাম্পের দাবি, আমেরিকার নিরাপত্তার খাতিরে ডেনমার্কের এই দ্বীপটি ওয়াশিংটনের দখলে আসা প্রয়োজন। এমনকি ২০২৬-এর মধ্যে গ্রিনল্যান্ডকে আমেরিকার অংশ হিসেবে ঘোষণা করার একটি গ্রাফিক্স তিনি শেয়ার করেছেন, যেখানে তাঁর পাশে ভাইস প্রেসিডেন্ট জেডি ভ্যান্স এবং বিদেশসচিব মার্কো রুবিওকে দেখা যাচ্ছে। ট্রাম্পের স্পষ্ট হুঁশিয়ারি, ডেনমার্ক বা ইউরোপের দেশগুলি এই দাবি না মানলে তাদের পণ্যে চড়া শুল্ক আরোপ করা হবে।

সংঘাতের আঁচ পৌঁছেছে লন্ডনেও। ব্রিটিশ পার্লামেন্টে দাঁড়িয়ে লিবারেল ডেমোক্র্যাট নেতা এড ডেভি ট্রাম্পকে 'আন্তর্জাতিক গ্যাংস্টার' এবং 'জবরদস্তিকারী' বলে আক্রমণ করেছেন। তাঁর মতে, ডেনমার্ক বা ব্রিটেনের মতো বন্ধু দেশগুলিকে এভাবে হুমকি দিয়ে ট্রাম্প আসলে ন্যাটোকে ধ্বংস করছেন, যা প্রকারান্তরে পুতিন ও জিনপিংকে শক্তিশালী করবে।

কানাডাকে আমেরিকার পতাকার রঙে রাঙানো মানচিত্রটি

গ্রিনল্যান্ড থেকে কানাডা

সাধারণ মানুষকে আরও বেশি আতঙ্কিত করেছে।

যদিও সরকারিভাবে কানাডা নিয়ে কোনও ঘোষণা আসেনি, তবুও নেটিজেনদের একাংশ মনে করছেন, ট্রাম্পের এই 'টেরিটোরিয়াল অ্যাম্বিশন' বা এলাকা দখলের আকাঙ্ক্ষা বিশ্বশান্তির জন্য বড় বিপদ হয়ে দাঁড়াতে পারে।

এবার প্রেসিডেন্ট ম্যাক্রোঁর মুখোমুখি

ওয়াইনে ২০০ শতাংশ শুল্ক, জারি নোবেল-যুদ্ধ

ওয়াশিংটন, ২০ জানুয়ারি : ২০২৬-এর শুরুতেই গ্রিনল্যান্ড দখল এবং বাণিজ্য শুল্ক নিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ও ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট ইমানুয়েল ম্যাক্রোঁর মধ্যে কূটনৈতিক উত্তেজনা চরমে পৌঁছেছে। গাজা পুনর্গঠনের জন্য ট্রাম্পের প্রস্তাবিত 'বোর্ড অফ পিস'-এ যোগ দিতে ফ্রান্স অস্বীকার করায় ট্রাম্প ফরাসি ওয়াইন ও শ্যাম্পেনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক আরোপের হুমকি দিয়েছেন। ট্রাম্পের স্পষ্ট বার্তা, 'আমি ওঁর (ম্যাক্রোঁ) ওয়াইনের ওপর ২০০ শতাংশ শুল্ক বসাব, তখন উনি বোর্ডে যোগ দেবেন।'

ফরাসি প্রেসিডেন্টের ঘনিষ্ঠ সূত্র এই হুমকিকে 'অগ্রহণযোগ্য' ও 'অকার্যকর' বলে বর্ণনা করেছে। ফ্রান্সের বিদেশ মন্ত্রক ট্রাম্পের গ্রিনল্যান্ড দখলের যুক্তিকে কটাক্ষ করে বলেছে, 'ভবিষ্যতে আগুন লাগতে পারে ভেবে এখনই ঘর পুড়িয়ে দেওয়া অথবা হাঙর আক্রমণ করতে পারে ভেবে লাইফগার্ডকে খেয়ে ফেলার মতো যুক্তি দিচ্ছে আমেরিকা।' ফ্রান্সের অর্থমন্ত্রী রোল্যান্ড লেসকিউর সতর্ক করে দিয়েছেন, গ্রিনল্যান্ডের সার্বভৌমত্ব নিয়ে টানাটানি করলে ইউরোপীয় ইউনিয়নের সঙ্গে আমেরিকার অর্থনৈতিক সম্পর্ক মারাত্মক ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

এরই মধ্যে ম্যাক্রোঁর একটি ব্যক্তিগত বার্তা সমাজমাধ্যম 'ট্রুথ সোশ্যাল'-এ ফাঁস করে দিয়েছেন ট্রাম্প। সেখানে ম্যাক্রোঁকে বলতে শোনা যায়, 'বন্ধু, আমরা সিরিয়া ও ইরান ইস্যুতে একমত, কিন্তু গ্রিনল্যান্ড নিয়ে আপনি কী করছেন, তা আমার বোধগম্য নয়।'

ম্যাক্রোঁ প্যারিসে একটি বিশেষ জি৭ বৈঠকের প্রস্তাব দেন যেখানে রাশিয়া, ইউক্রেন ও ডেনমার্ককে আমন্ত্রণ জানিয়ে এই সংকট সমাধানের কথা বলা হয়েছে।

এদিকে নোবেল শান্তি না পাওয়ায় ক্ষুব্ধ ডোনাল্ড ট্রাম্পের চিঠির জবাবে কড়া প্রতিক্রিয়া জানিয়ে নরওয়ের প্রধানমন্ত্রী জোনাস গোর স্টোর বলেছেন, 'আমি ওঁকে বারবার বিষয়টি ব্যাখ্যা করেছি, কিন্তু উনি বুঝতে চাইছেন না। নোবেল প্রদান করে একটি স্বাধীন কমিটি, এতে নরওয়ে সরকারের কোনও হাত নেই।'

জঙ্গিঘাঁটি দেখে চোখ ছানাবড়া সেনার

শ্রীনগর, ২০ জানুয়ারি : জঙ্গলের গভীরে জঙ্গিদের বানানো ১০ ফুট বাই ১০ ফুট বাংকারে উঁকি মেরে চোখ ছানাবড়া হওয়ার জোগাড় সেনাবাহিনীর। মজবুত পাথুরে দেওয়াল দিয়ে ঘেরা রান্নাঘরে থরে থরে সাজানো কমপক্ষে ৫০ প্যাকেট নুডলস, এক ক্রেট ভর্তি টমেটো ও আলু, ১৫ রকমের মশলা, ১০ কেজির দুই থলি ভর্তি বাসমতী চাল, ডাল, কয়েক ব্যাগ গম ও বাজরা, দু'টি বড় গ্যাস সিলিন্ডার, বার্নার, শুকনো জ্বালানি কাঠ এবং অন্যান্য টুকিটাকি জিনিস।

জম্মু-কাশ্মীরের কিস্তোয়ারে দুই জইশ জঙ্গি সইফুল্লা এবং আদিলের খোঁজে তল্লাশি চালাচ্ছে সেনা। তল্লাশি অভিযান চালাতে গিয়ে গতকালই এক জওয়ান হাবিলদারের মৃত্যু হয়েছে। পাশাপাশি অন্তত চারজন সন্দেহভাজনকে পাকড়াও করেছে বাহিনী।

জইশ জঙ্গিদের খোঁজে পাহাড়ি জঙ্গলে তল্লাশি চালানোর সময় তাদের গোপন একটি ডেরার হদিস পায় সেনারা। গাছের আড়ালে এমনভাবে বাংকারে বানানো হয়েছে যে, কাকপক্ষীতেও টের পাবে না! শুধু তা-ই নয়, বাংকারটিকে এমনভাবে তৈরি করা হয়েছিল যাতে, উলটো দিক থেকে হামলা হলে তা সহজেই আটকে দিতে পারবে।

সোমবার ওই বাংকারের খোঁজ

মেলে ১২ হাজার ফুট উঁচুতে। সেখানে গোপন কুঠরি থেকে উদ্ধার হয়েছে প্রচুর খাবারদাবার, গ্যাস সিলিন্ডার সহ রান্নার নানা সরঞ্জাম। সেনা সূত্রে খবর, যে পরিমাণ জিনিস উদ্ধার হয়েছে, তা দেখে মনে হচ্ছে অনেক দিন ধরেই ওই ডেরায় লুকিয়েছিল জঙ্গিরা। শুধু তা-ই নয়, আরও বেশ কয়েকদিন থাকার রসদও ছিল তাদের কাছে। তবে স্থানীয়দের কারও সহযোগিতা ছাড়া এই জায়গায় বাংকার বানানো এবং খাবার মজুত করা সম্ভব ছিল না বলেই মনে করা হচ্ছে।

জঙ্গিদের সাহায্যকারী সন্দেহে ইতিমধ্যে চারজন স্থানীয় বাসিন্দাকে আটক করে জেরা চলছে বলে খবর।

সাংবাদিক সম্মেলনে ফুরফুরে মেজাজে সূর্যকুমার যাদব।

আজ শুরু বিশ্বকাপ কম্বিনেশনের পরীক্ষা

নাগপুর, ২০ জানুয়ারি : কাউন্টডাউন শুরু হয়ে গিয়েছে। অপেক্ষা আর মাত্র কয়েকদিনের। তারপর আগামী ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে শুরু হয়ে যাবে টি২০ বিশ্বকাপ।

সপ্তাহ দুয়েক পর শুরু হতে চলা টি২০ বিশ্বকাপের লক্ষ্যে বুধবার নাগপুরের জামথার ক্রিকেট মাঠে মিশন নিউজিল্যান্ড শুরু করছে সূর্যকুমার যাদবের ভারত। কিউয়ি মিশনের লক্ষ্য মূলত দুটি। এক, প্রাক বিশ্বকাপ দলের কম্বিনেশনের পরীক্ষা সেরে নেওয়া। দুই, অধিনায়ক সূর্যের ফর্ম। পরিসংখ্যান ও তথ্য বলছে, ব্যাট হাতে চরম দুঃসময় চলছে স্কাইয়ের। রান নেই একেবারেই। বিশ্বকাপের লক্ষ্যে অধিনায়ক সূর্যের রানে ফেরা খুব জরুরি।

শেষ কয়েক বছরে নিউজিল্যান্ড টিম ইন্ডিয়ার 'কাঁটা' হয়ে উঠেছে। ভারতের মাটিতে ২০২৪ সালে টেস্ট সিরিজ জিতেছেন কিউয়িরা। হোয়াইটওয়াশের লজ্জায় ডুবে গিয়েছে ভারতীয় ক্রিকেট। দিনকয়েক আগে রোকোর ভারতকে উড়িয়ে দিয়ে প্রথমবার একদিনের সিরিজও জিতেছেন কিউয়িরা। আগামীকাল থেকে পাঁচ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরুর প্রাক্কালে ভারতীয় ক্রিকেট সংসারে ঘুরছে একটাই প্রশ্ন, এবার কি ঘরের মাঠে নিউজিল্যান্ডের কাছে টি২০ সিরিজেও হারতে হবে ভারতকে? প্রশ্নের জবাব এখনই পাওয়া যাবে না। তবে নাগপুরের জামথার ক্রিকেট মাঠে ইঙ্গিত মিলতেই পারে। ২০২৪ সালে টি২০ বিশ্বকাপ জিতেছিল টিম ইন্ডিয়া। তারপর থেকে টানা আটটি দ্বিপাক্ষিক সিরিজে অপরাজেয় সূর্যের ভারত। সংখ্যাটা কি নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে নয় হবে?

নজরে সূর্যের ফর্ম

শ্রেয়স আইয়ার নয়। ঈশান কিষান খেলবেন প্রথম একাদশে। আজ বিকেলে সাংবাদিক সম্মেলনে হাজির হয়ে ঘোষণা করেছেন ভারত অধিনায়ক স্কাই। যদিও ঈশানের ব্যাটিং অর্ডার নিয়ে কোনও মন্তব্য করেননি তিনি। অভিষেক শর্মার সঙ্গে সঞ্জু স্যামসনের ওপেন করা সময়ের অপেক্ষা। তিন নম্বরে হয়তো ভারত অধিনায়ক সূর্য। এমনটা হলে ঈশানকে চারে ব্যাটিং করতে দেখা যেতে পারে। পাঁচ-ছয়ে অলরাউন্ডার হিসেবে হার্দিক পান্ডিয়া ও অক্ষর প্যাটেলের জায়গা নিশ্চিত। সাত নম্বরে হয়তো রিঙ্কু সিংকে দেখা যাবে। জসপ্রীত বুমরাহ ও বরুণ চক্রবর্তীর প্রথম একাদশে থাকা নিয়ে সংশয় নেই। যদিও হর্ষিত বনাম শিবম ও কুলদীপ বনাম অর্শদীপের অদৃশ্য লড়াই রয়েছে টিম ইন্ডিয়ার অন্দরে।

টিম ইন্ডিয়ার প্রথম একাদশে কিছু সংশয় থাকলেও কিউয়ি শিবিরে সেই সব নেই। একদিনের দলের অধিনায়ক মাইকেল ব্রেসওয়েল চোটের কারণে প্রথম টি২০ ম্যাচে অনিশ্চিত। মিচেল স্যান্টনারের নেতৃত্বাধীন নিউজিল্যান্ডের জন্যও বুধবার থেকে শুরু হতে চলা সিরিজ বিশ্বকাপের চূড়ান্ত পরীক্ষার। ভারতের মাটিতে ড্যারিল মিচেলের স্বপ্নের ফর্ম কিউয়িদের টি২০ সিরিজ শুরুর আগেই বাড়তি অক্সিজেন দিচ্ছে। নাগপুরের জামথার মাঠে স্পিনাররা বরাবরই সাদা বলের ক্রিকেটে বাড়তি সুবিধা পেয়ে থাকেন। আগামীকাল ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড ম্যাচের নেপথ্যে স্পিন বনাম স্পিনের লড়াইও চলবে।

এখন দেখার, কুড়ির বিশ্বকাপের কম্বিনেশন পরীক্ষার প্রথম রাউন্ডে কারা সফল হন।

ভারত বনাম নিউজিল্যান্ড
প্রথম টি২০ আজ
সময় : সন্ধ্যা ৭টা
স্থান : নাগপুর
সম্প্রচার : স্টার স্পোর্টস নেটওয়ার্ক ও জিওহটস্টার

ভারতের মাটি থেকে টি২০ সিরিজ জয়ের চ্যালেঞ্জ নিচ্ছেন মিচেল স্যান্টনার।

কোনও ফ্যাশন শোয়ে নয়, নাওমি ওসাকা চলেছেন টেনিস কোর্টে। অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের প্রথম রাউন্ডে প্রবেশের আগে তাঁর পোশাক দেখে চমকে যান ভক্তরা। মঙ্গলবার মেলবোর্নে।

'বি' গ্রেডে নামানো হচ্ছে রোকোকে!

মুম্বই, ২০ জানুয়ারি : ওডিআইয়ে স্বপ্নের ফর্মে রয়েছেন বিরাট কোহলি। নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে দল সিরিজ জিততে ব্যর্থ হলেও চেনা মেজাজেই দাপট দেখিয়েছেন বিরাট। যদিও বার্ষিক চুক্তিতে তার কোনও প্রভাব পড়ছে না। তিন ফর্ম্যাটের মধ্যে টেস্ট ও টি২০ থেকে ইতিমধ্যেই অবসর নিয়েছেন বিরাট। আন্তর্জাতিক কেরিয়ার টিকে শুধুমাত্র কুড়িকুড়ি ক্রিকেটে। যার প্রতিফলন পড়ছে ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ডের পরবর্তী বার্ষিক চুক্তিতে। বোর্ড সূত্রের খবর, সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' ক্যাটিগোরি থেকে একেবারে 'বি' গ্রেডে অবনমন ঘটছে কিং কোহলির। রোহিত শর্মার ক্ষেত্রেও একই ভাবনা। বিরাটের মতো রোহিত শুধু ওডিআই খেলছেন ভারতের হয়ে। গত বার্ষিক চুক্তিতে জসপ্রীত বুমরাহ, রবীন্দ্র জাদেজার পাশাপাশি সর্বোচ্চ 'এ প্লাস' ক্যাটিগোরিতে জায়গা পেয়েছিলেন প্রাক্তন দুই অধিনায়ক।

আসন্ন চুক্তিতে রোকোকে সেই বাড়তি সুবিধা দেওয়া হবে না বলে বোর্ড সূত্রে খবর। জাদেজার ক্ষেত্রেও এক রাস্তায় হাঁটবে বোর্ড। বিসিসিআইয়ের এক শীর্ষ আধিকারিকের দাবি, পরবর্তী বার্ষিক চুক্তিতে 'এ প্লাস' (৭ কোটি টাকা) গ্রেডই তুলে দেওয়া হচ্ছে। বদলে এ, বি ও সি-- তিনটি ক্যাটিগোরিতে ভাগ করা হবে ক্রিকেটারদের। বিরাট, রোহিতকে মধ্যম গ্রেড অর্থাৎ 'বি'-তে রাখা হবে। যার অর্থ গত এক দশকের

বোর্ডের বার্ষিক চুক্তি

বেশি সময়ে প্রথমবার সর্বোচ্চ ক্যাটিগোরির বাইরে হয়তো রাখা হবে বিরাটকে। গত বার্ষিক চুক্তিতে 'এ' ক্যাটিগোরিতে (৫ কোটি) জায়গা পেয়েছিলেন মহম্মদ সিরাজ, লোকেশ রাহুল, শুভমান গিল, হার্দিক পান্ডিয়া, মহম্মদ সামি, ঋষভ পন্থ। 'বি' গ্রেডে (৩ কোটি) ছিলেন সূর্যকুমার যাদব, অক্ষর প্যাটেল, কুলদীপ যাদব, যশস্বী জয়সওয়াল, শ্রেয়স আইয়ার। গ্রুপ 'সি'-তে (১ কোটি) মোট ১৯ জন।

ওয়াক ওভার পেয়ে দ্বিতীয় রাউন্ডে সিনার

মেলবোর্ন, ২০ জানুয়ারি : অস্ট্রেলিয়ান ওপেনের দ্বিতীয় রাউন্ডে উঠলেন জানিক সিনার ও নাওমি ওসাকা।

মঙ্গলবার প্রথম রাউন্ডে হুগো গ্যাস্টনের বিরুদ্ধে ওয়াকওভার পান প্রতিযোগিতার দ্বিতীয় বাছাই সিনার। প্রথম দুটি সেট ৬-২, ৬-১ গেমে জিতেছিলেন ইতালিয়ান তারকা। এরপরেই চোটের কারণে গ্যাস্টন নিজের নাম প্রত্যাহার করে নেন। দ্বিতীয় রাউন্ডে সিনার খেলবেন জেমস ডাকওয়ার্থের বিরুদ্ধে। প্রতিযোগিতার পঞ্চম বাছাই লরেঞ্জো মুসেত্তিও প্রথম রাউন্ডে ওয়াকওভার পেয়েছেন বেলজিয়ামের রাফায়েল কলিংননের কাছে।

প্রতিযোগিতার নবম বাছাই টেলর ফ্রিৎজ প্রতিপক্ষ ভ্যালেন্টিন রোয়ারকে ৭-৬ (৭/৫), ৫-৭, ৬-১, ৬-৩ গেমে হারিয়েছেন। আরেক তারকা স্টেফানোস সিতসিপাস ৪-৬, ৬-৩, ৬-২, ৬-২ গেমে সিন্তারো মচুঝুকির বিরুদ্ধে জিতেছেন।

মহিলাদের সিঙ্গলসে নাওমি ওসাকা ৬-৩, ৩-৬, ৬-৪ গেমে হারিয়েছেন ক্রোয়েশিয়ার অ্যান্টোনিয়া রুজিককে। এলিনা রাইবাকিনা ৬-৪, ৬-৩ গেমে পরাজিত করেন কাজা জুভানকে। পুরুষদের ডাবলসে প্রথম রাউন্ড থেকেই ভারতের নিকি কালিয়ান্দা পোনাচা ও থাইল্যান্ডের প্রুচা ইসরো জুটি ৭-৬ (৭/৩), ৭-৫ গেমে স্পেনের পেদ্রো মার্টিনেজ-জুমে মুনারের কাছে হেরে বিদায় নিয়েছেন।

সিওই-তে শেষপর্বের রিহ্যাব

নিউজিল্যান্ড সিরিজেই ফিরছেন তিলক

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : হাতে ঠিক পাঁচটা ম্যাচ।

আর এই শেষ পাঁচেই বিশ্বকাপের আগাম প্যাঁচপয়জার কষে নেওয়ার চ্যালেঞ্জ ভারতীয় টিম ম্যানেজমেন্টের সামনে। বুধবার নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে ৫ ম্যাচের টি২০ সিরিজ শুরু। বিশ্বকাপ প্রস্তুতির শেষ তুলির টান দেওয়ার সুযোগ। যার আগে এদিন কিছুটা স্বস্তির খবর গৌতম গম্ভীরদের জন্য। ক্রমশ সুস্থতার পথে তিলক ভার্মা।

তলপেটের সমস্যায় গত ৭ জানুয়ারি অস্ত্রোপচার করাতে হয়েছিল তিলককে। তারপর থেকে মাঠের বাইরে। চলতি রিহ্যাবের কারণে নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচে তিলককে দলে রাখেনি অজিত আগরকারের নেতৃত্বাধীন নির্বাচক কমিটি। পরিবর্ত হিসেবে ডাক পেয়েছেন শ্রেয়স আইয়ার। তবে ২৮ জানুয়ারি চতুর্থ টি২০ ম্যাচে (বিশাখাপত্তনম) টিম ইন্ডিয়ার জার্সিতে তিলকের প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

ভারতীয় ক্রিকেট কন্ট্রোল বোর্ড সূত্রে এমনই দাবি। খবর, চোটের জায়গায় কোনওরকম ব্যথা-যন্ত্রণা নেই। ইতিমধ্যেই হালকা অনুশীলন করে নিয়েছেন ভারতীয় দলের মিডল অর্ডার ব্যাটার। বেঙ্গালুরুস্থিত বোর্ডের সেন্টার অফ এক্সেলেন্স (সিওই) থেকে ফিট সার্টিফিকেট পেয়ে গেলে খেলায় বাধা থাকবে না তিলকের। ঠিক সেই লক্ষ্যে রিহ্যাবের শেষপর্ব সিওই-তেই কাটানোর সিদ্ধান্ত। লক্ষ্য, মেডিকেল টেস্টে উতরে গিয়ে ফিট হয়ে ভারতীয় দলে ফেরার ছাড়পত্র আদায় করে নেওয়া।

বোর্ডের এক আধিকারিক দাবি করেছেন, 'সবকিছু ঠিকঠাক চললে ২৮ জানুয়ারি বিশাখাপত্তনমে হতে যাওয়া চতুর্থ টি২০ ম্যাচে মাঠে ফিরতে সমস্যা হবে না তিলক ভার্মার। ইতিমধ্যেই ফিজিক্যাল ট্রেনিং শুরু করেছেন। দুই-একদিনের মধ্যে ব্যাটিং প্রস্তুতিও শুরু করে দেবেন। বাকি শুধু মেডিকেল টেস্টে উতরে যাওয়া।'

ভারতীয় টি২০ দলের ব্যাটিংয়ের অন্যতম ভরসা তিলক। অধিনায়ক সূর্যকুমার যাদব ফর্মে না থাকা মিডল অর্ডারে চাপ বাড়াচ্ছে। বিকল্প ভাবনায় নিউজিল্যান্ড সিরিজের প্রথম তিন ম্যাচের জন্য শ্রেয়স দীর্ঘদিন পর টি২০ ভারতীয় দলে ডাক পেয়েছেন। তবে তিলক ফিরলে চিন্তা অনেকটাই কমবে গম্ভীরদের।

শ্রেয়স নয়, তিন নম্বরে খেলবেন ঈশানই

২৪ ঘণ্টা আগেই ঘোষণা সূর্যকুমারের

নাগপুর, ২০ জানুয়ারি : শ্রেয়স আইয়ার নাকি ঈশান কিষান?

বুধবার নাগপুরের জামথা ক্রিকেট স্টেডিয়ামে টি২০ সিরিজের উদ্বোধনী ম্যাচ। তার আগে গত কয়েকদিন ধরে তিলক ভার্মারি জায়গায় তিন নম্বরে কে খেলবেন তা নিয়ে বিতর্ক চলছিল। এদিন সিরিজ শুরুর ২৪ ঘণ্টা আগে যে বিতর্কে জল ঢাললেন স্বয়ং সূর্যকুমার যাদব। জানিয়ে দিলেন, চোটের জন্য প্রথম তিন ম্যাচে না থাকা তিলক ভার্মারি জায়গায় খেলবেন ঈশান।

নিজের সেই দাবির সপক্ষে সূর্যর যুক্তি পরিষ্কার। ঝাড়খণ্ডের উইকেটকিপার-ব্যাটার যেহেতু বিশ্বকাপ দলে রয়েছেন, তাই ঈশানকেই তাঁরা অগ্রাধিকার দেবেন। এক প্রশ্নের জবাবে সাংবাদিক সম্মেলনে বলেছেন, 'ঈশানই তিন নম্বরে খেলবে। বিশ্বকাপ দলে রয়েছে ও। তাই খেলার সুযোগ ওর প্রাপ্য।' যার অর্থ, ২০২৩-এর নভেম্বরের পর আগামীকাল প্রত্যাবর্তন ঘটছে ঈশানের।

প্রথম তিন ম্যাচে নেই তিলক। শূন্যতা পূরণে শ্রেয়সকে ডাকা হয়েছে। তবে শ্রেয়স বিশ্বকাপ দলে নেই। ঈশান আছেন। তাই কাপ প্রস্তুতির ভাবনায় ঈশানকে প্রাধান্য। তবে তিলকের পাশাপাশি ওয়াশিংটন সুন্দরের চোট বিশ্বকাপ শুরুর আগে ভারতীয় দলের পরিকল্পনা কিছুটা হলেও ঘেঁটে দিচ্ছে। সূর্যও মানছেন, তিলক, সুন্দরকে কিউয়ি সিরিজে মিস করবেন। বলেছেন, 'ক্রীড়াবিদদের কেরিয়ারে চোটআঘাত ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে। একজনের চোট, আরেকজনের সামনে সুযোগ তৈরি করে দেয়। তবে আমরা তিলক, ওয়াশিকে মিস করব।'

তিলকদের চোটে টিম কম্বিনেশন বদলাচ্ছে। রদবদলের ভাবনায় আরও একটা প্রশ্ন উঁকি মারছে। অধিনায়ক সূর্যর নিম্নমুখী গ্রাফে কি এবার ব্রেক লাগবে? ৩৬০ ডিগ্রি ব্যাটিং দাপট কি ফিরবে স্কাইয়ের ব্যাটে? লম্বা ব্যাডপ্যাচ কাটাতে অনেকেই নানান পরামর্শ দিচ্ছেন। যদিও সূর্যর সাফ কথা, নিজের ব্যাটিং স্টাইল, অ্যাপ্রোচে কোনও কাটছাঁট করবেন না।

নিন্দুকদের পালটা জবাবে সূর্যর মন্তব্য, 'কোনও পরিবর্তন প্রয়োজন আছে বলে আমি মনে করি না। গত তিন-চার বছরে এভাবেই সাফল্য পেয়েছি। নেটে ভালো ব্যাট করছি। প্রশ্ন শুধু রান করা নিয়ে। সেটাই লক্ষ্য। তবে নিজের ব্যাটিং ভাবনা বদলাচ্ছি না। যদি রান পাই ভালো, নাহলে কোথায় ভুলভ্রান্তি হচ্ছে, সেটা খুঁজে নিতে বসব।'

নিউজিল্যান্ডের বিরুদ্ধে অর্ধশতরান করেছিলেন হর্ষিত রানা। অনুশীলনের মাঝে তাঁর সেই ব্যাট দেখছেন হার্দিক পান্ডিয়া। নাগপুরে মঙ্গলবার।

কল্যাণীতে সবুজ পিচ, চার পেসারের ভাবনায় বাংলা

দলে যোগ দিলেন সামি

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : সকালে কলকাতায় পৌঁছানো। বেলার দিকে দক্ষিণ কলকাতায় এসআইআর হাজিরা দেওয়া। সেখান থেকে বেরিয়ে বিকেলের মধ্যে কল্যাণীতে পৌঁছে গেলেন মহম্মদ সামি।

বৃহস্পতিবার থেকে কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে শুরু হচ্ছে বাংলা বনাম সার্ভিসেসের ম্যাচ। সেই ম্যাচের আগে সামিকে পাওয়ায় নিশ্চিতভাবেই শক্তিশালী হল বাংলা দল। কল্যাণীর সবুজ পিচে সামি হতেই পারেন বাংলার এক্স ফ্যাক্টার। শুধু তাই নয়, বাংলার রনজির নকআউট পর্বের প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেই সম্ভাবনার কথাও আজ উসকে দিয়েছেন সামি। এসআইআর হাজিরার পর সামি বলেছেন, 'রনজির প্রথম পর্বে ভালো খেলেছিলাম আমরা। সেই ছন্দ ধরে রাখতে হবে। আমাদের পরের পর্বে যাওয়ার প্রবল সম্ভাবনা রয়েছে। সেটা মাথায় রেখে মাঠে নামতে হবে।'

কল্যাণীর বাংলা ক্রিকেট অ্যাকাডেমির মাঠে গতকালের পর আজও ঘণ্টা তিনেক অনুশীলন করেছে বাংলা দল। দ্বিতীয় উইকেটকিপার ব্যাটার হিসেবে এখনও সুমিত নাগের পরিবর্ত নেওয়া হয়নি। সাকির হাবিব গান্ধির উপরই ভরসা রাখতে চাইছে বাংলা টিম ম্যানেজমেন্ট। চন্দ্রহাস দাসকে আজ বাংলার রনজি স্কোয়াড থেকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। তাঁরে অনূর্ধ্ব-২৩ দলে যোগ দিতে বলা হয়েছে। তার মধ্যেই সার্ভিসেস ম্যাচের লক্ষ্যে বাংলার প্রথম একাদশ প্রায় চূড়ান্ত। বড় অঘটন না হলে চার পেসারে সার্ভিসেস ম্যাচে মাঠে নামবে টিম বাংলা। সামির সঙ্গে আকাশ দীপ, মুকেশ কুমার, সুরয সিন্ধু জয়সওয়াল থাকছেনই। একমাত্র অলরাউন্ডার হিসেবে থাকছেন শাহবাজ আহমেদ। রনজির দ্বিতীয় পর্বে বাংলার ওপেনিং জুটিও বদলাচ্ছে। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণের সঙ্গে সুদীপ চট্টোপাধ্যায় চোট সারিয়ে ফিরছেন ওপেনিংয়ে।

মঙ্গলবার এসআইআর-এর শুনানিতে হাজিরা দিলেন মহম্মদ সামি। দক্ষিণ কলকাতার কাটজুনগর হাইস্কুলে তাঁর শুনানি হয়।

এবারের আইএসএলেই অবনমন

সুস্মিতা গঙ্গোপাধ্যায়

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : শুরুতে রাজি না থাকলেও ইন্ডিয়ান সুপার লিগে অবনমন শেষপর্যন্ত মেনেই নিল সব ক্লাব।

তখনও ক্লাব জোট এবং অল ইন্ডিয়া ফুটবল ফেডারেশনের মধ্যে আইএসএল হওয়া, না হওয়ার সবটাই আলোচনার স্তরে। নানারকম দাবি, পালটা দাবিতে প্রায় রোজই ভেস্তে যায় আলোচনা। তাছাড়া বিপণন সঙ্গী নেওয়ার বিষয়েও ফুটবল স্পোর্টস ডেভেলপমেন্ট লিমিটেডের ফিরে আসার সম্ভাবনাও জিইয়ে তখনও। ফলে নানা দাবির মধ্যে ক্লাবগুলির একটা বড় দাবি ছিল অবনমন করানো যাবে না। কারণ হিসাবে ক্লাব প্রতিনিধিরা যুক্তি দেখান, গত ১১ বছরে তাঁরা যে বিশাল অর্থ বিনিয়োগ করেছেন, তাতে লাভ হয়নি কিছুই। ফলে কোনও ক্লাব যদি নেমে যায় তাহলে তার যে বিশাল ক্ষতি হবে সেটা সামাল দেওয়া আর সম্ভব হবে না। কারণ সেক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট ক্লাব হারাবে যাবতীয় স্পনসরও। কিন্তু ইতিমধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট যে নতুন সংবিধান তুলে দেয় ফেডারেশনের হাতে, তাতে স্পষ্ট করে অবনমনের কথা বলা হয়েছে। ফলে এআইএফএফ-এর পক্ষে কোনওভাবেই এই অবনমন বন্ধ করা যে সম্ভব নয়, সেই কথাও তখনই ক্লাব কর্তাদের বলে দেওয়া হয় ফেডারেশনের তরফে। যদিও এতকিছুর পরেও ফেডারেশনের এই বক্তব্য মানতে রাজি ছিলেন না ক্লাব কর্তারা। কিন্তু ৬ জানুয়ারির পর পরিস্থিতি বদলে যায়। সেদিন কেন্দ্রীয় ক্রীড়ামন্ত্রক থেকে সব ক্লাবকে এক জায়গায় ডেকে ক্রীড়ামন্ত্রী মনসুখ মান্ডব্য স্বয়ং জানিয়ে দেন, আইএসএল শুরু হবে ১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে। তার আগেই তাঁর মন্ত্রক থেকে হুঁশিয়ারি দেওয়া হয় যে কোনও ক্লাব খেলতে না চাইলে কোনও আপত্তি নেই। তাদের বাদ দিয়েই হবে লিগ। এতেই কাজ হয় এবং ১৪ দলই রাজি হয়ে যায় আইএসএলে যোগদান করতে।

এরপর লিগ গভর্নিং কাউন্সিল থেকে বিভিন্ন কমিটি গঠন নিয়ে বহু কথা হলেও অবনমন নিয়ে আর কোনও আলোচনা করেনি ক্লাবগুলি। সূত্রের খবর, ইতিমধ্যেই অন্তত সাত থেকে দশটি ক্লাব অবনমন মেনে নেওয়ার কথা সরকারিভাবে ফেডারেশনকে জানিয়ে দিয়েছে। বাকি ক্লাবগুলি যদি মানতে নাও চায়, তাহলে তাদেরই এখন সমস্যা। কারণ এখন সংবিধানে এই পরিবর্তন চাইলে সুপ্রিম কোর্টে আবেদন করতে হবে। সেক্ষেত্রে এতদিন কপিল সিবালকে যে আইনজীবী হিসাবে দাঁড় করানো হয়েছিল ক্লাব জোটের পক্ষে। কিন্তু এইমুহূর্তে মাত্র চার-পাঁচটি ক্লাবের পক্ষে ওই রকম হাই প্রোফাইল আইনজীবীকে নিয়োগ করে সেই ব্যয়ভার বহন করার মতো ক্ষমতা নেই। ফলে তাদের পক্ষেও অবনমন মেনে নেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় থাকছে না। যার অর্থ এবার আইএসএলের পর আই লিগে নেমে যাচ্ছেই একটি ক্লাব। তার বদলে আবার নতুন কোনও ক্লাবকে দেখা যাবে। যে ক্লাব আই লিগ থেকে উঠে আসবে।

উদ্বোধনী ম্যাচে বাগান-কেরালা

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : ইন্ডিয়ান সুপার লিগে প্রথম ম্যাচে মাঠে নামছে মোহনবাগান সুপার জায়েন্ট। তবে উদ্বোধনী ম্যাচে মুখোমুখি হচ্ছে না ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান। ডার্বি পিছিয়ে করে দেওয়া হয়েছে ৩ মে। প্রথম ম্যাচে ১৪ ফেব্রুয়ারি মোহনবাগান ঘরের মাঠে খেলবে কেরালা ব্লাস্টার্সের বিপক্ষে। তার দুইদিন পর ইস্টবেঙ্গল মুখোমুখি হবে নর্থইস্ট ইউনাইটেড এফসি-র।

ডার্বি সম্ভবত ৩ মে

লাল- হলুদ ব্রিগেডও খেলবে ঘরের মাঠে। সূত্রের খবর, এদিন রাতের মধ্যেই তৈরি হয়ে যাবে আইএসএলের সূচি। খুব সম্ভবত বুধ বা বৃহস্পতিবারের মধ্যে প্রকাশ্যে না হবে আইএসএল সূচি। প্রথম খসড়া সূচিতে ঠিক ছিল ডার্বি দিয়ে উদ্বোধন হবে লিগের। কিন্তু শেষপর্যন্ত দুই ক্লাবের আপত্তিতে এতে বদল করতে হয়। এখনও কিছু ক্লাবের অনুরোধে কিছু অদলবদলের পরই প্রকাশিত হবে এই সূচি।

হাঁটুর চোটেই অবসর : সাইনা

নয়াদিল্লি, ২০ জানুয়ারি : ২০২৩ সালের পর তাঁকে আর ব্যাডমিন্টন কোর্টে দেখা যায়নি। হাঁটুর চোট নিয়ে ভুগছেন দীর্ঘদিন ধরে। শেষপর্যন্ত হাঁটুর চোটেই অবসরে সাইনা নেহওয়াল। বলেছেন, 'আমার হাঁটুর কার্টিলেজ নষ্ট হয়ে গিয়েছে। সেইসঙ্গে আমার আথ্রাইটিসও রয়েছে। আমি এটা বাবা-মা এবং কোচকেও জানিয়েছি। আমার পক্ষে আর কিছু করা সম্ভব নয়।' আনুষ্ঠানিকভাবে অবসর ঘোষণা করেননি সাইনা। তাঁর মন্তব্য, 'অবসর ঘোষণা করাটা কোনও বড় বিষয় নয়। খালি মনে হয়েছে, আমার সময় ফুরিয়ে এসেছে। হাঁটু আগের মতো চাপ নিতে পারছে না।' তিনি আরও যোগ করেছেন, 'আমি নিজের শর্তে ব্যাডমিন্টনে এসেছিলাম। আবার নিজের শর্তে বিদায় নিচ্ছি। তাই আলাদা করে ঘোষণা করার প্রয়োজন মনে হয়নি।'

ইস্টবেঙ্গলে ইউসুফ

কলকাতা, ২০ জানুয়ারি : স্প্যানিশ স্ট্রাইকার ইউসুফ এজ্জেজারিকে দলে নিচ্ছে ইস্টবেঙ্গল। ৩২ বছর বয়সি এই ফুটবলার চলতি মরশুমে সিঙ্গাপুরের তানজং পাগার ইউনাইটেডের হয়ে খেলেছেন। ইতিমধ্যে দুই পক্ষের মধ্যে কথাবার্তা চূড়ান্ত হয়ে গিয়েছে। সবকিছু ঠিকঠাক থাকলে কয়েকদিনের মধ্যে ইউসুফের নাম ঘোষণা করতে পারে ইস্টবেঙ্গল।

চতুর্থ হারেও দ্বিতীয় মুম্বই

ভদোদরা, ২০ জানুয়ারি : ডব্লিউপিএলে মঙ্গলবার দিল্লি ক্যাপিটালসের বিরুদ্ধে ৭ উইকেটে হেরে গেল মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। চলতি আসরে এটি তাদের চতুর্থ হার। তারপরও লিগ টেবিলে মুম্বই দুই নম্বর স্থান ধরে রেখেছে।

টসে হেরে ব্যাটিংয়ে নেমে সজীবন সাজানা (৯) ও হেইলি ম্যাথিউজের (১২) ব্যর্থতায় শুরুতেই চাপে পড়ে যায় মুম্বই। সেখান থেকে দলকে বের করার চেষ্টায় অধিনায়ক হরমনপ্রীত কাউরের (৩৩ বলে ৪১) সঙ্গে ৭৮ রানের জুটি গড়েন নাতালি স্কিভার-ব্রান্ট (৪৫ বলে ৬৫)। তারপরও নাল্লাপুরেড্ডি শ্রী চরণীর (৩৩/৩) তিন ধাক্কায় মুম্বই ১৫৪/৫ স্কোরে থেমে যায়। রানতাড়ায় নামার পর দিল্লির শুরুটা ভালো করেন লিজেল লি (২৮ বলে ৪৬) ও শেফালি ভার্মা (২৯)। দুইজনে ওপেনিং জুটিতে ৬৩ রান যোগ করেন। জুটি ভাঙার পর মুম্বইয়ের বোলাররা নিয়ন্ত্রিত বোলিংয়ে চাপ বাড়ানোর চেষ্টা করেছিল। কিন্তু দিল্লির অধিনায়ক জেমিমা রডরিগজ (৩৭ বলে অপরাজিত ৫১) ম্যাচ ফিনিশ করেই আসেন। দিল্লি ১৯ ওভারে ৩ উইকেটে ১৫৫ রান তুলে নেয়।

বিশ্বকাপে খেলা নিয়ে সংশয় লিটনের

ঢাকা, ২০ জানুয়ারি : হাতে আর সপ্তাহ তিনেকেরও কম সময়।

টি২০ বিশ্বকাপে বাংলাদেশকে নিয়ে যদিও অচলাবস্থা কাটার লক্ষণ নেই। বুধবার ভারতে বিশ্বকাপ খেলা নিয়ে বাংলাদেশ ক্রিকেট বোর্ডকে (বিসিবি) আইসিসি-র বেঁধে দেওয়া চরম সময়সীমার শেষদিন। কিন্তু জট সেই তিমিরেই। সেই অনিশ্চয়তার সুর

ভারতকে আজই 'না' বাংলাদেশের

লিটন দাসের গলাতেও। বাংলাদেশ টি২০ দলের অধিনায়ক লিটন বলেছেন, 'আপনারা (সাংবাদিকরা) নিশ্চিত, আমরা বিশ্বকাপ খেলতে যাব? আপনারাও জানেন না, আমিও নই। সবাই একই জায়গায়। জানি না, বিশ্বকাপ খেলব কি না। প্রতিপক্ষ কারা হবে, এখনও নিশ্চিত নয়। প্রস্তুতিতে যা বড় সমস্যা। আমরা কেউই জানি না, বিশ্বকাপ যদি খেলি, কারা প্রতিপক্ষ। আমার মতো হাল গোটা দল, গোটা বাংলাদেশেরই।'

ঘুরিয়ে লিটন আরও দাবি করেন, ক্রিকেটারদের অন্ধকারে রেখে সব সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন রাজনৈতিক নেতারা। বিসিবি-র তরফে ক্রিকেটারদের সঙ্গে কোনওরকম যোগাযোগ করা হয়নি। অধিনায়ক হিসেবে তাঁর কোনও মতামত নেওয়া হয়নি। বিসিবি-র সিদ্ধান্তের সঙ্গে আপনি কি একমত? প্রশ্নের জবাবে লিটনের সংক্ষিপ্ত উত্তর, 'নো কমেন্টস'।

এদিকে, এদিন ফের বাংলাদেশের ক্রীড়া উপদেষ্টা আসিফ নজরুলের হুংকার, আইসিসি-র কোনও চাপে তাঁরা মাথানত করবেন না। ভারতে না খেলার অবস্থান বদলানোর কোনও প্রশ্ন নেই। বলেছেন, 'জানি না, আমাদের পরিবর্ত হিসেবে স্কটল্যান্ডকে বিশ্বকাপে নেওয়া হবে কি না। আইসিসি যদি ভারতের কথায় আমাদের ওপর চাপ তৈরি করে, তাহলে আমরা কোনওভাবে তা মেনে নেব না।' রাতের দিকে একটি সূত্রের খবর, আজ বিকেলে বিসিবি শীর্ষকর্তাদের এক বৈঠকে ভারতে বিশ্বকাপ খেলতে না যাওয়ার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত। যার সরকারি ঘোষণা হতে চলেছে আগামীকাল। জানা গিয়েছে, আগামীকাল বিকেল-সন্ধের মধ্যে আইসিসি-কে 'না' বলে দেবে বাংলাদেশ।

অনূর্ধ্ব-১৮ ছেলেদের ১০০০ মিটার দৌড়ে সেরা তিন খেলোয়াড়কে পুরস্কার।

ক্রীড়া পরিষদের অ্যাথলেটিক্স শুরু

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের এসএমকেপি চ্যাম্পিয়ন ও রাখালচন্দ্র নন্দী রানার্স ট্রফি বার্ষিক অ্যাথলেটিক্স মঙ্গলবার কাঞ্চনজঙ্ঘা ক্রীড়াঙ্গনে শুরু হয়েছে। প্রথমদিনের শেষে রবীন্দ্র সংঘ ১২৯ পয়েন্টে নিয়ে শীর্ষে আছে। দ্বিতীয় স্থানে থাকা দাদাভাই স্পোর্টিং ক্লাবের সংগ্রহে ৯৩ পয়েন্ট। উল্লেখযোগ্যদের মধ্যে মহিলাদের হাই জাম্পে রবীন্দ্র প্রমীলা রাজগড় প্রথম হয়েছেন। ১০ হাজার মিটার দৌড়ে তাদের সঞ্জিতা ওরাওঁ প্রথম স্থান পেয়েছেন। পুরুষদের ১০০ মিটার দৌড়ে প্রথম দাদাভাইয়ের সুমিত রায়। একই ক্লাবের সন্দীপ শা পুরুষদের ৮০০ মিটার দৌড়ে প্রথম স্থানে থাকেন। অনূর্ধ্ব-১৬ মেয়েদের ৬০ মিটার দৌড়ে রবীন্দ্রর কোয়েল রায় প্রথম হয়। প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন আন্তর্জাতিক অ্যাথলিট রতন সিং।

রয়্যাল সিটির ঘাড়ে নিঃশ্বাস হাওড়া-হুগলির

নৈহাটি, ২০ জানুয়ারি : বেঙ্গল সুপার লিগে জমে গিয়েছে এক নম্বর হওয়ার লড়াই। ২৪ ঘণ্টা আগে কোপা টাইগার্স বীরভূমকে ৪ গোল দিয়ে ২৬ পয়েন্টে পৌঁছেছিল জেএইচআর রয়্যাল সিটি এফসি। উঠে এসেছিল শীর্ষস্থানে। মঙ্গলবার বর্ধমান ব্লাস্টার্সকে ২-১ গোলে হারিয়ে হাওড়া-হুগলি ওয়ারিয়র্সের সংগ্রহ পৌঁছেছে ২৬ পয়েন্টে। গোলপার্থক্যে এগিয়ে থাকার সুবাদে এক নম্বরে রয়েছে রয়্যাল সিটি। তাদের মতোই হোসে র‍্যামিরেজ ব্যারেটোর দলও খেলেছে ১৩ ম্যাচ। নৈহাটি স্টেডিয়ামে ২৫ মিনিটে ব্যারেটোর দলকে এগিয়ে দেন সুমন রায়। ১০ মিনিট পর ব্যবধান বাড়ান পাওলো সিজার। দ্বিতীয়ার্ধে সন্দীপ নন্দীর প্রশিক্ষণাধীন বর্ধমানের ম্যাচে ফেরত আসার মরিয়া চেষ্টা চাপে ফেলে দিয়েছিল হাওড়া-হুগলিকে। ৬২ মিনিটে পেনাল্টি থেকে গোল করে চিজোবা ক্রিস্টোফার বর্ধমানের হয়ে একটি গোল ফেরান। এর ৫ মিনিট পরই লাল কার্ড দেখেন হাওড়া-হুগলির মনোতোষ তালুকদার। তবে শেষবেলায় ডিফেন্স আঁটোসাটো করে পুরো পয়েন্ট নিয়েই ফেরে ব্যারেটোর দল। দুই ম্যাচ পর তাঁরা জয় পেল।

প্রি-কোয়ার্টার্রে অসীম-মিলন

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : সূর্যনগর বলাকা ক্লাবের বিশু দত্ত, পরেশচন্দ্র কার ও সমীর দত্ত ট্রফি অকশন ব্রিজে মঙ্গলবার প্রি-কোয়ার্টার্রি ফাইনালে উঠেছেন অসীম রায়-মিলন রায়, হাবু রায়-রতন সাহা, কমলেশ গুহ-জীবন দাস, ডাবু সাহা-মরু সূত্রধর, দিলীপ হালদার-কানাই ধর, দীপাঞ্জন রাহা-শুভ ঘোষ, বাবু বিশ্বাস-সুদীপ চৌধুরী ও বাবুয়া ঘোষ-শুভ্রাশিস সরকার।

প্রয়াত বৈদ্যনাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : শিলিগুড়ি ভেটেরান্স প্লেয়ার্স অ্যাসোসিয়েশনের সদস্য বৈদ্যনাথ রায় প্রয়াত হয়েছেন। পাঘালুপাড়ায় নিজের বাড়িতেই ৭৩ বছর বয়সে তাঁর মৃত্যু হয়েছে বলে ভেটেরান্সের সচিব স্বপনকুমার দে জানিয়েছেন। বৈদ্যনাথ শিলিগুড়ির ময়দানে ফুটবল এবং অ্যাথলেটিক্স দুটোই খেলেছেন। ভেটেরান্সের হয়ে তিনি বাংলাদেশে ফুটবল খেলতেও গিয়েছিলেন। তাঁর স্ত্রী, এক ছেলে ও মেয়ে বর্তমান। বৈদ্যনাথের প্রয়াণে শোকপ্রকাশ করেছেন স্বপন।

মায়াঙ্ককে নিয়ে নামছে জিটিএসসি

ফাইনালে স্বস্তিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : বাবলাতলার পর সুব্রত সংঘের সুব্রত কাপ ক্রিকেটেও ফাইনালে উঠল স্বস্তিকা যুবক সংঘ। তরাই তারাপদ আদর্শ বিদ্যালয়ের মাঠে মঙ্গলবার সেমিফাইনালে তারা ১৯ রানে হারিয়েছে জলপাইগুড়ির বর্ধন প্রাঙ্গণকে। টসে জিতে স্বস্তিকা ২০ ওভারে ৯ উইকেটে ১৬৩ রান করে। সায়ন মণ্ডল ৬৪ ও সাগর শর্মা ৩০ রান করেন। আকাশ রায় ২৪ রানে নেন ২ উইকেট। জবাবে বর্ধন ২০ ওভারে ১৪৪ রানে অল আউট হয়। অভিজিৎ বিশ্বাসের অবদান ৩৬ রান। ম্যাচের সেরা সোনু রাউত ১৮ রানে ৫ উইকেট ফেলে দেন। ভালো বোলিং করেছেন বসন্ত প্রধান (৩২/২) ও নীহার ভুঁইয়া (৩২/২)।

টুর্নামেন্ট কমিটির সচিব রবীন্দ্রকুমার নাথ জানিয়েছেন, বুধবার সকাল সাড়ে ৮টায় নামবে জিটিএসসি ও বাঘা যতীন অ্যাথলেটিক ক্লাব। বেলা ১২.৩০ মিনিটে খেলবে অগ্রগামী সংঘ ও আঠারোখাই সরোজিনী সংঘ।

জিটিএসসি-র ক্রিকেট সচিব ঋষভ গুপ্তা বলেছেন, '৬ বছর আগে সুব্রত কাপের শেষ সংস্করণে আমরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছিলাম। চ্যাম্পিয়ন হওয়ার লক্ষ্যে এবার মুম্বই ইন্ডিয়ান্সের মায়াঙ্ক রাওয়াতকে নিয়েছি। দলে ৬ জন রনজি ট্রফির ক্রিকেটার আছে। তিনজন শিলিগুড়ির বাইরের ক্রিকেটার। বাকি তিনজন স্থানীয়।'

ম্যাচের সেরার ট্রফি নিচ্ছেন স্বস্তিকা যুবক সংঘের সোনু রাউত।

ম্যাচের সেরা সরোজ সিং।

জয়ী ওয়াইএমএ

নিজস্ব প্রতিনিধি, শিলিগুড়ি, ২০ জানুয়ারি : মহকুমা ক্রীড়া পরিষদের কম্বাইন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং ও রবিন পাল ট্রফি প্রথম ডিভিশন ক্রিকেট লিগে মঙ্গলবার ওয়াইএমএ ২০ রানে হারিয়েছে ভিবজিওর স্পোর্টিং ক্লাবকে। সিয়েম মাঠে টসে জিতে ওয়াইএমএ ৪০ ওভারে ৮ উইকেটে ২৬৭ রান তোলে। ম্যাচের সেরা সরোজ সিংয়ের অবদান ১২৪ রান। ভালো ব্যাটিং করেন অর্ণব নাথও (৫৪)। ৩০ রানে ২ উইকেট পেয়েছেন উৎপল ঘোষ। জবাবে ভিবজিওর ৩৯.৩ ওভারে ২৪৭ রানে অল আউট হয়। সুব্রত রেখে এসেছেন ৬৩ রান। আদিত্য সরকার ৫৭ রানে ৩ উইকেট নিয়েছেন।